জাগোবাংলা

মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

e-paper :www.epaper.jagobangla.in /DigitalJagoBangla /jagobangladigital /jago_bangla www.jagobangla.in

এসআইআর-এ মৃত ২

সার-আতঙ্কে শনিবার ফের দু'জনের মৃত্যু। শুনানির লাইনে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু রামপুরহাটের বাসিন্দা কাঞ্চনকুমার মণ্ডলের। সোদপুরে ব্রেন স্ট্রোকে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু বৃদ্ধা অলকা বিশ্বাসের

ঘন কুয়াশার সতর্কতা

সপ্তাহের শেষে নিম্নমুখী তাপমাত্রা। স্বাভাবিকের তুলনায় প্রায় আড়াই ডিগ্রি কম। দিন ও রাত— দুই সময়েই শীতের আমেজ বজায় থাকবে। মকরসংক্রান্তি পর্যন্ত জমিয়ে শীতের মরশুম চলবে

হিংসার আগুনে জ্বলছে ইরান সংঘর্ষে মৃত অন্তত ২১৭ জন

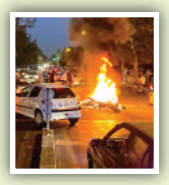

অমানবিক যোগীরাজ্য, শীতের রাতে ঘর থেকে রাস্তায় বক্সাররা

বর্ষ - ২১, সংখ্যা ২২৭ ● ১১ জানুয়ারি, ২০২৬ ● ২৬ পৌষ ১৪৩২ ● রবিবার ● দাম - ৪ টাকা ● ২০ পাতা ● Vol. 21, Issue - 227 ● JAGO BANGLA ● SUNDAY ● 11 JANUARY, 2026 ● 20 Pages ● Rs-4 ● RNI NO. WBBEN/2004/14087 ● KOLKATA

বহু মৃত্যু, আত্মহত্যা, তবুও হুঁশ ফিরছে না নির্বাচন কমিশনের

আপনাদের ঔদ্ধত্যে স্তম্ভিত ■ জ্ঞানেশ কুমারকে চিঠি দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী

প্রতিবেদন : জাতীয় নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারকে চতুর্থ চিঠি দিয়ে মানবিক হতে পরামর্শ দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। চিঠিতে মুখ্যমন্ত্রীর স্পষ্ট কথা, কমিশনের অমানবিক পদক্ষেপের কারণেই মানুষের ভোগান্তি বাড়ছে, হয়রান হচ্ছেন বয়স্ক মানুষ। শুধু তাই নয়, কমিশনের যান্ত্রিক আচরণের কারণে সাংবাবিধানিক কাঠামোই আজ প্রশ্নচিহ্নের মুখে দাঁড়িয়েছে। কমিশনকে পক্ষপাতহীন আচরণ করার পরামর্শও দিয়েছেন তিনি। সেই সঙ্গে কমিশনের ঔদ্ধত্যে যে তিনি স্তম্ভিত সে কথাও লুকিয়ে রাখেননি। চিঠির শেষে মুখ্যমন্ত্রী নিজে হাতে লিখে তাই বলেছেন, আমি জানি আপনি এই চিঠির কোনও উত্তর দেবেন না। তবু বিষয়গুলি আপনাকে জানিয়ে রাখা আমার কর্তব্য বলেই এই চিঠি লিখলাম।

মুখ্যমন্ত্রী তাঁর তিন পাতার চিঠিতে এসআইআর কতজন মানুষকে কেড়ে নিয়েছে সেই পরিসংখ্যানও দিয়েছেন। কমিশনের দিশাহীন এসআইআর-র কারণে ইতিমধ্যেই বাংলায় ৭৭ জনের মৃত্যু হয়েছে। চারজন আত্মহননের চেষ্টা করেছেন

এবং ১৭ জন অসুস্থ হয়েছেন। কেন এই ঘটনা ঘটছে? মুখ্যমন্ত্রী বলছেন, আসলে কমিশন ভয়ের পরিবেশ তৈরি করেছে। মানুষ নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন। নির্বাচন কমিশনের মতো একটা স্বাধীন সংস্থার উচিত রাজনৈতিক (এরপর ১০ পাতায়)

সংগ্রহ সিসিটিভি ফুটেজ শুরু জিজ্ঞাসাবাদ-তদন্ত

প্রতিবেদন : ইডির অনৈতিক আচরণের পরিপ্রেক্ষিতে জোড়া এফআইআর দায়ের করার পরেই শনিবার তদন্তে নেমে পড়ল শেক্সপিয়র থানার পুলিশ। সকালেই আইপ্যাক-কর্তা প্রতীক জৈনের বাড়িতে যান পুলিশ আধিকারিকরা। সংগ্রহ করা হয় প্রয়োজনীয় নথি। জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ডেকে পাঠানো হয় দু'জনকে। অন্যদিকে, সুপ্রিম কোর্টে ইডি যেতে পারে এই আন্দাজ করেই রাজ্যের তরফে এই মামলা নিয়ে ক্যাভিয়েট দাখিল করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার আইপ্যাক কর্ণধারের লাউডন স্ট্রিটের বাড়িতে ভোরে যায় ইডি। সেখানে তৃণমূল কংগ্রেসের দলীয় বেশ কিছু (এরপর ১০ পাতায়)

শীর্ষ আদালতে ক্যাভিয়েট রাজ্যের

দিনের কবিতা

'জাগোবাংলা'য় শুরু হয়েছে নতুন সিরিজ— 'দিনের কবিতা'। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতাবিতান থেকে একেকদিন এক-একটি কবিতা নির্বাচন করে ছাপা হবে দিনের কবিতা। সমকালীন দিনে যার জন্ম, চিরদিনের জন্য যার যাত্রা, তা-ই আমাদের দিনের কবিতা।

ভোরের আলো

'ভোরের আলো' তে
ভোর দেখলাম,
দেখলাম সূর্যের উদয়,
জল-জঙ্গল-নদীতে ঘেরা
স্বপ্ন আবেশময়।
ডোবার মাঝে জলের সাজে
কাশফুল দিচ্ছে দোলা,
পাখির কলরবে প্রজাপতির আঙিনায়
সবুজ করছে খেলা।
জল কিলবিল নদীর স্রোত
তিস্তা-মহানন্দা মেলা
সাথে কাঞ্চনজঙ্ঘা পাহাড়
বরোলি মাছের খেলাধুলা
জীবনকে দিচ্ছে দোলা।।
বন-জঙ্গল-নদী-পাহাড়,
বিচিত্র পাখিদের সব
আনাগোনার জোয়ার।
মুক্ত বাতাস, সবুজ নিশ্বাস,
'ভোরের আলো' পর্যটন বিকাশ।
ভোর দেখাবে 'ভোরের আলো'
সবাই আসুন দেখুন ভালো।

মহারাষ্ট্রে পিটিয়ে খুন করা হল বাঙালি শ্রমিককে

প্রতিবেদন : মহারাষ্ট্রে ফের বাংলার পরিযায়ী শ্রমিক খুন। নিহত পরিযায়ী শ্রমিকের নাম রিন্টু শেখ। বয়স বছর ২৫-২৬। মুর্শিদাবাদের রানিতলার বাসিন্দা। জানা গিয়েছে, বিহারের শ্রমিকদের সঙ্গে বচসার জেরে রিন্টুকে লোহার দিয়ে পেটানো হয়। গুরুতর আহত অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি করলে সেখানেই তাঁর মৃত্যু হয়। খবর রানিতলায় পৌঁছতে পরিবারের লোকেরা শোকে ভেঙে পড়েছেন। জানা গিয়েছে, রিন্টু পরিযায়ী শ্রমিক হিসাবে মহারাষ্ট্রে কাজ করতে গিয়েছিলেন। বিহারের শ্রমিকেরা বাংলা বলায় রিন্টুকে নানাভাবে অপদস্থ করার চেষ্টা করত। তা নিয়েই (এরপর ১১ পাতায়)

মারুন ছক্কা, বিজেপিকে ফেলুন মাঠের বাইরে

বাঁকুড়াকে বঞ্চিতই রেখেছে কেন্দ্রের সরকার

মিলন কর্মকার ● শালতোড়া

বাঁকুড়ায় এবার বিজেপিকে ছয় মেরে মাঠের বাইরে ফেলতে হবে। ১২ বছর ধরে কেন্দ্রে থাকার পরও বাঁকুড়ায় এই ১২ বছরে কী করেছে বিজেপ? জিজ্ঞেস করুন বিজেপিকে। ওরা রিপোর্ট কার্ড দেখাক। এবার বাঁকুড়ার মাটিতে দাঁড়িয়ে হুংকার দিলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। কোনও ভদ্রলোক বিজেপি করে না। একইসঙ্গে বিধানসভা

নির্বাচনে টার্গেট বেঁধে বাঁকুড়ায় ১২-০ করার ডাক দিলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক। শালতোড়ার মঞ্চ থেকে তীব্র আক্রমণ শানিয়ে অভিষেক বলেন, কোনও ভদ্রলোক বিজেপি করে না। মদ্যপ, মাতাল, চিটিংবাজ, গাঁজাখোররা বিজেপিতে। সুভাষ সরকার, সৌমিত্র খাঁ-কে নিশানা করে তিনি বলেন, ৫০ বছর ৬০ বছর, ৭০ বছর এই মাটিতে থাকার পরে নাগরিকত্বের প্রমাণ (এরপর ১১ পাতায়)

এখনও কেন পরিযায়ীদের ডাকা হচ্ছে?

কমিশনে তৃণমূল

প্রতিবেদন : সার্কুলার জারি করার পরও কেন এখনও বয়স্ক ও অসুস্থদের শুনানিতে ডেকে হেনস্থা করা হচ্ছে? পরিযায়ী শ্রমিকদের সশরীরে শুনানি থেকে রেহাই দিতে কেন এখনও সার্কুলার জারি করা হচ্ছে না? সঙ্গে আরও কয়েকটি দাবিদাওয়া নিয়ে শনিবার বিকেলে ফের নির্বাচন কমিশনের সিইও দফতরে ডেপুটেশন জমা দিল তৃণমূল কংগ্রেস। এদিন বিকেলে সিইও দফতরে গিয়ে তাঁর হাতে ডেপুটেশন তুলে দেন তৃণমূলের ৫ প্রতিনিধি। ছিলেন সাংসদ পার্থ ভৌমিক, চার মন্ত্রী শশী পাঁজা, পুলক রায়, বীরবাহা হাঁসদা ও শিউলি সাহা। সিইও-র সঙ্গে দেখা করে বাইরে এসে পার্থ ভৌমিক বলেন, কমিশন সার্কুলার (এরপর ১০ পাতায়)

নানা রকম

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল
11 January, 2026 • Sunday • Page 2 || Website - www.jagobangla.in

তারিখ অভিধান

১৮৬৬ লক্ষ্মীনারায়ণ রায়চৌধুরী (১৮৬৬-১৯৩৩) এদিন জন্মগ্রহণ করেন। ভারত উপমহাদেশের প্রথম পেশাদার আলোকচিত্রী-চিত্রকরদের মধ্যে অন্যতম। তিনি ১৮৬৬ সালে লাহোর শহরে রায়চৌধুরী অ্যান্ড কোম্পানি-ফোটোগ্রাফার্স অ্যান্ড আর্টিস্টস নামে একটি সংস্থা স্থাপন করেন। বাড়িতে একটি ছোট ঘরকে ডার্করুম হিসাবে ব্যবহার করতেন। এর আগে মুখাবয়ব এঁকে তা থেকে তিনি তৈলচিত্র তৈরি করতেন। রাজপরিবারের সদস্যদের বেশ কিছুক্ষণ তাঁর সামনে বসে থাকতে হত এবং সে-কারণে তাঁরা বিরক্ত হতেন। পর্দাপ্রথার কারণে রাজপরিবারগুলিতে মহিলা সদস্যদের তৈলচিত্র আঁকতে লক্ষ্মীনারায়ণের অসুবিধা হত। ক্যামেরা কিনে ব্যবসা শুরু করার পর আর সে-সব সমস্যা রইল না।

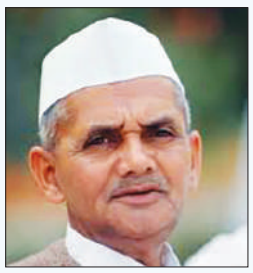

১৯৬৬ লালবাহাদুর শাস্ত্রী (১৯০৪-১৯৬৬) এদিন তাসখন্দের হোটেলে মারা যান। ভারতের দ্বিতীয় প্রধানমন্ত্রী। তাসখন্দ থেকে নিয়ে এসে তাঁর দেহ যখন দিল্লি বিমানবন্দরে নামানো হয় তখন গোটা শরীরটা নীল হয়ে গিয়েছিল। দেখে স্তম্ভিত হয়ে যান অনেকেই। মুখটা পর্যন্ত নীল। কপালের দু'পাশে স্পষ্ট সাদা ছোপ। ওই অবস্থা দেখে স্ত্রী ললিতা শাস্ত্রী তখনই বলেছিলেন, "এটা স্বাভাবিক মৃত্যু নয়।" যদিও ৬১ বছর বয়সি লালবাহাদুর শাস্ত্রী হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মারা গিয়েছেন বলেই সে-সময় সরকারি ভাবে ঘোষণা করা হয়েছিল।

১৮৮১ মাখনলাল সেন (১৮৮১-১৯৬৫) এদিন ঢাকার সোনারঙে জন্মগ্রহণ করেন। এমএ পড়ার সময় বিপ্লবী আন্দোলনে জড়িয়ে পড়েন। পুলিনবিহারী দাস গ্রেফতার হওয়ার পর অনুশীলন সমিতির নেতা হন। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে সাংবাদিকতা বিভাগে যোগ দেন। ঢাকার সোনারং ন্যাশনাল স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন।

১৮৫৯ লর্ড কার্জন (১৮৫৯-১৯২৫) এদিন জন্ম গ্রহণ করেন। পুরো নাম জর্জ নাথানিয়েল কার্জন। তিনি ছিলেন ডার্বিশায়ারের চতুর্থ ব্যারন স্কার্সডেলের জ্যেষ্ঠ পুত্র। ১৮৯৯ থেকে ১৯০৫ পর্যন্ত ভারতের ভাইসরয় ছিলেন। ১৯০৫ সালে অবিভক্ত বাংলা প্রেসিডেন্সিকে বিভাজন করা তাঁর তুমুল সমালোচিত সিদ্ধান্তগুলির অন্যতম। ডেনিস জাড তাঁর 'দ্য লায়ন অ্যান্ড দ্য টাইগার— দ্য রাইস অ্যান্ড ফল অফ দ্য ব্রিটিশ রাজ, ১৬০০-১৯৪৭' বইয়ে লিখেছেন, 'কার্জনের আশা ছিল, ভারতকে চিরকাল রাজশাসনের অধীনে রাখা যাবে। কিন্তু তাঁর বাংলাভাগ পরবর্তীতে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনকে শক্তি জোগায়।'

১৯২৮ টমাস হার্ডি (১৮৪০-১৯২৮) এদিন শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। ইংরেজ কথাশিল্পী, নাট্যকার ও কবি। কবিতা লেখার পাশাপাশি উপন্যাস লিখে সারা বিশ্বে তাঁর জীবৎকালেই বিপুল জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন। বর্তমানেও তিনি সমানভাবে বিশ্বে সমাদৃত। কথাশিল্পী হিসেবে তাঁর গভীর জীবননিষ্ঠা, বাস্তববাদ, কৌতুকবোধ ও মনস্তাত্ত্বিক পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা তাঁকে বিশ্বের প্রথম সারির লেখকে পরিণত করেছে। টেস অফ দ্য ড'আরবারভিলস, ফার ফ্রম দ্য ম্যাডিং ক্রাউড, দ্য মেয়র অফ কাস্টারব্রিজ, জুড দ্য অবসকিউর তাঁর জনপ্রিয় উপন্যাস।

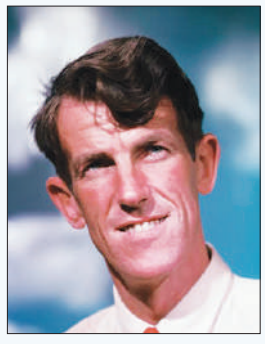

২০০৮ এডমন্ড হিলারি (১৯১৯-২০০৮) এদিন প্রয়াত হন। নিউজিল্যান্ডের একজন পর্বতারোহী এবং অভিযাত্রী। ১৯৫৩-র ২৯ মে তিনি ব্রিটিশ অভিযাত্রী দলের অংশ হিসেবে শেরপা তেনজিং নোরগের সঙ্গে এভারেস্টের চূড়ায় ওঠেন। দুনিয়ার সর্বোচ্চ শৃঙ্গ এভারেস্টে সেই প্রথম মানুষের পদচিহ্ন পড়ল।

২০২৪ দেবারতি মিত্র (১৯৪৬- ২০২৪) প্রয়াত হন। প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'অন্ধস্কুলে ঘণ্টা বাজে'। নারীমনের গহীনের অনুভবকে তিনি আজীবনের লেখায় তুলে ধরেছেন 'আমার পুতুল, 'যুবকের স্নান', 'ভূতেরা ও খুকি', 'তুন্নুর কম্পিউটার', 'থঙহোয়া ফুল সাদা' প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থে। লিখেছেন আত্মজৈবনিক এবং কবিতা বিষয়ক গদ্যও। পেয়েছেন 'কৃত্তিবাস পুরস্কার', 'আনন্দ পুরস্কার' ও 'রবীন্দ্র স্মৃতি পুরস্কার' ইত্যাদি।

১০ জানুয়ারি কলকাতায় সোনা-রুপোর বাজার দর

পাকা সোনা (২৪ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	১৩৮৭৫০
গহনা সোনা (২২ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	১৩৯৪৫০
হলমার্ক গহনা সোনা (২২ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	১৩২৫৫০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি),	২৪৯২০০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি),	২৪৯৩০০

সূত্র : ওয়েস্ট বেঙ্গল বুলিয়ন মার্চেন্টস অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশন। দর টাকায় (জিএসটি),

মুদ্রার দর (টাকায়)

মুদ্রা	ক্রয়	বিক্রয়
ডলার	৯১.৪০	৮৯.২৩
ইউরো	১০৬.৫৭	১০৩.৭৫
পাউন্ড	১২২.৭৩	১১৯.৪৩

নজরকাড়া ইনস্টা

মধুমিতা সরকার

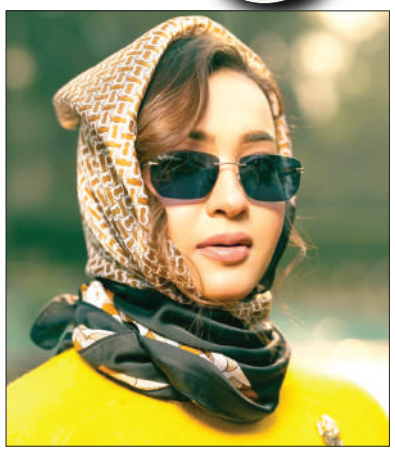

কৌশানী

কর্মসূচি

কেন্দ্রীয় তদন্তকারীর সংস্থা ইডির প্রতিহিংসামূলক পদক্ষেপের বিরুদ্ধে শ্রীরামপুর শহর তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে আয়োজিত প্রতিবাদ-মিছিলে উপস্থিত শ্রীরামপুর শহর তৃণমূল সভাপতি সন্তোষকুমার সিং, শ্রীরামপুর শহর তৃণমূল ও হুগলি জেলা তৃণমূল-সহ সভাপতি গৌরমোহন দে, শ্রীরামপুর শহর তৃণমূলের সহ-সভাপতি পিন্টু নাগ, পুরপিতা গিরিধারী সাহা, উপপ্রধান-সহ নেতৃত্ব।

■ তৃণমূল কংগ্রেস পরিবারের সহকর্মীদের প্রতি : আপনার এলাকায় কোনও কর্মসূচি থাকলে তা আগাম জানান। এবং কর্মসূচি পালনের পর ছবি-সহ প্রতিবেদন পাঠান।

ই মেল : jagabangla@gmail.com
editorial@jagobangla.in

শব্দবাংলা-১৬১১

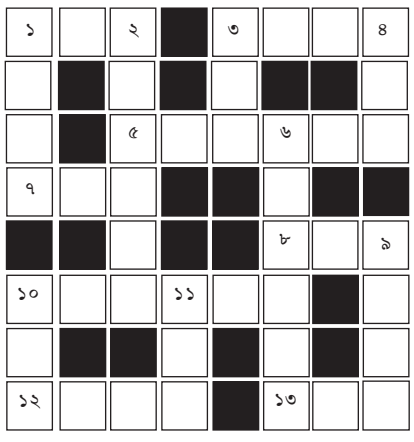

পাশাপাশি : ১. আহারে অপ্রবৃত্তি, অমৃতে— ৩. জমির আল ৫. রহস্যপূর্ণ গল্প ৭. জুলুম, অত্যাচার ৮. পরিবারের জ্যেষ্ঠা মহিলা ১০. চাঁদ ১২. কঠিন বিপদ বা সমস্যা ১৩. পার্থক্য।

উপর-নিচ : ১. নালিশ ২. (আল.) যে ব্যক্তি পরের সুখসমৃদ্ধির জন্য খেটে মরে অথচ নিজে তার কিছুমাত্র ভোগ করতে পারে না ৩. অলসতা। কুঁড়েমি ৪. রক্তবাহী নাড়ি ৬. মৃত ৯. ভর্ৎসনা, তিরস্কার ১০. দুর্গন্ধ ১১. কোনও দেশের বা রাষ্ট্রের বার্ষিক আয়ব্যয়ের হিসাব।

■ শুভজ্যোতি রায়

সমাধান ১৬১০ : পাশাপাশি : ১. দস্যিপনা ৩. জোকার ৫. গোড় ৬. ত্রপিত ৮. চিট ১০. মণ্ডল ১১. লাগানে ১৩. দেখা ১৫. বুনন ১৮. ঘোল ১৯. করুণা ২০. ত্বরান্বিত।
উপর-নিচ : ১. দন্তরুচি ২. পরত্র ৩. জোড় ৪. রয় ৫. গোতম ৭. হলদে ৯. টলানো ১২. নেবুলা ১৪. খাসিয়ত ১৬. নখরা ১৭. ব্রেক ১৮. ঘোণা।

সম্পাদক : শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়
• সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষে ডেরেক ও'ব্রায়েন কর্তৃক তৃণমূল ভবন, ৩৬জি, তপসিয়া রোড, কলকাতা ৭০০ ১০০ থেকে প্রকাশিত ও প্রতিদিন প্রকাশনী প্রাইভেট লিমিটেড, ২০ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭২ থেকে মুদ্রিত।
সিটি অফিস : ২৩৪/৩এ, এজেসি বোস রোড, পঞ্চম তল, কলকাতা ৭০০ ০২০

Editor : SOBHANDEB CHATTOPADHYAY
Owned by ALL INDIA TRINAMOOL CONGRESS, Published by Derek O'Brien from Trinamool Bhavan, 36G Topsia Road, Kolkata 700 100 and Printed by the same from Pratidin Prakashani Pvt. Ltd., 20 Prafulla Sarkar Street, Kolkata 700 072
Regd. No. WBBEN/2004/14087
• Postal No. Kol RMS/352/2012-2014 DL. No. 15 dt 19/7/21
City Office : 234/3A, A. J. C Bose Road, 4Th Floor, Kolkata 700 020

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

আমারশহর

11 January, 2026 • Sunday • Page 3 || Website - www.jagobangla.in

৩
১১ জানুয়ারি ২০২৬
রবিবার

বাঁকুড়ার শালতোড়ায় রণসংকল্প সভায় অভিষেক

খাদানে ২৫০০০ কর্মসংস্থান
মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে কথা অভিষেকের

মিলন কর্মকার • শালতোড়া

বাঁকুড়া জেলা মূলত রুক্ষ পাথর খাদান সমৃদ্ধ অঞ্চল। সেই এলাকায় রণসংকল্প সভায় দাঁড়িয়ে বিপুল কর্মসংস্থানের আশ্বাস দিলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। শনিবার বাঁকুড়ার শালতোড়ায় জনসভা করেন অভিষেক। সেই সভা থেকেই তাঁর ঘোষণা, আগামী ৩১ মার্চের মধ্যে পাথর খাদানের কাজ শুরু হয়ে যাবে। সেগুলি চালু হলে কমপক্ষে ২৫ হাজার লোকের কর্মসংস্থান হবে বলে আশ্বাস দেন তৃণমূলে সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক। পাশাপাশি খাদানের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারি আধিকারিক ডিজি মাইনিং-কে ঘুষ দিতে হয় বলেও বিস্ফোরক অভিযোগ করেছেন অভিষেক।

এদিনের সভা থেকে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বাঁকুড়ার জনগণের উদ্দেশে জানান, এখনও পর্যন্ত প্রায় চার থেকে সাড়ে চার হাজার কর্মী পাথর খাদানের কাজে যুক্ত। সরকারি যে ১৩৩ হেক্টর জমি রয়েছে তাতে ১৮টা খাদান রয়েছে। আইনের ব্যাপার আছে। অনেক বাধ্যবাধকতা রয়েছে। এই ১৮টি খাদান কাজ করা শুরু করলে এখানে প্রায় ২৫ হাজার লোকের কর্মসংস্থান হবে। পাশাপাশি তিনি জানান, এদিন সকালেও মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে এই বিষয়ে তাঁর কথা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রীর দফতর থেকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে সমস্ত কাজ সম্পন্ন করে আগামী দু'মাস অর্থাৎ ৩১ মার্চের মধ্যে এই ১৮টি মাইনের কাজ শুরু করতে হবে। এরপর বিস্ফোরক অভিযোগ করে অভিষেক বলেন, পাঁচটা খাদান চালু রয়েছে। প্রায় ১২০টি ক্রাশারের কাজ চলছে। ২৫০টির উপরে ক্রাশার রয়েছে। কিছু আইনি জটিলতা রয়েছে। একটি খাদান করতে গেলে অন্তত এক হেক্টর জমির প্রয়োজন হয়। একাধিক সরকারি অনুমতির দরকার হয়। ডাইরেক্টর জেনারেল অফ মাইনিংয়ের এনওসি পেতে গেলে মাসের পর মাস লেগে যায়। আইনি প্রক্রিয়া মেনে যদি খাদান চালুও করতে হয়, ৩০-৩২ লক্ষ জমা দিতে হয়। তার পরে অনৈতিক ভাবে ডিজি মাইনকে লক্ষ লক্ষ টাকা ঘুষ দিতে হবে।

রুক্ষ বাঁকুড়ার জলের সমস্যা নিয়েও এদিন সরব হন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক। কেন্দ্র সরকারের জল জীবন মিশনের টাকা আটকে রেখেছে বলে তোপ দাগেন তিনি। বলেন, জল জীবন মিশনে পানীয় জলের প্রকল্পে ৫০ শতাংশ টাকা কেন্দ্রের দেওয়ার কথা কিন্তু কেন্দ্রের বিজেপি সরকার সেই ২.৫ হাজার কোটি টাকা গায়ের জোরে আটকে রেখেছে। আমাদের সরকারের ২৫০০ কোটি টাকা দেওয়ার কথা ছিল । কিন্তু আমাদের সরকার ৪৫৬০ কোটি টাকা দিয়েছে। এরপরই অভিষেক প্রশ্ন তোলেন, এদের উচিত শিক্ষা দেবেন না? এরপর বাঁকুড়ায় পানীয় জলের সমস্যা দূর করার জন্য অবিলম্বে ১৫০টি টিউবওয়েল তৈরির প্রতিশ্রুতি দেন। বলেন, আমি জনস্বাস্থ্য কারিগরি দফতরের মন্ত্রীকে অনুরোধ করে এসেছি। যেখানে যেখানে ট্যাঙ্কারের মাধ্যমে পানীয় জলের ব্যবস্থা করা যায় সেটাও অবিলম্বে চালু করতে বলা হয়েছে। আমি এই দুটো বিষয়ে আপনাদের কথা দিয়ে গেলাম। দু'মাসের মধ্যে এই কাজের বাস্তবায়ন আপনারা সবাই দেখতে পাবেন।

অভিষেকের সভায় দলে দলে তৃণমূলে

প্রতিবেদন : বাঁকুড়া। শালতোড়ায় রণসংকল্প সভা'র মঞ্চে সূচনা হল নতুন এক অধ্যায়ের। শনিবার তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের রণসংকল্প সভায় এসে যোগদান করলেন প্রাক্তন ব্লক সভাপতি ও কাউন্সিলর। বাংলার মা-মাটি-মানুষের সরকারের উন্নয়নমূলক কাজে অনুপ্রাণিত হয়ে তাঁরা এদিন তৃণমূলের পতাকা তুলে নেন। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপস্থিতিতে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করেন শালতোড়া ব্লকের প্রাক্তন ব্লক সভাপতি কালীপদ রায় এবং বাঁকুড়া পুরসভার নির্দল কাউন্সিলর দিলীপ আগরওয়াল। বিজেপির বিভাজনের রাজনীতিকে প্রত্যাখ্যান করে উন্নয়নের স্রোতে ফিরে এলেন তাঁরা। তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে স্বাগত জানানো হয় তাঁদের। আপনাদের এই যোগদান বাঁকুড়া জেলায় তৃণমূল কংগ্রেসের সংগঠনকে আরও শক্তিশালী ও মজবুত করে তুলল।

সম্পাদকীয়

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

11 January, 2026 • Sunday • Page 4 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

বামন হয়ে

গদ্দারের নাটকে এ কোন সমাপতন! নাটক করে রাজনৈতিক ফায়দা লুঠতে গিয়ে সেম-সাইড গোল। আর তা ঢাকতে ফের নাটক। এসব নাটক যে বাংলার মানুষ বুঝে গিয়েছেন তা গদ্দারকে বোঝাবে কে! চন্দ্রকোনায় গদ্দারের কনভয় যাচ্ছিল। তা দেখে সাধারণ মানুষ জয় বাংলা স্লোগান দিতে শুরু করেন। এর মধ্যে অন্যায় কিছু নেই। এটা গণতান্ত্রিক অধিকার। কিন্তু গণতন্ত্রে আবার বিশ্বাস নেই গদ্দার আর তার দলের। সাধারণ মানুষকে শিক্ষা দিতে গিয়ে বিরাট ভুল করে বসল কেন্দ্রীয় বাহিনী— সিআরপিএফ। তার রাস্তায় কেন স্লোগান দেওয়া হবে? এই অজুহাতে লেলিয়ে দেওয়া হল কেন্দ্রীয় বাহিনীকে। সিআরপিএফ বাংলার মাটিকে চেনে না, বাংলার মানুষকে চেনে না। হাতে লাঠি থাকলে তারা উন্মাদের মতো আচরণ করে। চন্দ্রকোনায় ঠিক সেটাই হল। লাঠির ঘায়ে লুটিয়ে পড়লেন বিজেপি নেতা-সহ বেশ কিছু কর্মী-সমর্থক। পুরোপুরি সেম-সাইড গোল। এ-লজ্জা রাখবে কোথায় গদ্দার? তাই থানায় অবস্থানের নাটক। যে-নেতা জনতার জয় বাংলা স্লোগানকে টক্কর দিতে পারে না, সে স্বপ্ন দেখছে রাজ্য দখলের! দিবাস্বপ্ন। গদ্দার সারদায় অভিযুক্ত, ঘুষ নিয়েছে ক্যামেরার সামনে। জেলযাত্রা থেকে বাঁচতে শিরদাঁড়া বিকিয়ে দল পাল্টেছে। যার শিরদাঁড়াই সোজা নয়, সে লড়বে তৃণমূলের সঙ্গে! বামন হয়ে চাঁদে হাত দেওয়ার শখ। বলিহারি গদ্দার!

e-mail থেকে চিঠি

ইয়ে ডর হামলোগো কা আচ্ছা লাগা

মোদি জমানার এগারো বছর যেভাবে মূলত রাজনৈতিকভাবে বিরোধীদের 'শায়েস্তা' করতে ইডি, সিবিআই, আয়করের মতো দপ্তরকে 'অস্ত্র' হিসেবে কাজে লাগানো হয়েছে তার কোনও তুলনা নেই। ভয় দেখাতে, বশ্যতা শিকার করাতে মোটামুটি তিনরকম কৌশল নেওয়া হয়। ১) বিশেষত বিধানসভা ভোটের আগে সংশ্লিষ্ট রাজ্য দখলের উদ্দেশ্যে সেখানকার শাসক নেতা-নেত্রীদের জেলে ভরে একটা ভয়-আতঙ্কের বাতাবরণ তৈরি করা। এমন উদাহরণ বহু। ২) বিরোধী নেতা-নেত্রীদের বিরুদ্ধে তদন্তকারী সংস্থাকে লেলিয়ে দিয়ে তাঁদের নিজেদের দলে টেনে নেওয়া। এই করে বিরোধীদের সরকার ভেঙে দেওয়ার নজিরও আছে। ৩) এক শ্রেণির ব্যবসায়ী-শিল্পপতিকে ইডি-সিবিআই দিয়ে ভয় দেখিয়ে দলীয় তহবিলের জন্য মোটা অঙ্কের চাঁদা আদায় করা। বিরোধীদের এই যাবতীয় অভিযোগগুলি যে কথার কথা নয়, তার প্রমাণ লুকিয়ে আছে নানা সরকারি তথ্যেই। যেমন, মোদি জমানায় যত রাজনৈতিক মামলা করেছে ইডি, তার ৯৮ শতাংশই বিরোধী দলের নেতার বিরুদ্ধে। আবার ইউপিএ জমানায় যেখানে ৮৪টি তল্লাশি হয়েছে, এনডিএ জমানায় তা বেড়ে হয়েছে ৭২৬৪টি। প্রায় ৮৬ গুণ বেশি। একইভাবে গ্রেপ্তার ২৯ থেকে বেড়ে হয়েছে ৭০৫। এই লোকদেখানো বিপুল কারবারের নিট ফল হল, ইডির তদন্তে সাজার হার মাত্র ০.৭ শতাংশ। বিজেপির বিরুদ্ধে এই দুই সংস্থার নাকি একটিও মামলা নেই। বিজেপি গোটা প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোটাই রাজনৈতিক 'অস্ত্র' হিসেবে ব্যবহার করছে। এই প্রেক্ষাপটে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার ভোট ঘোষণাও ফেব্রুয়ারি মাসে হয়ে যেতে পারে। এই রাজ্যটাকে দখল করার জন্য অতীতে রাজনৈতিক-সাংগঠনিক-আর্থিক সমস্ত শক্তিকে কাজে লাগিয়েও মাথানত করে দিল্লি ফিরতে হয়েছে নরেন্দ্র মোদি, অমিত শাহ বাহিনীকে। দলের শীর্ষ নেতৃত্ব ভালই জানেন, ভোটের ময়দানে লড়াই করে এবারেও বাংলা থেকে তাদের খালি হাতে ফিরতে হতে পারে। তাই সম্ভবত মরিয়া বিজেপি নেতৃত্ব ভোটার তালিকায় নিবিড় সংশোধনের মাধ্যমে মমতার সংখ্যালঘু গরিব মানুষের ভোট বাদ দিয়ে জেতার স্বপ্ন দেখেছিলেন। কিন্তু এসআইআর-এর খসড়া তালিকায় প্রাথমিকভাবে যে ৫৮ লক্ষ ভোটারের নাম বাদ পড়েছে, তাতে ব্যুমেরাং হওয়ার আশঙ্কা করছেন খোদ বিজেপি নেতাদের একাংশ। অতএব অন্য চাল হিসেবে ভোটের আগে মমতার দলের যাবতীয় রণকৌশল হাতাতে ইডিকে মাঠে নামানো হয়েছে। ওরা ভোটের স্ট্র্যাটেজি ছিনতাই করতে এসেছিল। তাই বাধা দিয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এমন কাজ হলে তা যে বিজেপির ভয়ের লক্ষণ, তাতে সন্দেহ নেই।

—আকাশ মিশ্র, রিজেন্ট পার্ক, কলকাতা

■ চিঠি এবং উত্তর-সম্পাদকীয় আপনিও পাঠাতে পারেন :
jagabangla@gmail.com / editorial@jagobangla.in

স্বামী বিবেকানন্দের জ্যান্ত দুর্গা

স্কুল-কলেজের ডিগ্রি ছিল না, কিন্তু শিক্ষার প্রতি অনুরাগ ছিল অফুরান। চাইতেন, মেয়েরা লেখাপড়া শিখুক এবং স্বাবলম্বী হোক। রামকৃষ্ণ তাঁকে দেখতেন মা আনন্দময়ী রূপে। বিবেক জন্মবার্ষিকীর প্রাক্কালে সেই মাতৃশক্তিকে স্মরণ করলেন **ড. শিবরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়**

শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দকে উপেক্ষা করে ঊনবিংশ এবং বিংশ শতাব্দীর বাংলা তথা ভারতের সামাজিক, সাংস্কৃতিক, আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে নবজাগরণের ইতিহাস চর্চা সম্ভব নয়। এর সঙ্গে আরও একটি নাম স্বাভাবিকভাবে চলে আসে— ভগিনী নিবেদিতা। রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ ও ভগিনী নিবেদিতা সম্পর্কে যতটা চর্চা হয়েছে, তার তুলনায় শ্রীমা সারদাদেবী সম্পর্কে আমরা বেশি কিছু জানি না। মা অনেক বেশি অধরা, অজানা হয়ে আছেন। তাঁকে চেনা, জানা ও তাঁর স্বরূপ উপলব্ধি করার ক্ষেত্রে আমাদের, বিশেষ করে ঐতিহাসিকদের, অজ্ঞানতাজনিত উপেক্ষা সীমাহীন বললে ভুল বা হবে না।

মায়ের জীবনীগ্রন্থসমূহ পাঠ করলে মনে হয় তাঁর জীবনখানি চলেছিল দুই সমান্তরাল লাইনের উপর দিয়ে। ভগবতী ও মানবী এই দুই পাশাপাশি লাইনের উপর দিয়ে চালিত তাঁর জীবনখানি বিচিত্র সুন্দর। লৌকিক মাপকাঠিতে তিনি একজন সাধারণ ভারতীয় নারী। স্বরূপত তিনি শক্তিস্বরূপিণী জগন্মাতার আংশিক প্রকাশ। স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর এক গুরুভাইকে লিখেছিলেন— মা-ঠাকরুণ কী বস্তু বুঝতে পারনি, এখনও কেউ পারেনি, ক্রমে পারবে। এই ভবিষ্যদ্বাণী আক্ষরিকভাবে সত্যে পরিণত হয়েছে। মায়ের অসাধারণ জীবনের মহিমা ক্রমেই প্রকাশিত হচ্ছে। মায়ের জীবনচর্যা ও বাণী বিশ্ববাসীকে আকর্ষণ করছে। প্রায় তিন দশক আগে গোলপার্ক রামকৃষ্ণ মিশনের একটি সভায় স্বামী ভূতেশানন্দ বলেছিলেন, শ্রীমা ক্রমশ প্রকাশ্য। রামকৃষ্ণ সহধর্মিনী সারদাকে দেখতেন মা আনন্দময়ী রূপে। স্বামী বিবেকানন্দ বলেছিলেন, রামকৃষ্ণ এবং মা অভিন্ন, যেমন ব্রহ্ম ও শক্তি এক ও অভিন্ন।

মা সমস্ত গোঁড়ামি, শুচি-অশুচির ঊর্ধ্বে ছিলেন। বিবেকানন্দের আহ্বানে মার্গারেট (পরবর্তীকালে ভগিনী নিবেদিতা) ভারতবর্ষে এসেছিলেন ভারতীয় নারীদের শিক্ষা দেওয়ার জন্য। ভারতবর্ষের রূপরেখা দেখবার পর মার্গারেটকে জানতে হবে ভারতের নারী সম্পর্কে। পাশ্চাত্য নারী মার্গারেট যাতে ভারতের নারী-আদর্শের মধ্যে নবজন্ম গ্রহণ করতে পারেন, সেইজন্য স্বামীজি তাঁকে এনে সমর্পণ করলেন ওই আদর্শের পরাকাষ্ঠা জননী সারদাদেবীর পদতলে। নিবেদিতার সঙ্গে সারদাদেবীর প্রথম সাক্ষাৎ ১৭ মার্চ, ১৮৯৮তে। যে দিনটি সম্বন্ধে নিবেদিতা তাঁর ডায়েরিতে লিখেছেন 'Day of days'। স্বামীজির আশঙ্কা ছিল, মা এক বিদেশিনীকে কীভাবে গ্রহণ করবেন। তাঁর সব আশঙ্কা দূর হল। সারদাদেবী নিবেদিতাকে সাদরে ও আন্তরিকতার সঙ্গে গ্রহণ করলেন, যেন কত যুগের ঘনিষ্ঠতা। মা-র আন্তরিকতায় নিবেদিতা অভিভূত হলেন। মা ইংরেজি ভাষা জানতেন না। কিন্তু তার জন্য ভাবের আদানপ্রদানে কোনও সমস্যা হয়নি। মা নিবেদিতাকে 'খুকি' ডাকতেন। নিবেদিতার সঙ্গে সারদাদেবীর শেষ সাক্ষাৎ ১২ মে, ১৯১১। মধ্যে ১২ বছরের কিছু বেশি ব্যবধান। এই সময়ের মধ্যে উভয়ের অজস্রবার দেখাসাক্ষাৎ হয়েছে। ভারতবাসের একেবারে শুরুর দিকে নিবেদিতা কিছুদিন শ্রীমায়ের সঙ্গে বসবাস করেছিলেন। ১৮৯৮-এর এপ্রিল মাসের শেষের দিকে শ্রীমা বেলুড় মঠের নতুন কেনা জমিতে প্রথম পদার্পণ

করলে, ভগিনী নিবেদিতা তাঁকে অভ্যর্থনা জানিয়েছিলেন এবং মঠের জমি ঘুরিয়ে দেখিয়েছিলেন।

সারদাদেবীর স্কুল-কলেজের ডিগ্রি ছিল না। কিন্তু শিক্ষার প্রতি অনুরাগ মায়ের মধ্যে সবসময় দেখা যেত। বালিকা অবস্থায় তিনি পড়াশোনা আরম্ভ করলে ঠাকুরের (রামকৃষ্ণের) ভাগনে হৃদয় তাতে বাধা দেন। লক্ষ্মী (ঠাকুরের ভাইঝি) পাঠশালা থেকে পড়ে এসে মাকে বাড়িতে পড়াতেন। দক্ষিণেশ্বরে ভব মুখোপাধ্যায়ের মেয়ে প্রতিদিন এসে মাকে পড়াত ও পড়া দিত। পরিণত বয়সে মা তাঁর ভাইঝি মাধু ও রাধুকে পড়াতেন। গৌরী-মার আশ্রমের ছাত্রীদের পড়াশোনায় তিনি খুব উৎসাহ দিতেন। এছাড়া নিজের অল্পশিক্ষিত শিষ্য-শিষ্যাদেরও বিদ্যাচর্চায় অনুরাগী করে তুলতেন। নিছক পুঁথিগত বিদ্যাই নয়, পৃথিবীর কোথায় কী ঘটছে, সেই সম্পর্কেও তিনি কৌতূহলী ছিলেন। শিষ্যদেরও উৎসাহ দিতেন এই বলে— 'দেখ মা, যেখান দিয়ে যাবে তার চতুর্দিক কী হচ্ছে না হচ্ছে সব দেখে রাখবে। আর যেখানে থাকবে, সেখানকারও সব খবরগুলি জানা থাকা চাই।'

মা চাইতেন মেয়েরা লেখাপড়া শিখুক এবং স্বাবলম্বী হোক। শ্রীমা ও বিবেকানন্দের অনুপ্রেরণা ও সাহায্যে অনেক কষ্ট ও ত্যাগ স্বীকারের পর ভগিনী নিবেদিতা মেয়েদের জন্য একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করলেন। ১৮৮৮ এর ১৩ নভেম্বর শ্রীমা সারদাদেবী বিদ্যালয়টির উদ্বোধন করলেন। বিবেকানন্দ এবং শ্রীরামকৃষ্ণের অন্যান্য সন্ন্যাসী শিষ্যবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। নিবেদিতাকে অনেক প্রতিরোধ ও সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। শ্রীমা সবসময় তাঁর পাশে ছিলেন। নানাভাবে সাহস ও সাহায্য জুগিয়েছিলেন। মা উপলব্ধি করেছিলেন, লেখাপড়া শিখলেই মেয়েরা স্বাবলম্বী হবে এবং তাঁরা নিজেরাই নিজেদের সমস্যার সমাধান করতে পারবে। খাদ্যাভ্যাসের ব্যাপারে মা কখনও নিজের মতকে অপরের উপর চাপিয়ে দেননি। একটা ছোট উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। মার সময়ে গ্রামাঞ্চলে মানুষ সাধারণত চা খেতেন না। কলকাতা শহরেও তখন চায়ের প্রচলন খুব একটা হয়নি। কলকাতা থেকে যে সমস্ত ভক্ত জয়রামবাটিতে আসতেন এবং চা-পানে অভ্যস্ত ছিলেন, তাঁদের জন্য মা ভোরে ঘুম থেকে উঠে পায়ের ব্যথা নিয়ে দুধ সংগ্রহ করতে যেতেন, যাতে ওই ভক্তরা চা-পান করে তৃপ্ত হন। অথচ মা কদাচিৎ চা পান করতেন। এত করুণা।

শ্রীমার মধ্যে জাত-পাত বর্ণ বৈষম্যবোধ একেবারে ছিল না। তিনি বলতেন, আমজাদ (মার মুসলমান ভক্ত) যেমন আমার সন্তান, তোমরাও একইভাবে আমার সন্তান। কোনও তফাত নেই। বেলুড় মঠে একজন ভৃত্যকে চুরি করার দায়ে স্বামীজি মঠ থেকে তাড়িয়ে দেন। ভৃত্যটি কলকাতায় এসে মার কাছে আত্মসমর্পণ করেন। মার নির্দেশে তাঁকে আবার কাজে ফিরিয়ে নেওয়া হয়। এক সন্ন্যাসী শিষ্যকে মা বলেছিলেন, তোমরা তো ঘর-সংসার করোনি। সংসারী মানুষের দুঃখ-কষ্ট কী বুঝবে। ছেলেটি হয়তো অভাবে পড়ে চুরি করেছে। ক্ষমা করে দাও।

শ্রীমা দৃঢ় ব্যক্তিত্বসম্পন্না ও যুক্তিবাদী ছিলেন। প্লেগের সেবাকার্যে টাকার জন্য বেলুড় মঠের জমি বিক্রি করে দেওয়ার প্রস্তাব এবং মায়াবতী অদ্বৈত আশ্রমে পূজার ব্যবস্থা না রাখার প্রসঙ্গে মা যুক্তির সাহায্যে সমস্যার সমাধান করেছিলেন। শুধু বিবেকানন্দ নন, অন্য সন্ন্যাসীরা সমস্যায় পড়লে মায়ের কাছে সমাধান চাইতেন। তাই শ্রীমাকে 'সংঘজননী' হিসাবে সকলেই মান্য করতেন। সবশেষে উল্লেখ করি, স্টেটসম্যানের সম্পাদক ও বিশিষ্ট সমাজবিজ্ঞানী এস কে রাডক্লিফের যখন প্রথম সন্তান হওয়ার সম্ভাবনা দেখা গেল, তিনি তাঁর স্ত্রীকে লিখেছিলেন— 'জন্মাবার পরে আমি ওই সন্তানটিকে নিয়ে যাব সারদাদেবীর কাছে, যিনি আপাতদৃষ্টিতে খুব সাদাসিধে হিন্দু নারী, তবু আমার ধারণায় বর্তমান পৃথিবীর মহত্তমা নারী।'

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

কাজ বুঝিয়ে দেওয়ার অছিলায় যুবতীর শ্লীলতাহানি। হুগলির চুঁচুড়ার ঘটনা। অভিযোগ পেয়ে অভিযুক্ত শ্যামল দাসকে আটক করেছে পুলিশ

বিদেশি পর্যটকেরা এখন বাংলামুখী

কেরল-গোয়ার মিলিত সংখ্যার দ্বিগুণ উপস্থিতি

প্রতিবেদন : বিদেশি পর্যটকরা এখন বাংলামুখী। আগ্রা, উদয়পুর, ঋষিকেশ, হাম্পি, এমনকী গোয়ার থেকেও বাংলায় আসছেন অধিকসংখ্যক পর্যযক। মহারাষ্ট্রের পরে বিদেশি পর্যটকদের কাছে দ্বিতীয় পছন্দের জায়গা হিসেবে উঠে এসেছে পশ্চিমবঙ্গের পর্যটনকেন্দ্র। আর এটা সম্ভব হয়েছে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্য। ২০১১-তে প্রথমবার মুখ্যমন্ত্রীর দায়িত্ব নেওয়ার পরেই রাজ্যের পর্যটনে জোর দিয়েছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। নতুন পর্যটনস্থল তৈরি করার পাশাপাশি জোর দিয়েছিলেন হোম-স্টে-সহ বিভিন্ন পরিষেবার দিকেও। যার সুফল আজ পাচ্ছে বাংলা।

২০২৪ সালে এই রাজ্যে ৩০ লক্ষেরও বেশি বিদেশি পর্যটক এসেছিলেন। যার মধ্যে সবচেয়ে বেশি ছিলেন মার্কিন নাগরিক। তারপর রাশিয়া, ইংল্যান্ড ও ইতালির বাসিন্দারা। কেন্দ্রীয় পর্যটনমন্ত্রক কর্তৃক প্রকাশিত ইন্ডিয়া ট্যুরিজম ডেটা কম্পেন্ডিয়াম ২০২৫ অনুসারে, ২০২৪ সালে বাংলা ৩.১ মিলিয়ন বিদেশি পর্যটক এসেছেন, যা আগের বছরের তুলনায় প্রায় ১৫ শতাংশ বেশি। হঠাৎ বিদেশি পর্যটকরা কেন বাংলামুখী? তার অন্যতম বড় কারণ হল, কলকাতার দুর্গাপুজোকে ইউনেস্কো সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের তকমা দেওয়া। আধ্যাত্মিক পর্যটন, সমুদ্র, পাহাড় এবং প্রাচীন ব্রিটিশ সংস্কৃতির স্মৃতিসৌধের মিলিতক্ষেত্র বাংলা। কলকাতার পরে সবচেয়ে বেশি যে শহরগুলিতে বিদেশি পর্যটকরা আসছেন সেগুলি হল দার্জিলিং, সুন্দরবন এবং শিলিগুড়ি।

চা বাগান পর্যটন রাজ্যের জন্য আরেকটি বড় আকর্ষণ হয়ে উঠেছে। এই কারণে বিভিন্ন পাঁচতারা হোটেলে এখন বিনিয়োগ করছে তাজ থেকে শুরু করে মেফেয়ার— সবাই। এখানে হোটেল নির্মাণ করছেন। আইএইচসিএল আগামী বছরগুলিতে ১৫টি নতুন হোটেল খোলার জন্য অম্বুজার সঙ্গে একটি চুক্তি স্বাক্ষর করেছে, যার মধ্যে বেশিরভাগই পশ্চিমবঙ্গ, সিকিম এবং উত্তর-পূর্ব রাজ্যগুলিতে এবং কয়েকটি হিমাচল প্রদেশে।

■ উন্নয়নের পাঁচালি কর্মসূচিতে উত্তর ২৪ পরগনার খড়দহে বক্তব্য রাখছেন বিধায়ক তথা মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়। রয়েছেন এসআইআরের কাজে দায়িত্বপ্রাপ্ত তৃণমূল কংগ্রেসের বিএলএ-টু কর্মীরা। শনিবার।

■ ড্রোন টেকনোলজির বিশেষ স্টল জেআইএস গোষ্ঠীর। টাকি বয়েজ স্কুল প্রাঙ্গণে প্রাক্তনী সংগঠন 'টিব্যাক' আয়োজিত দুদিনের কার্নিভাল। মেলা উদ্বোধন করে ঘুরে দেখছেন স্কুলের প্রাক্তন ছাত্র তথা প্রাক্তন সাংসদ কুণাল ঘোষ।

■ শনিবার মধ্যমগ্রাম বিধানসভায় নীলগঞ্জ গ্রাম পঞ্চায়েতে একাধিক রাস্তার সূচনা করলেন রাজ্যের খাদ্যমন্ত্রী তথা স্থানীয় বিধায়ক রথীন ঘোষ।

■ হাবড়া পুরসভার ১৫ ও ৬ নং ওয়ার্ডে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের চিঠি-সহ বাংলার ১৫ বছরের উন্নয়নের রিপোর্ট কার্ড তথা 'উন্নয়নের পাঁচালি' তুলে দিলেন হাবড়ার বিধায়ক জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক।

■ ৫৬৭ রকমের ভোগ দিয়ে ১১তম পৌষকালীর আরাধনা করল বাগবাজার রায়চৌধুরি পরিবার। উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রী ডাঃ শশী পাঁজা-সহ বিশিষ্টরা। শনিবার।

■ কেন্দ্রীয় সরকারের বাংলার প্রতি বঞ্চনা ও বিজেপির কুৎসা-অপপ্রচারের বিরুদ্ধে আমতা কেন্দ্র তৃণমূল কংগ্রেসের প্রতিবাদ সভা। উপস্থিত প্রিয়দর্শিনী ঘোষ, রাজা সেন, সুকান্ত পাল, দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায়-সহ অন্যেরা।

গিরিরাজকে পাল্টা তৃণমূলের

প্রতিবেদন : আইপ্যাক-কাণ্ডে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভূমিকা নিয়ে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী গিরিরাজ সিংকে কড়া জবাব দিল তৃণমূল কংগ্রেস। দলের মুখপাত্র কুণাল ঘোষ সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে এদিন বলেন, গিরিরাজ সিং ও কেন্দ্রীয় সরকার বাংলার মানুষের প্রাপ্য একশো দিনের কাজের টাকা, আবাসের টাকা-সহ মোট ১ লক্ষ ৯৫ হাজার কোটি টাকা চুরি করেছেন। গিরিরাজ সিংকে বলবো, আপনি আগে, বাংলার গরিব মানুষের প্রাপ্য সেই টাকা আগে বাংলার খেটে খাওয়া মানুষের হাতে ফেরত দিন, তারপর অন্য কথা বলুন। এটা বাংলার মানুষের অধিকারের টাকা, বিজেপির পৈতৃক সম্পত্তি নয়। বাংলা থেকেও আপনারা কর নিয়ে যান, কিন্তু বাংলার মানুষকে তাঁদের প্রাপ্য টাকা দেন না। বাংলার গরিব মানুষ কাজ করেছেন, সেই টাকা আপনারা না দিয়ে চুরি করেছেন, নানা জটিলতায় আটকে রেখেছেন। উত্তরপ্রদেশ, গুজরাতেও অনেক অভিযোগ ছিল, তবুও তাঁদের আপনারা টাকা দিয়েছেন, কিন্তু বাংলার টাকা আটকে রেখে এখন কথা বলতে এসেছেন! এসব বন্ধ করুন।

বাঁটুল এখন দীপের হাতে

প্রতিবেদন : প্রয়াত সাহিত্যিক নারায়ণ দেবনাথের সৃষ্টি আর প্রকাশ করতে পারবে না 'দেব সাহিত্য কুটির প্রাইভেট লিমিটেড'। শুধু হাঁদা-ভোঁদা, বাঁটুল দি গ্রেট বা নন্টে ফন্টে, কিংবা বাহাদুর বেড়াল, ম্যাজিশিয়ান পটলচাঁদ, শুঁটকি আর মুটকির মতো অসাধারণ সব কমিক্সই নয়, প্রয়াত সাহিত্যিকে কোনও শিল্প ও সাহিত্যকর্ম বই আকারে অথবা অনলাইন, পোর্টাল বা ই-কমার্সের মাধ্যমে, যেকোনও প্রকারে মুদ্রণ, প্রকাশ, বিক্রয়, বিক্রয়ের প্রস্তাব প্রদান, বিতরণ, খুচরা বিক্রয় বা প্রচার করতে পারবে না দেব সাহিত্য। সম্প্রতি এই সমস্ত শিল্প ও সাহিত্যকর্মের প্রকাশনা স্বত্ব অর্থাৎ প্রকাশের অধিকার পেল 'দীপ প্রকাশন'। এই সংক্রান্ত একটি মামলায় এই রায় দিয়েছে আলিপুর আদালতে।

চম্পাহাটিতে বিস্ফোরণে জখম ৪

সংবাদদাতা, বারুইপুর : শনিবার সাতসকালে চম্পাহাটির হাড়ালে বাজি কারখানায় বিস্ফোরণ। খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে বিস্ফোরণের আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে দমকলের একটি ইঞ্জিন। বিস্ফোরণের তীব্রতা ভেঙে পড়ে বাড়ির পাঁচিল। ঘটনায় কারখানার ৪ শ্রমিক গুরুতর জখম। তার মধ্যে একজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় বারুইপুর জেলা পুলিশ। আহতদের নিয়ে যাওয়া হয় বারুইপুর সুপার স্পেশ্যালিটি হাসপাতালে। কিভাবে বিস্ফোরণ ঘটেছে তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ এবং দমকল। তদন্তে নেমেছে বারুইপুর জেলা পুলিশ।

বেলুড়মঠে বিবেক জন্মতিথিতে বেদপাঠ-স্তবগান

প্রতিবেদন : পৌষ মাসের কৃষ্ণপক্ষের সপ্তমী তিথিতে জন্ম নিয়েছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ। সেইমতো শনিবার সকাল থেকেই স্বামীজির ১৬৪ তম জন্মতিথিতে আবির্ভাব উৎসব শুরু হয়েছে বেলুড় রামকৃষ্ণ মঠ মিশনে। চলছে বিশেষ পুজোপাঠ। বেদপাঠ থেকে শুরু করে মঙ্গলারতি, স্তবগান। ভিড় জমিয়েছেন ভক্তরা। বেলুড় মঠ চত্বরে প্রভাত ফেরি করেন রামকৃষ্ণ মিশনের শিক্ষার্থীরা। বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রায় স্বামীজির ছবি-সহযোগে ঠাকুরের গান গেয়ে মন্দির প্রদক্ষিণ করেন সকলে। রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সব কেন্দ্রেই পালিত হয় বিবেকানন্দের জন্মতিথি উৎসব। দিনভর বেলুড় মঠে একাধিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। সকালে সাধু ও ভক্তবৃন্দ উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত পরিবেশন করার পর, শুরু হয় ধ্রুপদ ও খেয়াল। এদিন কঠোপনিষদ পাঠের পাশাপাশি স্বামীজির জীবন নিয়ে লেখা একটি গীতি আলেখ্য অনুষ্ঠিত হয়। দুপুরে হয় ধর্মসভা। বেলা এগারোটা থেকে সারদা সদাব্রত ভবনে বিনামূল্যে প্রসাদ বিতরণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। কলকাতার সিমলা স্ট্রিটে বিবেকানন্দের জন্মভিটেতেও হয় বিশেষ পুজো।

■ বেলুড় মঠে চলছে স্বামী বিবেকানন্দের স্তবগান। শনিবার।

শ্যামনগরের পিনকল এলাকায় অগ্নিকাণ্ড। ভস্মীভূত একটি দোকান ও বাস। শনিবার বিকেলের ঘটনা

ই-রিকশা বা টোটো নথিভুক্তির সময়সীমা বাড়াল রাজ্য সরকার

প্রতিবেদন : রাজ্যে অনুমোদনহীন ই-রিকশা বা টোটো নথিভুক্তকরণের সময়সীমা ফের বাড়ানো হয়েছে। পরিবহণ দফতর দ্বিতীয় দফায় ওই সময়সীমা বাড়িয়ে আগামী ৩১ জানুয়ারি পর্যন্ত করেছে। এর ফলে টোটো মালিকরা বাধ্যতামূলক অনলাইন এনুমারেশন বা নথিভুক্তকরণের জন্য আরও এক মাস সময় পাচ্ছেন।

বিভিন্ন সংগঠন ও সংশ্লিষ্ট পক্ষের তরফে বাড়তি সময়ের দাবি জানানো হয়েছিল পরিবহণ দফতরে। সেই প্রেক্ষিতেই এই সিদ্ধান্ত। উল্লেখ্য, গত বছরের ১৩ অক্টোবর রাজ্যে টোটো নথিভুক্তকরণের জন্য অনলাইন পোর্টাল চালু হয়। ওই পোর্টালের মাধ্যমে টোটো মালিকদের অস্থায়ী টোটো এনুমারেশন নম্বর দেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হয়। প্রথমে সময়সীমা ছিল গত বছরের ৩০ নভেম্বর। পরে তা বাড়িয়ে ৩১ ডিসেম্বর করা হয়।

এবার ফের এক দফা সময় বাড়াল রাজ্য সরকার। পরিবহণ সচিব সৌমিত্র মোহনের জারি করা বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, রাজ্যে বিপুল সংখ্যক টোটো নথিভুক্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকায় এবং অনলাইন পোর্টালে চাপ বাড়ার আশঙ্কায় অন্তত আরও এক ক্যালেন্ডার মাস সময় বাড়ানো প্রয়োজন বলে মনে করেছে দফতর। সেই বিষয়টি বিবেচনা করেই এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে।

এই এনুমারেশন প্রক্রিয়ার মূল উদ্দেশ্য হল রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে চলাচলকারী অনুমোদনহীন ও স্থানীয়ভাবে তৈরি টোটোগুলিকে একটি নিয়ন্ত্রিত কাঠামোর মধ্যে আনা। এর ফলে সড়ক নিরাপত্তা ও ট্রাফিক শৃঙ্খলা অনেকটাই উন্নত হবে। নথিভুক্ত টোটোগুলিকে ডিজিটাল অস্থায়ী এনুমারেশন নম্বর দেওয়া হবে। পাশাপাশি একটি কিউআর কোডযুক্ত স্টিকার দেওয়া হবে, যা গাড়িতে প্রদর্শন করা বাধ্যতামূলক। নিয়ম অনুযায়ী, টোটো মালিকদের প্রথম ছয় মাসের জন্য এক হাজার টাকা এনুমারেশন ও নির্দিষ্ট এলাকায় চলাচলের অনুমতি ফি দিতে হবে। সপ্তম মাস থেকে প্রতি মাসে একশো টাকা করে ফি ধার্য থাকবে।

■ উন্নয়নের সংলাপ কর্মসূচি পালিত হল বালিগঞ্জ এবং রাসবিহারীতে। রয়েছেন বিধায়ক দেবাশিস কুমার, মেয়র পারিষদ বৈশ্বানর চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ। কাশিয়াবাগান এবং ইয়াকুব পার্কে শনিবার।

■ হুগলির জাঙ্গিপাড়ার রাজবলহাটে 'উন্নয়নের পাঁচালি'তে বাচিক শিল্পী তরুণ চক্রবর্তী। রয়েছেন বিধায়ক স্নেহাশিস চক্রবর্তী ও অন্যরা। শনিবার।

■ এসআইআরের প্রতিবাদ সভায় বক্তা তৃণমূল কংগ্রেসের মুখপাত্র সুদীপ রাহা। রয়েছেন সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিধায়ক স্বাতি খন্দকার, জেলাপরিষদের মেন্টর সুবীর মুখোপাধ্যায়, জেলা যুব সভানেত্রী প্রিয়াঙ্কা অধিকারী, পুরপ্রধান দিলীপ যাদব প্রমুখ। শনিবার হুগলির ডানকুনিতে।

■ বারাকপুর লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ পার্থ ভৌমিকের উদ্যোগে সেবাশ্রয় শিবির। শিবির পরিচালনার দায়িত্বে জগদ্দলের বিধায়ক সোমনাথ শ্যাম ও ২৭ নম্বর ওয়ার্ডের পুরপিতা সোমনাথ তালুকদার।

■ কলকাতা পুরসভার ৩৪ নম্বর ওয়ার্ডে শীতলা মন্দির প্রাঙ্গণে 'উন্নয়নের পাঁচালি'তে মহিলা সমাগম। রয়েছেন পুরমাতা অলকানন্দ দাশ ও অন্যেরা।

নাম বাদ দেওয়ার চক্রান্তের শরিক হতে চাই না

প্রতিবাদে ইস্তফা এইআরও-র

সংবাদদাতা, হাওড়া : এইআরও'র পদ থেকে ইস্তফা দিলেন হাওড়ার বাগনান-২ নম্বর ব্লকের ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট অফিসার মৌসম সরকার। বৃহস্পতিবার বাগনান বিধানসভার ইআরও'র কাছে তাঁর ইস্তফাপত্র পাঠান। সেইসঙ্গে হাওড়ার জেলাশাসক তথা ডিইও পি দীপাপ প্রিয়া ও উলুবেড়িয়ার এসডিও-সহ অন্যান্য নির্বাচনী আধিকারিকদের কাছেও তিনি তাঁর ইস্তফাপত্রের কপি পাঠিয়ে দিয়েছেন। তিনি তাঁর পদত্যাগপত্র মারফত জানিয়েছেন, ২০০২ সালের এসআইআরের মাধ্যমে তৈরি ভোটার তালিকা অনুযায়ী এবারের এসআইআর প্রক্রিয়া চালাতে বেশ কিছু ভুল ত্রুটি নজরে আসছে। সেখানে নামের বানান, লিঙ্গ এবং বয়সের মতো ছোটোখাটো গন্ডগোল নজরে আসে।

২০০২-এর ভোটার তালিকার পিডিএফ বাংলায় ছিল। এবারে সেটা ইংরেজিতে অনুবাদ করায় ওইরকমের 'লজিক্যাল ডিসক্রিপেনসি' তৈরি হয়েছে। এর ফলে ম্যাপিং করতে অসুবিধা হচ্ছে। এই ধরনের 'লজিক্যাল ডিসক্রিপেনসি' থাকা প্রচুর ভোটার আছে যাঁদের নির্বাচন কমিশনের দেওয়া নির্দেশ অনুযায়ী ১২টি পরিচয়পত্রের বেশিরভাগ নেই। তাঁদের শুধু ভোটার কার্ড, আধার কার্ড এবং রেশন কার্ড আছে। তাই তাঁদের পরিচয় যাচাই করতে অসুবিধা হচ্ছে। তিনি বলেন, বাগনান-২ নম্বর ব্লকেই এরকম ২১ হাজারের বেশি ভোটারের লজিক্যাল ডিসক্রিপেনসি রয়েছে। বাগনান বিধানসভা কেন্দ্রে এই সংখ্যাটা প্রায় ৪৪ হাজার। আগামী বুধবার ১৪ জানুয়ারি বুধবার থেকে তাঁদের শুনানি শুরু হবে। কিন্তু তাঁদের অনেকেরই নির্বাচন কমিশনের দেওয়া ১২টি পরিচয়পত্রের একটিও না থাকায় সমস্যা তৈরি হতে পাররে। ওইসব ভোটারদের অযথা হয়রানির মুখেও পড়তে হবে। এইসব থেকে বড় ধরনের গোলমাল হতে পারে। অথচ ওইসব ভোটারদের কোনও ভুল নেই। সিস্টেমের সমস্যার জেরে ওঁদের হয়রানির শিকার হতে হবে। এটা নীতিগতভাবে মেনে নিতে পারছি না বলেই এইআরও হিসেবে পদত্যাগের সিদ্ধান্ত। তবে ওই ব্লকের ওসি-ইলেকশন হিসেবে নির্বাচন সংক্রান্ত অন্যান্য কাজ চালিয়ে যেতে তাঁর আপত্তি নেই। উল্লেখ্য, পদত্যাগপত্র এখনও গৃহীত হয়নি। তাই তাঁকে কাজ করে যেতে হচ্ছে।

নতুন রাস্তা পেলেন মাটিয়ার বাসিন্দারা

সংবাদদাতা, বসিরহাট: মিটল বহুদিনের দাবী। পথশ্রী প্রকল্পের বসিরহাটের মাটিয়ার বাসিন্দারা পেল ঢালাই রাস্তা। উপকৃত হবেন গ্রামের কয়েকশো মানুষ। বিধানসভা নির্বাচনের আগে অর্থনীতিকে চাঙ্গা করতে সড়ক নির্মাণে জোর দিয়েছে রাজ্যের শাসক দল। উত্তর ২৪ পরগনা জেলার বসিরহাট মহাকুমার বসিরহাট উত্তর বিধানসভার অন্তর্গত বসিরহাট ২-এর অধীন বেগমপুর বিবিপুর অঞ্চলের পানিগোবরা মসজিদ থেকে নদিয়া আইসিডিএস স্কুল পর্যন্ত পথশ্রী প্রকল্পের ঢালাই রাস্তা নির্মাণ করা হল। নতুন রাস্তার উদ্বোধন করলেন বসিরহাট উত্তরের চেয়ারম্যান তথা উত্তর ২৪ পরগণা জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ বসিরহাট জেলা আইএনটিটিইউসির সভাপতি এটিএম আব্দুল্লা রনি। উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় পঞ্চায়েত প্রধান জামাল উদ্দিন মল্লিক। স্থানীয় মেম্বার-সহ অনেকে। ৩৯,৬৫,১২৫ টাকা ব্যয়ে এই রাস্তা হল।

■ বসিরহাটের মাটিয়ে রাস্তা উদ্বোধনে এটিএম আব্দুল্লা রনি।

ঘন কুয়াশায় বিঘ্নিত হতে পারে পরিবহণ

প্রতিবেদন : পূর্বাভাস মিলিয়ে সপ্তাহের শেষে ফের একবার নিম্নমুখী তাপমাত্রা। হাওয়া অফিস বলছে, স্বাভাবিকের তুলনায় প্রায় আড়াই ডিগ্রি কম সর্বনিম্ন তাপমাত্রা। দিনের তাপমাত্রাও স্বস্তি দিচ্ছে না। দিন ও রাত— দুই সময়েই শীতের আমেজ বজায় থাকবে। মকর সংক্রান্তি পর্যন্ত জমিয়ে শীতের মরশুম চলবে। দক্ষিণ ও উত্তরবঙ্গের বেশ কয়েকটি জেলায় সকালের দিকে কুয়াশাচ্ছন্ন পরিবেশ তৈরি হবে। গত কয়েকদিন ধরেই বেলা বাড়লে রোদ ঝলমলে পরিবেশের জন্য দক্ষিণবঙ্গে আর শীতল দিনের পরিস্থিতি থাকছে না। আগামী ২৪ ঘণ্টায় ভারত মহাসাগরের উপর থাকা নিম্নচাপটি অতি-গভীর নিম্নচাপে পরিণত হবে। এর কোনও সরাসরি প্রভাব বাংলায় না পড়লেও, বঙ্গোপসাগরের জলীয় বাষ্প শুষে নেওয়ায় রাজ্যে শুষ্ক শীতের দাপট আরও বাড়বে। বাংলায় হালকা থেকে মাঝারি কুয়াশার দাপট থাকবে। দক্ষিণের জেলায় ঘন কুয়াশার সতর্কবার্তা রয়েছে। উত্তর ও দক্ষিণের কিছু জেলায় দৃশ্যমানতা ৫০ মিটারে নামতে পারে। গঙ্গাসাগর পুণ্যার্থীদের জন্য সকালে ঘন কুয়াশার বিশেষ সতর্কতা জারি করা হয়েছে। কাকদ্বীপ-কচুবেড়িয়া ফেরি ও ভেসেল পরিষেবা বিঘ্নিত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। উত্তরবঙ্গে দিনভর শীতের অনুভূতি আরও বেশি থাকবে। আগামী পাঁচ থেকে সাতদিনে কলকাতার তাপমাত্রায় বড় কোনও পরিবর্তনের সম্ভাবনা নেই।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

শিলিগুড়িতে মর্মান্তিক পথদুর্ঘটনায় মৃত্যু হল ১৩ বছরের কিশোর উদিত ঝায়ের। বাড়ি ১ নং ওয়ার্ডের রাজেন্দ্র নগরে। সাইকেল থেকে পড়ে গেলে পিছন থেকে আসা ডাম্পার পিষে দেয়

আমার বাংলা
11 January, 2026 • Sunday • Page 7 || Website - www.jagobangla.in
৭
১১ জানুয়ারি ২০২৬
রবিবার

ইডি-হানার প্রতিবাদে মোথাবাড়িতে মিছিল

মোথাবাড়িতে ইডি হামলার বিরুদ্ধে সাবিনা ইয়াসমিনের নেতৃত্বে তৃণমূলের বিশাল প্রতিবাদে মিছিল। শনিবার।

সংবাদদাতা, মালদহ : কেন্দ্রীয় সংস্থা ইডির সাম্প্রতিক দুরভিসন্ধিমূলক অভিযানের বিরুদ্ধে এবার রাজপথে নামল মোথাবাড়ি তৃণমূল কংগ্রেস। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ এবং পশ্চিমবঙ্গের বিরোধী দলনেতার কুশপুতুল দাহ করে তীব্র প্রতিবাদ জানালেন তৃণমূলের কর্মী-সমর্থকেরা। নেতৃত্বে ছিলেন সাবিনা ইয়াসমিন। তৃণমূল নেতৃত্বের অভিযোগ, রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধির জন্য বিজেপি পরিকল্পিতভাবে ইডিকে ব্যবহার করছে। বিরোধী কণ্ঠস্বরকে দমিয়ে রাখতে এই ধরনের হানার আশ্রয় নেওয়া হচ্ছে বলেই দাবি দলের। এই অভিযোগকে সামনে রেখেই কালিয়াচক ২ নং ব্লকে তৃণমূলের ডাকে হল মহামিছিল ও প্রতিবাদসভা।

শনিবার বিকেলে সংশ্লিষ্ট এলাকার বিধায়ক কার্যালয় থেকে শুরু হয় বিশাল মিছিল। কর্মী-সমর্থকদের ঢল নামে গোটা এলাকা। মিছিলটি মোথাবাড়ি গ্রিন মার্কেট পরিক্রমা করে এগিয়ে যায় চৌরিঙ্গ মোড়ের দিকে। স্লোগানে স্লোগানে মুখরিত হয়ে ওঠে মোথাবাড়ি চত্বর। পরিক্রমা শেষে চৌরিঙ্গ মোড়ে প্রতিবাদ সভায় তৃণমূল নেতারা কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে তীব্র ভাষায় আক্রমণ শানান। জানান, এই অগণতান্ত্রিক ও প্রতিহিংসামূলক পদক্ষেপের বিরুদ্ধে তৃণমূল আগামী দিনেও রাস্তায় নেমে আরও জোরদার আন্দোলন গড়ে তুলবে।

বিজেপি সাংসদ ও বিধায়ক কান দেননি

রাজ্যের উদ্যোগে শুরু দেড় কিলোমিটার রাস্তা সংস্কারের

রাস্তা সংস্কারের উদ্বোধন করছেন অরূপ সরকার ও অন্যরা।

সংবাদদাতা, বালুরঘাট : বালুরঘাটের সাংসদ সুকান্ত মজুমদার বা বিধায়ক অশোক লাহিড়ীকে বারবার দরবার করেও হয়নি রাস্তা। অবশেষে রাজ্য সরকারের এসআরডিএ রাস্তা নির্মাণের উদ্যোগ নিতেই খুশি খানপুর গ্রামবাসী। ভাঙা রাস্তা নতুন করে নির্মাণের কাজ শুরু হতেই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ধন্যবাদ জানালেন এলাকাবাসী।

দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বালুরঘাট ব্লকের অমৃতখণ্ড গ্রামপঞ্চায়েতে খানপুর মোড় থেকে গ্রামে প্রবেশের দেড় কিলোমিটার রাস্তা দীর্ঘ কয়েক বছর ধরেই ভগ্নদশায়। জেলা পরিষদ রাস্তা তৈরি করলেও তা সংস্কার করা হয়নি। শহরে যাতায়াত করতে গ্রাম থেকে ৫১২ জাতীয় সড়ক পর্যন্ত দেড় কিলোমিটার কঙ্কালসার রাস্তার জন্য গ্রামবাসীদের হয়রান হতে হত, দুর্ঘটনাও ঘটত। কেউ অসুস্থ হলে অ্যাম্বুল্যান্স ঢুকতে চায় না। ২০২৩-এ পঞ্চায়েত ভোটের আগে গ্রামবাসীদের একটাই দাবি ছিল, রাস্তা সংস্কারের। বিজেপি সাংসদ সুকান্ত মজুমদার ও বিধায়ক অশোক লাহিড়ীর কাছে বারংবার দাবি জানান গ্রামবাসী। অভিযোগ, কেউই সাহায্যের হাত বাড়াননি। অবশেষে পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দফতরের উদ্যোগে রাজ্য সরকারের এসআরডিএ-র তরফে প্রায় এক কোটি টাকায় সংস্কারের কাজ শুরু হল। নারকেল ফাটিয়ে ফিতা কেটে উদ্বোধন করেন বালুরঘাট পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি অরূপ সরকার। ছিলেন গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান দেবদূত বর্মন, জেলা পরিষদের সদস্য অশোককৃষ্ণ কুজুর প্রমুখ। অরূপ জানান, দীর্ঘদিন ধরেই এই রাস্তা সংস্কারের দাবি ছিল। স্থানীয় সাংসদ ও বিধায়ক কান দেননি। সেই কাজ শুরু হল।

চলেছে বর্ধিতসভা।

শীতবস্ত্র প্রদান নিয়ে কর্মসূচি

সংবাদদাতা, ইটাহার : ব্লক তৃণমূল সাংগঠনিক কর্মসূচি ও বিধায়কের উদ্যোগে শীতবস্ত্র প্রদান কর্মসূচি নিয়ে বর্ধিতসভার আয়োজন করা হয় শনিবার ইটাহারে, পঞ্চায়েত সমিতির সভাকক্ষে। ব্লকের বিভিন্ন অঞ্চলের প্রধান, জনপ্রতিনিধি ও দলীয় নেতৃত্বের উপস্থিতিতে আগামী দিনের সাংগঠনিক কর্মসূচি ও শীতবস্ত্র প্রদান নিয়ে বলেন ইটাহারের বিধায়ক মোশারফ হোসেন। ছিলেন ব্লক তৃণমূল সভাপতি কার্তিক দাস, যুব সভাপতি মোজাফফর হোসেন, সভানেত্রী পূজা দাস, রিনা সরকার, মুজিবুর রহমান, সুন্দর কিসকু, পলাশ রায় প্রমুখ।

এবিপিসি ময়দানে দু'দিনের জলপাইগুড়ি উৎসবের প্রস্তুতি

প্রস্তুতি বৈঠকে শামা পারভিন, ওয়াই রঘুবংশী ও অন্যেরা।

সংবাদদাতা, জলপাইগুড়ি : রাজ্য সরকার ও জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে গত বছর প্রথমবার জলপাইগুড়ি উৎসবের আয়োজন করা হয়েছিল। সেই উৎসবে মানুষের বিপুল সাড়া পাওয়ার পর দ্বিতীয় বর্ষ উৎসবের প্রস্তুতি শুরু হয়ে গেল। এই উপলক্ষে এদিন জেলাশাসকের কার্যালয়ের হলঘরে জেলার বিভিন্ন প্রশাসনিক আধিকারিক, বিধায়ক, জনপ্রতিনিধি ও বিশিষ্টজনেদের নিয়ে বৈঠক হয়। এরপর সাংবাদিক বৈঠক করে জেলাশাসক শামা পারভিন ও পুলিশ সুপার ওয়াই রঘুবংশী বলেন, গতবছর মানুষের বিপুল উৎসাহ পাওয়ার পর এবারও আমরা জলপাইগুড়ি উৎসবের আয়োজন করতে চলেছি। ২৪ ও ২৫ জানুয়ারি দুদিনব্যাপী উৎসব হতে চলেছে এবিপিসি ময়দানে। সাংস্কৃতিক ও বহিরাগত শিল্পীদের অনুষ্ঠানের পাশাপাশি থাকছে ম্যারাথন দৌড়। ১০ কিলোমিটার, ৫ কিলোমিটার দৌড়ের পাশাপাশি, বয়স্ক এবং শিশু এবং যারা হাঁটতে চান তাঁদের জন্য দুই কিলোমিটার হাঁটা প্রতিযোগিতাও রয়েছে। ২৫ জানুয়ারি সকাল ৬টায় পি ডব্লিউ মোড় থেকে শুরু হবে এবং সেখানেই শেষ হবে।

শুনানিতে ব্লক অফিসেই পক্ষাঘাতে আক্রান্ত বৃদ্ধা

সংবাদদাতা, মালদহ : এসআইআর শুনানিতে যোগ দিতে গিয়ে ব্লক দফতরেই গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়লেন এক বৃদ্ধা। চিকিৎসকেরা জানান, তিনি পক্ষাঘাতে আক্রান্ত হয়েছেন। এই ঘটনায় চাঁচল ১ নম্বর ব্লক নির্বাচন অফিসের বিরুদ্ধে চরম হয়রানি ও দায়িত্বহীনতার অভিযোগ তুলেছে আক্রান্ত বৃদ্ধার পরিবার। ঘটনাটি মালদহের চাঁচল ১ নম্বর ব্লকের উত্তর বসন্তপুর গ্রামে।

অসুস্থ হামেদা বিবি।

আক্রান্ত বৃদ্ধার নাম হামেদা বিবি। এসআইআর শুনানির জন্য তাঁকে ব্লক নির্বাচন দফতরে ডাকা হয়েছিল। বয়সজনিত সমস্যায় ভুগলেও বাধ্য হয়ে ব্লক অফিসে যান। সেখানে দীর্ঘক্ষণ তাঁর বিভিন্ন নথি যাচাই করা হয়। ডোমিসাইল সার্টিফিকেটের পাশাপাশি জমির দলিলও চাওয়া হয় বলে পরিবারের দাবি। দলিল সঙ্গে না থাকায় কর্মীরা তাঁকে আবার সাতদিন পর ব্লক অফিসে আসতে বলেন। এতেই প্রবল মানসিক চাপের শিকার হন হামেদা। শুনানি শেষে বেরিয়েই অসুস্থ হয়ে পড়েন। চাঁচল সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে ভর্তি করা হলে চিকিৎসকেরা জানান, পক্ষাঘাতে আক্রান্ত হয়েছেন। এক হাত ও এক পা সম্পূর্ণ অসাড়। এই ঘটনায় এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

সত্তরোর্ধ্ব প্রাক্তন প্রিসাইডিং অফিসারকে শুনানিতে ডাক

সংবাদদাতা, আলিপুরদুয়ার : একটা সময় প্রিসাইডিং অফিসার হিসেবে যিনি নিজে হাতে সামলেছেন মানুষের ভোটদান প্রক্রিয়া, সেই অবসরপ্রাপ্ত বিদ্যুৎ দফতরের কর্মীকেও শুনানিতে ডাকল নির্বাচন কমিশন। নাম ছানাকুমার দাস। ৭৬ বছর বয়সি ছানা বর্তমানে কিডনির সমস্যায় ভুগছেন। তাঁর দুটো কিডনিতেই অপারেশন হয়েছে। চিকিৎসার জন্য অর্ধেক সময়ই থাকেন কলকাতায়। শুধু শুনানিতে অংশগ্রহণ করতেই আসতে হয়েছে। ২০০১-এ প্রিসাইডিং অফিসার ছিলেন। ২০০২ ভোটার তালিকায় নাম নেই, তাই শুনানিতে ডেকেছে। আলিপুরদুয়ার শহরের ১ নম্বর ওয়ার্ডে বাড়ি। অসুস্থ শরীরে শুনানি কেন্দ্রে এসে কমিশনের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দিলেন। স্ত্রী ও মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে এসেছেন। স্ত্রী মিতা দাস বলেন, এসআইআর নিয়ে অভিজ্ঞতা খুবই খারাপ। ২০০১ সালে ভোটে প্রিসাইডিং অফিসারের দায়িত্বে ছিলেন স্বামী। বিদ্যুৎ দফতরের একটা দফতরে ম্যানেজার ছিলেন। আর আমরা কিনা অবৈধ ভোটার! এটা আমাদের কাছে অপমানের।

ছানা দাসকে সাহায্য চেয়ারম্যান প্রসেনজিৎ করের।

আমার বাংলা
11 January, 2026 • Sunday • Page 8 || Website - www.jagobangla.in
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

পথশ্রী ৪ প্রকল্পে পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রামে শুরু রাস্তার কাজ

ডেবরায় বরাদ্দ ৮৫ লক্ষ

সংবাদদাতা, ডেবরা : পশ্চিম মেদিনীপুরের ডেবরা ব্লক আরও একটি পথশ্রীর রাস্তা পেল। শনিবার যার কাজের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করলেন ডেবরার বিধায়ক ডঃ হুমায়ুন কবীর। ডেবরা ব্লকের ডেবরা ৫/১ গ্রাম পঞ্চায়েতের তালপুকুর থেকে গোয়ালাগেড়িয়া পর্যন্ত ১.৬ কিমি রাস্তার কাজ শুরু হল শনিবার বিকেলে। ফিতে কেটে রাস্তার উদ্বোধন করেন বিধায়ক। সঙ্গে ছিলেন ডেবরা পঞ্চায়েত সমিতির পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ সিতেশ ধাড়া, জেলা পরিষদের অধ্যক্ষ সেলিমা খাতুন বিবি, জয়েন্ট বিডিও দেবাশিস বিশ্বাস, কর্মাধ্যক্ষ সেখ সাবির আলি-সহ অন্যরা। এই এলাকার মানুষের দীর্ঘদিনের দাবি ছিল এই রাস্তাটি করার জন্য।বিধায়ক হুমায়ুন কবীর জানান, ডেবরায় প্রচুর রাস্তা তৈরির কাজ হচ্ছে। এই এলাকার মানুষজনের দাবি মেনে এই রাস্তার কাজও শুরু হল। এর জন্য এলাকার মানুষ এবং আমি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ধন্যবাদ জানাই।

সূচনা অনুষ্ঠানে ডেবরার বিধায়ক ডঃ হুমায়ুন কবীর-সহ অন্যরা।

৫ কোটি পেল বিনপুর

সংবাদদাতা, ঝাড়গ্রাম : দীর্ঘদিনের বেহাল থাকার পর অবশেষে সংস্কার হতে চলেছে বিনপুর ১ ব্লকের গুরুত্বপূর্ণ সড়ক। বিনপুর থানার গোড়া থেকে বেলাটিকরি হয়ে ব্লক সদর লালগড় যাওয়ার প্রায় ১৪ কিলোমিটার দীর্ঘ এই রাস্তাটি দীর্ঘদিন খারাপ ছিল। যার কারণে বাস চলাচলও কার্যত বন্ধ হয়ে যায়। বিশেষ করে বিনপুর থেকে বেলাটিকরি পর্যন্ত প্রায় ১০ কিলোমিটার অংশে খানাখন্দে ভরে যাওয়ায় যাতায়াতে চরম দুর্ভোগে পড়তে হচ্ছিল নিত্যযাত্রীদের। পথশ্রী ৪ প্রকল্পের আওতায় ওয়েস্টবেঙ্গল স্টেট রুরাল ডেভেলপমেন্ট এজেন্সি এই রাস্তার সংস্কারকাজ শুরু করেছে। ইতিমধ্যেই রাস্তার শিলান্যাস করেছেন বনমন্ত্রী বিরবাহা হাঁসদা। জানা গিয়েছে, রাস্তা সংস্কারে প্রায় ৫ কোটি টাকা বরাদ্দ হয়েছে। ডব্লিউবিএসআরডিএ-এর এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার সানুপ মণ্ডল জানান, রাস্তাটির কাজ শুরু হয়েছে। আশা করছি, তিন মাসের মধ্যেই কাজ সম্পূর্ণ করা যাবে। দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান হওয়ায় স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলছেন বিনপুর ও আশপাশের এলাকার বাসিন্দারা।

শুরু হয়েছে রাস্তার সংস্কার কাজ।

উন্নয়নের সংলাপ কর্মসূচিতে ঝাড়গ্রামের বিনপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের বিভিন্ন গ্রাম পরিদর্শন করে মন্ত্রী বীরবাহা হাঁসদা রাজ্য সরকারের ১৫ বছরের উন্নয়নমূলক কাজের বিষয়ে প্রচার করেন শনিবার। এলাকার একটি কালীমন্দিরে পুজো দেন মন্ত্রী।

দিদার মৃত্যু, না যেতে পেরে আত্মঘাতী ছাত্রী

সংবাদদাতা, ডেবরা : দিদিমা মারা গিয়েছে খবর পেয়েই বাড়ির লোকজন তাঁদের মেয়েকে বলেন, তুমি পড়াশুনা করছ, যেতে হবে না। বাড়িতেই থাকো। এই কথা শুনেই গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মঘাতী হয় ১১ বছরের মেয়ে, পলাশি জুনিয়র হাই স্কুলের ষষ্ঠ শ্রেণির ছাত্রী প্রিয়াঙ্কা মন্ডল। ডেবরার পলাশির বাসিন্দা আনন্দ মণ্ডলের মেয়ে সে। দিদা মারা যাওয়ায় মা মামাবাড়ি চলে যায়। টিউশন থেকে ফিরে মা কেন তাকে কেন নিয়ে যায়নি সেই রাগে গামছা দিয়ে সিলিং ফ্যান থেকে ঝুলে আত্মহত্যা করে। দেহ উদ্ধার করে ময়না তদন্তে পাঠিয়েছে ডেবরা থানার পুলিশ।

দেহ উদ্ধারে চাঞ্চল্য

সংবাদদাতা, রামনগর : শনিবার সকালে পুকুর থেকে এক ব্যক্তির মৃতদেহ উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়ায় রামনগর থানার বাঁধমুড়ি এলাকায়। জানা যায়, মৃতের নাম রামচন্দ্র জানা (৪৫)।বাড়ি স্থানীয় পালধুই গ্রাম পঞ্চায়েতের ভেড়িবারাঙ্গায়। স্থানীয় সূত্রে খবর, তিনি মানসিক ভারসাম্যহীন ছিলেন। শুক্রবার বিকেলে বাড়ি থেকে বেরোনোর পর শনিবার সকালে প্রায় ১০ কিলোমিটার দূরে রামনগর থানার হলদিয়া ১ গ্রাম পঞ্চায়েতের বাঁধমুড়ি এলাকায় একটি পুকুরে তাঁকে মৃত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখেন স্থানীয়রা। পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে মৃতদেহ উদ্ধার করে। মৃতদেহে কোনও আঘাতের চিহ্ন ছিল না। মৃত্যুর কারণ জানতে দেহ ময়নাতদন্তে পাঠিয়ে তদন্তে নেমেছে পুলিশ।

নাবালক উদ্ধার

সংবাদদাতা, সিউড়ি : মাত্র ৫ ঘণ্টায় এক নাবালককে উদ্ধার করে নিয়ে এল সিউড়ি থানার পুলিশ। বীরভূম জেলা পুলিশের ডিএসপি-ডিএনটি কুণাল মুখোপাধ্যায় জানিয়েছেন, নাবালক হারিয়ে গেছে বলে তার পরিবার সিউড়ি থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করে। বিভিন্ন জায়গার সিসিটিভি ফুটেজ সংগ্রহ করে জানা যায়, ছেলেটি ট্রেনে কলকাতায় পাড়ি দিয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে হাওড়া জিআরপির সঙ্গে যোগাযোগ করে তাকে উদ্ধার করা হয়।

জখম পড়ুয়ার পাশে

সংবাদদাতা, ডেবরা : ডেবরার ১ নং ভবানীপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের হনুমানডিহি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রী হাবিবা খাতুন ৪১তম রাজ্য প্রাথমিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আঞ্চলিক স্তরে লং জাম্প দিতে গিয়ে বাঁ পা ভাঙে। অপারেশনের পর তার হাতে স্কুল ও ডেবরা চক্রের শিক্ষকশিক্ষিকা-সহ পঞ্চায়েতের তরফে পঞ্চাশ হাজার টাকা তার বাবা-মায়ের হাতে তুলে দেওয়া হয় চিকিৎসা খরচের সাহায্য হিসাবে। গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান জগন্নাথ মুলা জানান, পরবর্তীকালে যাতে পড়ুয়াদের খেলা ধুলার প্রতি কোনও ভয় না থাকে, তাই পাশে থেকে আশ্বস্ত করা হল ওই ছাত্রীকে।

৪০ লাখের নতুন দ্বিতল সভাকক্ষ দাসপুর পঞ্চায়েতে, চালু প্রধানের

সংবাদদাতা, দাসপুর : তৃণমূল পরিচালিত খুকুড়দহ গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে পঞ্চায়েত এলাকার জনসাধারণের কথা মাথায় রেখে নির্মাণ করা হল নবনির্মিত দ্বিতল সভাকক্ষ ভবন। শনিবার আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করা হল তার। উপস্থিত ছিলেন গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান প্রতিমা রানা কর্মকার, উপপ্রধান নারায়ণচন্দ্র মণ্ডল, অঞ্চল সভাপতি ঋষিকেশ মাইতি, সমস্ত পঞ্চায়েত সদস্য ও কর্মী-সহ এলাকার বিশিষ্ট ব্যক্তিরা। উপপ্রধান বলেন, এই দ্বিতল ভবন নির্মাণে খরচ পড়েছে ৪০ লক্ষ টাকা। পঞ্চায়েত ফান্ডের টাকা থেকে বরাদ্দের পাশাপাশি অর্থসাহায্য করেছেন এলাকার বেশ কিছু সহৃদয় ব্যক্তি। এবার থেকে এই ভবনে পঞ্চায়েত এলাকার যে সমস্ত সংসদ রয়েছে তার ভোটার-সহ সাধারণ মানুষ তাঁদের প্রয়োজনীয় কাজ খুব অল্প সময়ে করে নিতে পারবেন। ভবন উদ্বোধন উপলক্ষে পঞ্চায়েত কার্যালয়ের সামনে মহাত্মা গান্ধী ও ডঃ আম্বেদকরের আবক্ষ মূর্তির উন্মোচন করা হয়।

নতুন ভবনের উদ্বোধনে প্রধান, উপপ্রধান।

ঋণ শোধ করতে নিজের দোকানেই গয়না চুরির নাটক

সংবাদদাতা, নদিয়া : শনিবার সকালে শান্তিপুর রেলবাজার সংলগ্ন এলাকায় গ্রিল কেটে এক স্বর্ণ ব্যবসায়ীর দোকান থেকে দুষ্কৃতীরা ৫০ লক্ষ টাকার সোনা-রুপার গহনা লুট করে। পাশাপাশি ক্যাশ বাক্স থেকে আরও ১ লক্ষ টাকা হাতিয়ে চম্পট দেয় দুষ্কৃতীরা। এমন অভিযোগ করেছিল দোকান মালিক। শান্তিপুর থানার পুলিশ তদন্ত শুরু করতেই উঠে এল চঞ্চল্যকর তথ্য। তদন্তকারীরা জানতে পারেন, ওই স্বর্ণ ব্যবসায়ীর প্রায় ৫০ লক্ষ টাকার ঋণ রয়েছে। পাশাপাশি ১ কোটি টাকার ইনসিওরেন্স করা রয়েছে দোকানের নামে। তাই দোকানের সোনারুপোর গয়না নিজেরাই সরিয়ে, মিথ্যে চুরির অভিযোগ করেছিল দোকান মালিক। ঋণ শুধতে মিথ্যে চুরির অভিযোগ বলেই প্রাথমিক তদন্তে জেনেছে পুলিশ। গোটা চক্রান্তটাই করেছিল স্বর্ণ ব্যবসায়ী ও তার ছেলে। থানায় ডেকে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেছে পুলিশ।

চুরির ঘটনায় সাংবাদিক বৈঠকে রানাঘাট পুলিশ জেলার এএসপি।

বেগুনকোদরের পর এবার ঝালদায় ভূমিতুষার!

দীপক রাম • পুরুলিয়া

কনকনে শীতের দাপটে কাঁপছে গোটা রাজ্য। তবে এবার দক্ষিণবঙ্গের পুরুলিয়া জেলায় শীতের তীব্রতা কার্যত কালিম্পং-দার্জিলিংকেও টেক্কা দিচ্ছে। গত কয়েক দিনে পুরুলিয়ায় তাপমাত্রা নেমেছে ৪ ডিগ্রি সেলসিয়াসের নিচে। বিশেষ করে রাতের দিকে গ্রামগঞ্জ এলাকায় পারদ আরও নামছে, যার জেরে ভোরবেলায় জমিতে দেখা মিলছে ভূমিতুষারের মতো সাদা আস্তরণ।শুক্রবার ভোরে ঝালদার খামার রোড সংলগ্ন এলাকায় এমনই এক বিরল দৃশ্য চোখে পড়ে স্থানীয় বাসিন্দাদের। প্রাতঃভ্রমণে বেরিয়ে তাঁরা দেখেন, জমিতে পড়ে থাকা খড় ও ঘাসের উপর তুষারের মতো সাদা স্তর জমে রয়েছে। আচমকা এমন দৃশ্য দেখে রীতিমতো অবাক হয়ে যান তাঁরা। প্রথমে বিষয়টি তেমন গুরুত্ব না পেলেও পরে বোঝা যায়, কুয়াশার শিশির জমে বরফে পরিণত হয়েছে। সেই দৃশ্য মোবাইল ফোনে ক্যামেরাবন্দি করে সামাজিক মাধ্যমে পোস্ট করতেই ছবিগুলি দ্রুত ভাইরাল হয়ে যায়। যদিও এই ছবির সত্যতা যাচাই করেনি 'জাগো বাংলা'। এর আগেও ২০১৯ সালের ডিসেম্বরের শেষ দিকে বেগুনকোদরে একই ধরনের ভূমিতুষারের দেখা মিলেছিল। এবার সেই বিরল দৃশ্য ধরা পড়ল ঝালদার খামার এলাকায়। সাধারণত দার্জিলিং ও পার্বত্য অঞ্চলে এমন তুষারপাতের ছবি দেখা যায়। দক্ষিণবঙ্গের পুরুলিয়ার মতো জেলায় ভূমিতুষার দেখা যাওয়ায় কৌতূহলের পাশাপাশি শীতের দাপটে বিস্মিত ঝালদাবাসী। তবে সাদা বরফের মতো এই আস্তরণ আদৌ তুষার, নাকি এর পিছনে বৈজ্ঞানিক রহস্য রয়েছে তা অবশ্যই তদন্তসাপেক্ষ।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

আমার বাংলা

11 January, 2026 • Sunday • Page 9 || Website - www.jagobangla.in

৯
১১ জানুয়ারি ২০২৬
রবিবার

হাঁসখালি বিডিও অফিস মোড়ে সেলুনে চুল কাটতে গিয়ে দোকানের অনতিদূরে বশির মণ্ডলের দেহ উদ্ধার হল শনিবার দুপুরে। ছুরির আঘাত ছিল শরীরে। দোকান মালিক সুজিত সরকারকে গ্রেফতার করে হাঁসখালি থানার পুলিশ

রাজ্যের উন্নয়নের বার্তা পৌঁছে দিতে ঝাড়গ্রামে হল জনসংযোগ অভিযান

সংবাদদাতা, ঝাড়গ্রাম : উন্নয়নের পাঁচালিকে সামনে রেখে ঝাড়গ্রামের গোপীবল্লভপুর গ্রামীণ ব্লকের নেদাবহড়া অঞ্চলে তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে একাধিক জনসংযোগ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হল। কর্মসূচির সূচনা হয় আন্ধারীশোল শিবমন্দিরে নারকেল ফাটিয়ে পুজোর মাধ্যমে। সেখানে রাজ্য তৃণমূল সহ-সভাপতি চূড়ামণি মাহাত ও গোপীবল্লভপুরের বিধায়ক ডাঃ খগেন্দ্রনাথ মাহাত এলাকার শান্তি ও উন্নতি কামনা করেন। এরপর কাজলা ঘটিডুবা কমিউনিটি হলে অনুষ্ঠিত হয় মূল সভা। সভায় গত ১৫ বছরে রাজ্য সরকারের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্প ও কাজের খতিয়ান তুলে ধরে 'উন্নয়নের পাঁচালি'-র বার্তা সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া হয়। পাশাপাশি দলের সঙ্গে যুক্ত প্রাক্তন তৃণমূল কর্মীদের সংবর্ধনা জানানো হয়। সভায় বক্তব্য পেশ করতে গিয়ে নেতৃবৃন্দ রাজ্য সরকারের উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড, সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্প ও গ্রামীণ পরিকাঠামো উন্নয়নের বিষয়গুলি তুলে ধরেন। এদিনের কর্মসূচিতে রাজ্য সহ-সভাপতি, বিধায়ক ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন ঝাড়গ্রাম জেলা তৃণমূলের মেন্টর স্বপন পাত্র, গোপীবল্লভপুর ২ নম্বর ব্লক পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি তথা মহিলা তৃণমূল নেত্রী শর্বরী অধিকারী, সাঁকরাইল ব্লক তৃণমূল সহ-সভাপতি অনুপ মাহাত-সহ দলের অন্য নেতা ও কর্মীরা। সমগ্র কর্মসূচির মাধ্যমে গ্রামে গ্রামে গিয়ে সাধারণ মানুষের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ স্থাপন করে উন্নয়নের বার্তা পৌঁছে দেওয়াই ছিল এই জনসংযোগ অভিযানের মূল উদ্দেশ্য।

কর্মসূচিতে রাজ্য তৃণমূল সহ-সভাপতি চূড়ামণি মাহাত, বিধায়ক ডাঃ খগেন্দ্রনাথ মাহাত, মেন্টর স্বপন পাত্র, মহিলা নেত্রী শর্বরী অধিকারী প্রমুখ।

উন্নয়ন সংলাপ : সরকারি প্রকল্পের বার্তা গ্রামে গ্রামে

বলরামপুর

সংবাদদাতা, পুরুলিয়া : বলরামপুর বিধানসভার অন্তর্গত তেঁতলো অঞ্চলের হাঁসপুর, শ্যামনগর, সুপুরডি, ফতেপুর ও শালবনি গ্রামে সরকারি উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হল 'উন্নয়ন সংলাপ' কর্মসূচি। হাঁসপুর কালী মন্দিরে পুজোর মাধ্যমে কর্মসূচির সূচনা হয়। এরপর প্রতিটি গ্রামে গিয়ে সাধারণ মানুষের সঙ্গে সরাসরি সংলাপে বসেন নেতৃত্ব। এই কর্মসূচিতে লক্ষ্মীর ভাণ্ডার, স্বাস্থ্যসাথী, কন্যাশ্রী, ১০০ দিনের কাজ-সহ রাজ্যের বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক ও উন্নয়ন প্রকল্পের সুবিধা সাধারণ মানুষের কাছে তুলে ধরা হয়। উপস্থিত ছিলেন পুরুলিয়া জেলার মেন্টর অঘোর হেমব্রম, জেলা তৃণমূল সহ-সভাপতি সুষেন মাঝি, বলরামপুর ব্লক সভাপতি সুমিত পান্ডা। এছাড়াও নবনিযুক্ত তেঁতলো অঞ্চল সভাপতি রবি দত্ত, সহ-সভাপতি লাল সিং সর্দার ও প্রবীর কুমার-সহ স্থানীয় নেতৃত্ব উপস্থিত ছিলেন। কর্মসূচিতে তেঁতলোর পঞ্চায়েত প্রধান পার্বতী সিং সর্দার, উপপ্রধান, পঞ্চায়েত সদস্য, বুথ সভাপতি ও তৃণমূল কর্মীরাও অংশ নেন। নেতারা জানান, মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বে রাজ্য সরকারের উন্নয়নের ধারাকে আরও শক্তিশালী করতে মানুষের পাশে থেকেই কাজ করে যাবে তৃণমূল।

গ্রামে জনসংযোগে তৃণমূল নেতৃত্ব।

স্বাস্থ্যসাথী মানুষের বড় ভরসা : পরমব্রত

সংবাদদাতা, দুর্গাপুর : রাজ্যের স্বাস্থ্যসাথী কার্ড গরিব মানুষের বড় ভরসা। বক্তব্য অভিনেতা পরমব্রত চট্টোপাধ্যায়। দুর্গাপুরে এক বেসরকারি হাসপাতালের অনুষ্ঠানে মন্তব্য অভিনেতার। পরমব্রত বলেন, স্বাস্থ্যসাথী কার্ডের মাধ্যমে বহু অসহায় ও দরিদ্র মানুষ আজ বিনামূল্যে উন্নত চিকিৎসার সুযোগ পাচ্ছেন, যা সাধারণ মানুষের কাছে বড় স্বস্তির বিষয়। রাজ্যের এই স্বাস্থ্য প্রকল্প বহু পরিবারের জীবনে আশার আলো দেখিয়েছে। শিল্পাঞ্চল দুর্গাপুরের এই হাসপাতাল স্বাস্থ্যসাথী পরিষেবা সফলভাবে বাস্তবায়ন করে একটি দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। হাসপাতালের এই উদ্যোগে এলাকার সাধারণ মানুষ উপকৃত হচ্ছেন বলেও তিনি উল্লেখ করেন।

দুর্গাপুরের অনুষ্ঠানে পরমব্রত চট্টোপাধ্যায়।

রেল বিভীষিকা

সংবাদদাতা, তমলুক : অল্পের জোরে প্রাণে বাঁচলেন কয়েকশো রেলযাত্রী। শনিবার সাতসকালে রেলের ট্র্যাক কেটে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার ঘটনায় কার্যত আতঙ্ক দেখা যায় পূর্ব মেদিনীপুরের রাজগোদা ও শহিদ মাতঙ্গিনী স্টেশনের মধ্যবর্তী এলাকায়। অবশেষে মেরামত করে শুরু হয় ট্রেন চলাচল। শনিবার সকাল ৭টা ২০ মিনিট নাগাদ ওই রেললাইন ধরে পাঁশকুড়া-দিঘা লোকাল যাচ্ছিল দিঘার দিকে। ট্রেন ঢোকার কিছুক্ষণ আগেই স্থানীয় মানুষজন রেলের ট্র্যাক বিচ্ছিন্ন অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখে রেল পুলিশে খবর দেন। রাজগোদা স্টেশনের কাছে আটকে দেওয়া হয় ট্রেনটিকে। ঘটনাস্থলে পৌঁছে রেলকর্মীরা কয়েক ঘণ্টার চেষ্টায় মেরামতি করার পর স্বাভাবিক হয় রেল চলাচল।

পাড়ায় সংলাপ, সূচনায় মেয়র

সংবাদদাতা, সালানপুর : শনিবার থেকে সালানপুর ব্লকের সামডি গ্রাম পঞ্চায়েতে উন্নয়নের পাঁচালি নিয়ে শুরু হল পাড়ায় সংলাপ। বারাবনির বিধায়ক তথা আসানসোল পুর নিগমের মেয়র বিধান উপাধ্যায়এ প্রথমে মুক্তাইচণ্ডী পাহাড়ে পুজো দিয়ে অনুষ্ঠানের শুভারম্ভ করেন। এরপর তিনি পাড়ায় পাড়ায় গিয়ে এলাকাবাসীর কাছে ১৫ বছরে রাজ্য সরকারের করা উন্নয়নমূলক কাজগুলি তুলে ধরেন। পাড়ার মানুষের সমস্যার কথা শুনে সমাধানেরও আশ্বাস দেন। বলেন, উন্নয়ননের পাঁচালি পাড়ায় সংলাপ অনুষ্ঠানে আজ সামডি অঞ্চলে করা হল। এতে রাজ্যের উন্নয়ন কাজ ও প্রকল্প নিয়ে এলাকার মানুষদের অবগত করানো হচ্ছে। মানুষ সব সুবিধা ঠিকমতো পাচ্ছেন কিনা দেখা হচ্ছে। তাছাড়া পাড়ার ছোট ছোট কিছু সমস্যার কথাও শোনা হচ্ছে। আগামী দিনে চেষ্টা করা হবে যাতে সেগুলির সমাধান করা যায়। তাঁর সঙ্গে ছিলেন জেলা পরিষদের মহম্মদ আরমান, সালানপুর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি কৈলাসপতি মণ্ডল, সালানপুর ব্লক তৃণমূল সহ সভাপতি বিদ্যুৎ মিশ্র, সামডি অঞ্চল তৃণমূল সভাপতি স্বপন মণ্ডল-সহ অনেকে।

সামডিতে সূচনায় বিধান উপাধ্যায়।

বন্যপ্রাণ সচেতনতায় উদ্যোগ

বন ও বন্যপ্রাণ সচেতনতায় মেদিনীপুর থেকে চাঁদড়া হয়ে পিড়াকাটা পর্যন্ত ৩২ কিলোমিটার সাইকেল র‍্যালি করল বন দফতর। ছিলেন মুখ্য বনপাল, জেলাশাসক, পুলিশ সুপার-সহ বনাধিকারিকরা। বার্তা ছিল, জঙ্গলের ঝরা পাতায় আগুন না লাগানো, বন্যপ্রাণ শিকার না করা ও হাতিকে উত্ত্যক্ত না করা।

প্রশাসনের উদ্যোগে নৌবাইচে বিপুল সাড়া

সংবাদদাতা, মুকুটমণিপুর : অভিনব দৃশ্যের সাক্ষী থাকল বাঁকুড়ার মুকুটমণিপুর পর্যটন কেন্দ্র। এলাকার মানুষজনের পাশাপাশি পর্যটকেরাও উপভোগ করলেন একটি ব্যতিক্রমী প্রতিযোগিতা। মুকুটমণিপুর মেলা উপলক্ষে খাতড়া মহকুমা প্রশাসনের উদ্যোগে শনিবার কংসাবতী জলাধারের জলে অনুষ্ঠিত হল নৌকা বাইচ প্রতিযোগিতা। প্রতিযোগিতাকে ঘিরে প্রতিযোগী থেকে সাধারণ দর্শকদের মধ্যে ছিল ব্যাপক উৎসাহ ও উদ্দীপনা। জলাধারের বুকে প্রতিযোগিতা চলাকালীন যাতে কোনও দুর্ঘটনা না ঘটে, সে জন্য খাতড়া মহকুমা বিপর্যয় মোকাবিলা দফতরের তরফে পর্যাপ্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থা নেওয়া হয়। খাতড়া মহকুমা প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, দুটি রাউন্ডে অনুষ্ঠিত এই নৌকা বাইচ প্রতিযোগিতায় মোট ৫০টি নৌকা অংশ নেয়। প্রতিটি নৌকায় দুজন করে প্রতিযোগী ছিলেন। প্রথম ও দ্বিতীয় রাউন্ডে ২৫টি করে নৌকা অংশ নেয়। দুই রাউন্ড মিলিয়ে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানাধিকারীদের পুরস্কৃত করা হয়। প্রতিযোগিতা ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন খাতড়ার মহকুমা শাসক শুভম মৌর্য-সহ প্রশাসন কর্তারা। প্রশাসন সূত্রে জানানো হয়েছে, পর্যটকদের আকৃষ্ট করতেই এই প্রতিযোগিতার আয়োজন। গত বছরেও নৌকা বাইচের আয়োজন হয়েছিল এবং সে সময়েও বিপুল উৎসাহ দেখা গিয়েছিল। মুকুটমণিপুর মেলাকে কেন্দ্র করে এবছরও তাই সেই ধারাবাহিকতা বজায় রাখা হল। নৌকাচালকদের মধ্যেও ছিল উদ্দীপনা। অংশগ্রহণকারী নৌচালকরা জানান, এই ধরনের প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে পেরে ভাল লাগছে। ভবিষ্যতেও এমন প্রতিযোগিতা হলে তাঁরা অংশগ্রহণে আগ্রহী।

কেন্দ্রীয় বাহিনী ফেলে পেটাল বিজেপি নেতাকে

প্রতিবেদন : নাটক করে মিডিয়ার টিআরপি খেতে গিয়ে গদ্দার অধিকারী এবার সেম সাইড গোল করে বসল! গদ্দারের নির্দেশে কেন্দ্রের সিআরপিএফ বাহিনী নির্মমভাবে চড়-থাপ্পড়-লাঠিপেটা করল বিজেপির মণ্ডল সভাপতি চন্দ্রকোনার নেতা গৌতম কৌরি-সহ অন্যান্য নেতা-কর্মীকে। সেম সাইড হয়েছে বুঝে যাওয়ার পর তা ঢাকতে গিয়ে চন্দ্রকোনা থানায় নাটক গদ্দারের।

কী হয়েছিল শনিবার রাতে? পশ্চিম মেদিনীপুরের চন্দ্রকোনা দিয়ে শুভেন্দুর বিরাট লেজযুক্ত কনভয় যাওয়ার সময়, এলাকার মানুষ রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে 'জয় বাংলা' স্লোগান দিতে থাকেন। এর মধ্যে কোনও অন্যায় নেই। কিন্তু সহ্য হয়নি গদ্দারের জয় বাংলা স্লোগান। নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা সিআরপিএফ বাহিনীকে বেধড়ক মারধর করার নির্দেশ দেয়। বহিরাগত কেন্দ্রীয় বাহিনী বাংলার মাটি চেনে না, জানে না কে-কোন দলের নেতা। তাই এলোপাথাড়ি মার শুরু

গদ্দারের সেম সাইড গোল!

করল। বেধড়ক মার খেলেন দলের পুরনো নেতা গৌতম কৌরি, লাঠি পড়ল অন্য নেতা-কর্মীদের গায়েও। আহত হয়ে লুটিয়ে পড়লেন গৌতম। ভিডিও ফুটেজে স্পষ্ট দেখা গিয়েছে এই দৃশ্য। এবার সেম সাইড হয়েছে বুঝে মিডিয়া ডেকে চন্দ্রকোণা থানায় গিয়ে রাতে কিছুক্ষণ অবস্থানের নাটক। ঘটনা সামনে আসার পরেই তৃণমূল রাজ্য সাধারণ সম্পাদক ও মুখপাত্র কুণাল ঘোষের কটাক্ষ, চন্দ্রকোনায় ভুল করে বিজেপি কর্মীদের কেন সিআরপিএফ পেটাল, কেন্দ্রীয় বাহিনী জবাব দাও। দলের আর এক মুখপাত্র অরূপ চক্রবর্তী বলেছেন, কেন্দ্রীয় বাহিনী বহিরাগত। বাংলার মাটি চেনে না। তাই লাঠিপেটা করল যাদের, তারা সকলে বিজেপি নেতা বা কর্মী। বাংলা-বিরোধী গদ্দার একটা স্লোগান সামলাতে পারে না, সে আবার রাজ্য সামলানোর স্বপ্ন দেখে! দাঁড়কাক যতই ময়ূরের পালক লাগাক, সে কি ময়ূর হতে পারে? জননেত্রীকে টক্কর দিতে গেলে শিরদাঁড়ার প্রয়োজন হয়। যে জেলে যাওয়ার ভয়ে শিরদাঁড়া বিক্রি করে বিজেপিতে নাম লেখায়, তার কাছে কেউ এর বেশি কিছু আশাও করে না।

১০
১১ জানুয়ারি ২০২৬
রবিবার

আমার বাংলা

11 January, 2026 • Sunday • Page 10 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

এসআইআর-আতঙ্কে ৩ জনের মৃত্যু কমিশনকে দায়ী করে নিন্দার ঝড়

প্রতিবেদন : এসআইআর আতঙ্কে মৃত্যুর ঘটনা ক্রমশ রেকর্ড করতে চলেছে। শনিবার ফের তিনজনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গিয়েছে। শুনানিতে এসে দীর্ঘক্ষণ লাইনে দাঁড়িয়ে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয়েছে রামপুরহাট পুরসভার ১৩ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা কাঞ্চনকুমার মণ্ডলের। দ্বিতীয় ঘটনাটি সোদপুরের। শুনানির নোটিশ পাওয়ার পর ব্রেন স্ট্রোকে আক্রান্ত হয়ে ছদিন কোমায় থাকার পর মৃত্যু হল সোদপুরের ৭৫ বছরের বৃদ্ধার। নাম অলকা বিশ্বাস। তৃতীয় ঘটনা বনগাঁর। শুনানি আতঙ্কে শুক্রবার সকালে আত্মহত্যার চেষ্টা করেন বলাই দাস। তাঁকে উদ্ধার করে বনগাঁ হাসপাতালে ও পরে কলকাতার আর জি কর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। শনিবার মৃত্যু হল তাঁর। তিনটি ঘটনাতেই মৃত্যুর দায় নিতে হবে কেন্দ্রীয় সরকারকে, দাবি তুলেছে তৃণমূল। পরিবারের পাশে দাঁড়িয়েছেন স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্ব।

রামপুরহাট পুরপ্রধান সৌমেন ভকত কাঞ্চনকুমারের আকস্মিক মৃত্যুতে দুঃখপ্রকাশ করে বলেছেন, নিরীহ প্রবীণদের শুনানির অছিলায় ডেকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে। যা খুনের সমান অপরাধ। মেডিক্যাল কলেজে কাঞ্চনকুমারের পরিবারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন ডেপুটি স্পিকার তথা স্থানীয় বিধায়ক আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়। আশিস জানিয়েছেন, কাঞ্চনকুমার সুস্থ অবস্থাতেই শনিবার সকালে শুনানির হাজিরা দিতে এসেছিলেন। সেখানেই হৃদরোগে আক্রান্ত হন। এই মৃত্যুর দায় কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের পাশাপাশি নির্বাচন কমিশনেরও।

■ কাঞ্চনের পরিবারের পাশে হাসপাতালে আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়। ইনসেটে অলকা বিশ্বাস।

আরেক ঘটনায় শুনানির নোটিশ পাওয়ার পর ব্রেন স্ট্রোকে আক্রান্ত হয়ে ছয় দিন কোমায় থাকার পর মৃত্যু হল সোদপুরের বৃদ্ধা অলকা বিশ্বাসের। উত্তর ২৪ পরগনার ঘোলার বিলকান্দা ১ নম্বর পঞ্চায়েতের তালবান্দা উত্তরপাড়ার বাসিন্দা। ৪ জানুয়ারি বাড়িতে নোটিশ আসে। পরিবারের দাবি, তার পরই ব্রেন স্ট্রোকে আক্রান্ত হন। শনিবার বৃদ্ধার মৃত্যুর খবরে শোকের ছায়া এলাকায়। গোপালনগর বেলেডাঙার বাসিন্দা বলাইয়ের গতকাল শুনানি ছিল। ২০০২ তালিকায় নাম না থাকার কারণে। শুনানিতে তিনি হাজির হলেও কী হবে তাই নিয়ে আতঙ্কের কারণেই আত্মহত্যার চেষ্টা করেন, দাবি পরিবারের। আজ কলকাতার আরজি কর হাসপাতালে তাঁর মৃত্যু হয়। খবর পেয়েই বনগাঁ সাংগঠনিক জেলার সভাপতি বিশ্বজিৎ দাস তাঁর বাড়িতে যান ও সবরকম সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেন।

তবুও হুঁশ ফিরছে না

(প্রথম পাতার পর)

পক্ষপাতের ঊর্ধ্বে উঠে মানুষের কথা ভাবা এবং মানুষকে কতখানি সাহায্য করা যায় তা খতিয়ে দেখা। এ-প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী অমর্ত্য সেনকে পাঠানো চিঠির কথা উল্লেখ করেছেন। বলেছেন, নোবলজয়ী পৃথিবী বিখ্যাত এই বাঙালি দেশের গর্ব, পৃথিবীর গর্ব। তাঁকে চিঠি পাঠিয়ে আসলে দেশের মাথাই নীচু করা হচ্ছে। বলা হচ্ছে বয়সের পার্থক্যের কারণেই এই চিঠি। কিন্তু এর সমাধান কী অন্যভাবে করা যেত না? এটাই হচ্ছে কমিশনের যান্ত্রিকতা এবং পক্ষপাতমূলক আচরণের উদাহরণ। এ প্রসঙ্গে তিনি অভিনেতা-সাংসদ দেব, জাতীয় দলের ক্রিকেটার মহম্মদ শামি, কবি জয় গোস্বামী কিংবা ভারত সেবাশ্রম সংঘের মহারাজের কথাও উল্লেখ করেছেন। বলেছেন, এঁরা সকলেই বাংলার গর্ব। এঁদেরকেও চিঠি পাঠানো হয়েছে। যাঁরা বাংলার গর্ব কিংবা ভারতের গর্ব তাঁদের সঙ্গে এই যান্ত্রিক আচরণ আসলে কমিশনের পক্ষপাতমূলক আচরণকে সামনে এনে ফেলছে। একইসঙ্গে কমিশন যে কতটা পরিকল্পনাহীনভাবে কাজ করছে তা প্রতি পদক্ষেপে স্পষ্ট হচ্ছে। এই সব মানুষকে নোটিশ পাঠিয়ে কমিশন ঔদ্ধত্য দেখাচ্ছে যা কমিশনের মতো নিরপেক্ষ সংস্থার কাছে আশা করা যায় না।

বয়স্করা সবথেকে বেশি হয়রান হচ্ছেন সেইসঙ্গে বিবাহিত মহিলারা সমস্যায় পড়ছেন। মুখ্যমন্ত্রী চিঠিতে লিখছেন, বিয়ের পর পদবি পরিবর্তন কিংবা বাসস্থান পরিবর্তন স্বাভাবিক বিষয়। এই সব জেনেও কমিশন কারণ জানতে চাইছে, নতুন করে পরিচয় জানতে চাইছে, বারবার ডেকে পাঠাচ্ছে। চূড়ান্ত হয়রানি। এছাড়াও লজিক্যাল ডিসক্রিপেন্সির নামে অযৌক্তিক কাজ হচ্ছে, নাম ঢুকিয়ে দেওয়া হচ্ছে। সবটা রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে। নামের বানান নিয়েও সমস্যায় পড়তে হচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রী নিজের নামের ইংরেজি বানান উল্লেখ করে বলেন, কেউ এমও লেখে, কেউ এমএ লেখে, আবার কেউ শেষে ডাবল এ লেখে। আবার কুমার প্রসঙ্গেও একই কথা প্রযোজ্য। কেউ কেউ আবার হয়রান হচ্ছে বাবার নামের বানান নিয়েও। মুখ্যমন্ত্রী বলছেন, কমিশন কোনও রাজনৈতিক দলের ধামাধরা সংস্থা নয়। স্বাধীন সংস্থা। রাজনৈতিক নিরপেক্ষভাবে কাজ করুক। মানুষের ভোগান্তি কোথায় হচ্ছে দেখুক। অযৌক্তিক কাজ বন্ধ করুক। যান্ত্রিকভাবে চিঠি আর নোটিশ পাঠানো বন্ধ করে মানবিক পদক্ষেপ করুক। মানুষ এটা ভালভাবে নিচ্ছেন না। বাংলার একজনও বৈধ ভোটার যাতে বঞ্চিত না হন তাদের জন্য লড়াই চলবে। কারণ ইতিমধ্যেই বহু প্রাণহানি ও আত্মহত্যার ঘটনা ঘটেছে। যা মানুষকে নোটবন্দির কালো সময়ের কথা মনে করিয়ে দিয়েছে।

এখনও কেন পরিযায়ীদের ডাকা হচ্ছে?

■ কমিশনে শশী পাঁজা, পার্থ ভৌমিক, পুলক রায়, বীরবাহা হাঁসদা।

(প্রথম পাতার পর)

দেওয়ার পরও দেখা যাচ্ছে, বেশ কিছু বয়স্ক, অসুস্থ মানুষকে শুনানিতে ডাকা হচ্ছে। এই হেনস্থা অবিলম্বে বন্ধ করা দরকার। লজিক্যাল ডিসক্রিপেন্সি সংক্রান্ত যে সমস্যাগুলি রয়েছে সেগুলোকে অবিলম্বে বিএলও বা এইআরও পর্যায়ে মিটিয়ে ফেলার আবেদন জানান তাঁরা। একইসঙ্গে বিদেশে কর্মরত ও বিদেশে যাঁরা পড়াশোনা করছেন তাঁদের শুনানিতে ছাড় দিলেও পরিযায়ী শ্রমিকদের সশরীরে শুনানি থেকে রেহাই দিতে এখনও কোনও সার্কুলার জারি করেনি কমিশন। বারবার বলা সত্ত্বেও এখনও কেন তা করা হল না এই বিষয়টি অবিলম্বে বিবেচনা করার দাবি জানান তৃণমূলের প্রতিনিধিরা। এর পাশাপাশি, এদিন আরও কয়েকটি দাবি জানান তৃণমূল প্রতিনিধিরা। পার্থ ভৌমিক বলেন, এমন অনেক মানুষ আছেন, যাঁরা বহুদিন ধরে এই রাজ্যে বাস করছেন। কিন্তু তাঁদের সঠিক নথিপত্র নেই। তাহলে কি তাঁরা ভোটদানের অধিকার থেকে বঞ্চিত হবেন? যদিও এঁদের সংখ্যা খুবই কম, কিন্তু আছে তো! তাই তাঁদের জন্য বিকল্প ব্যবস্থা করার দাবি জানান তাঁরা। বলেন, ফার্স্ট ক্লাস ম্যাজিস্ট্রেটের শংসাপত্র, অথবা ডোমিসাইল সার্টিফিকেট অথবা বাড়ির কোনও কাগজকে যদি কমিশন মান্যতা দেয় তাহলে এই মানুষগুলোর বিশেষ সুবিধা হবে। আরও একটি সমস্যার দিকেও তাঁরা এদিন সিইওর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। সেটা হল, দেখা যাচ্ছে, অনেকের বাবার নাম ২০০২-এর ভোটার তালিকায় নেই। কিন্তু তাঁদের কাকার নাম বা জ্যাঠার নাম অথবা দাদার নাম তালিকায় রয়েছে। তাহলে সেটাকে কেন লিঙ্ক হিসেবে ধরা হবে না, এই প্রশ্নও তোলেন তৃণমূল। এই সমস্যা সবচেয়ে বেশি হচ্ছে বিবাহিত মহিলাদের ক্ষেত্রে। শেষে জানিয়ে দেন, তাঁদের এই ন্যায্য দাবিগুলি পূরণ না হলে কয়েকদিন পর ফের তাঁরা সিইও-র দরবারে আসবেন।

চেয়ারম্যান পদ ছাড়লেন রবীন্দ্র

সংবাদদাতা, কোচবিহার : তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে কোচবিহার পুরসভার চেয়ারম্যান পদ থেকে পদত্যাগ করলেন রবীন্দ্রনাথ ঘোষ। জানান, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় নির্দেশ দিয়েছেন, আপাতত দলের সাংগঠনিক বিষয়ের দিকে বাড়তি গুরুত্ব দিতে। সেই নির্দেশ মেনেই এই পদত্যাগের সিদ্ধান্ত নিয়েছি। কোচবিহারের নয়টি বিধানসভায় সব আসনেই যাতে তৃণমূল জয়লাভ করে সেজন্যই আপাতত রবীন্দ্রনাথ দলীয় সাংগঠনিক কাজে নিজেকে ব্যস্ত রাখবেন বলে জানিয়েছেন।

জানা গিয়েছে, শনিবার তিনি লিখিতভাবে জেলা প্রশাসনের কাছে তাঁর পদত্যাগপত্র জমা দিয়েছেন। পরবর্তী চেয়ারম্যান কে হবেন তা নিয়ে জল্পনা শুরু হয়েছে। শনিবার উন্নয়নের সংলাপ কর্মসূচি হয়েছে নাটাবাড়ি বিধানসভা কেন্দ্রে। সেখানে ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। কর্মসূচি শেষে তিনি সাংবাদিকদের তাঁর সিদ্ধান্তের কথা জানান। বলেন, এখন দলের কর্মসূচিতে বেশি সময় দেবেন।

উন্নয়নের সংলাপ কর্মসূচি শুরু জলপাইগুড়িতে

সংবাদদাতা, জলপাইগুড়ি : মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও তৃণমূল সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে শুরু হল উন্নয়নের পাঁচালি পাড়ায় সংলাপ যাত্রা। শনিবার, জলপাইগুড়ি জেলার ময়নাগুড়িতে। বিধানসভায় তিনটি টিম বের হয়েছে, মোট ১৩ জন সদস্য। নেতৃত্ব জেলা তৃণমূল যুব সভাপতি রামমোহন রায়। এদিন প্রথমে মন্দির এবং মসজিদে পুজো দিয়ে শুরু হল সংলাপ কর্মসূচি।

সরকারের ১৫ বছরের উন্নয়ন তুলে ধরেন এই সংলাপ কর্মসূচিতে। পাশাপাশি পাড়ার পাড়ায় সাধারণ মানুষের সমস্যার কথা শুনেন এবং সমাধানের আশ্বাস দেন। উন্নয়ননের পাঁচালি পাড়ার সংলাপ অনুষ্ঠানে আয়োজন করা হয়েছে রাজ্যজুড়ে। রাজ্যের উন্নয়নমূলক কাজ ও প্রকল্পগুলি এলাকার মানুষদের সামনে অবগত করার জন্য এই কর্মসূচি। পাশাপাশি মানুষ সমস্ত সুবিধা ঠিকমতো পাচ্ছে কি না তা খতিয়ে দেখছেন এদিন।

কর্মসূচিতে ছিলেন জলপাইগুড়ি জেলা তৃণমূল যুব সভাপতি রামমোহন রায়, ময়নাগুড়ি ১ নং ব্লক সভাপতি বাবলু রায় ও অন্যরা। রামমোহন বলেন, ময়নাগুড়ি বিধানসভায় তিনটি টিম বেরিয়েছে। প্রথম দিনেই জনজোয়ার সাধারণ মানুষের। সংলাপ যাত্রা কর্মসূচিতে বিজেপি ছেড়ে তৃণমূলে যোগদান করেন বেশ কয়েকজন।

সংগ্রহ সিসিটিভি ফুটেজ শুরু জিজ্ঞাসাবাদ-তদন্ত

(প্রথম পাতার পর) গুরুত্বপূর্ণ নথি ছিল। ইডির বিরুদ্ধে সেইসব নথি বা তথ্য চুরির অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। শনিবার সকালে পুলিশ তদন্তে গিয়ে সিসিটিভির ফুটেজ ও ডিভিআর সংগ্রহ করে। আবাসনের নিরাপত্তা ও অন্য কাজে কোন কোন কর্মীরা সেই সময় ছিলেন তা জানতে ফেসিলিটি ম্যানেজারকে নোটিশ জারি করা হয়েছে। প্রতীক জৈনের পরিবারের সদস্যদের বয়ান রেকর্ড প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে থানায় ডেকে পাঠানো হয় আবাসনের নিরাপত্তারক্ষী এবং বাড়ির গৃহসহায়িকাকে।

রাজ্যের তরফে অভিযোগ, পুলিশের ডেপুটি কমিশনার-সহ উচ্চপদস্থ আধিকারিকদের অনৈতিকভাবে ধাক্কা দিয়েছে সিআরপিএফ জওয়ানরা। এই কারণে সেই সময় পুলিশের পোশাকের সঙ্গে থাকা বডি ক্যামেরার রেকর্ডগুলিও যাচাই করা হচ্ছে। প্রয়োজনে শীর্ষ আধিকারিকদেরও জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। ইডির বিরুদ্ধে নথি চুরির অভিযোগ রয়েছে। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে ইডির তরফে কোনও ফরেনসিক বিশেষজ্ঞ ছিলেন কি না তা জানতে ইডির আধিকারিকদেরও তলবের প্রবল সম্ভাবনা। মুখ্যমন্ত্রী অভিযোগ জানানোর পরেই গোটা বিষয়টির আইনি গুরুত্ব বেড়ে গিয়েছে। আর সেই কথা বুঝতে পেরে ইডি সুপ্রিম কোর্টে গিয়ে রক্ষাকবচ পেতে মরিয়া হয়ে উঠেছে। এই কারণেই মামলা যাতে একপেশে না হয়ে যায় তার জন্য ক্যাভিয়েট দাখিল করা হয়েছে রাজ্য প্রশাসনের পক্ষ।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

জরুরি অবতরণের সময় ভেঙে পড়ল বেসরকারি বিমান সংস্থার যাত্রিবাহী ছোট বিমান সি-২০৮। শনিবার দুপুরে ওড়িশার রাউরকেল্লার কাছে। আহত হয়েছেন চার যাত্রী-সহ ছয়জন

দিল্লি দরবার

11 January 2026 • Sunday • Page 11 || Website - www.jagobangla.in

১১
১১ জানুয়ারি ২০২৬
রবিবার

বঙ্গোপসাগরে চিনের তৎপরতা রুখতে হলদিয়ায় নতুন নৌঘাঁটি গড়ছে ভারত

নয়াদিল্লি: উত্তর বঙ্গোপসাগরে ভারতের সামুদ্রিক উপস্থিতি জোরদার করতে এবং ক্রমবর্ধমান আঞ্চলিক নিরাপত্তা চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় পশ্চিমবঙ্গের হলদিয়ায় একটি নতুন নৌঘাঁটি স্থাপন করতে চলেছে ভারতীয় নৌবাহিনী। প্রতিরক্ষা সূত্রের খবর অনুযায়ী, এই ঘাঁটিটি মূলত একটি নৌ 'ডিট্যাচমেন্ট' হিসেবে কাজ করবে এবং এখান থেকে ছোট যুদ্ধজাহাজ মোতায়েন করা হবে। বিশেষ করে ভারত মহাসাগর অঞ্চলে চিনা নৌবাহিনীর তৎপরতা বৃদ্ধি এবং বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের সাথে জড়িত বিবর্তিত নিরাপত্তা পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে এই সিদ্ধান্ত অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে।

প্রতিরক্ষা মন্ত্রক সূত্রে খবর, হলদিয়া ডক কমপ্লেক্সের বিদ্যমান পরিকাঠামো ব্যবহার করেই এই ঘাঁটিটি গড়ে তোলা হবে, যার ফলে ন্যূনতম অতিরিক্ত নির্মাণকাজের মাধ্যমে দ্রুত এটি চালু করা সম্ভব হবে। প্রাথমিক পর্যায়ে এখানে একটি বিশেষ জেটি এবং উপকূলীয় সহায়তা কেন্দ্র তৈরি করা হবে। এই ঘাঁটিতে মূলত 'ফাস্ট ইন্টারসেপ্টর ক্রাফট' এবং ৩০০ টনের 'নিউ ওয়াটার জেট ফাস্ট অ্যাটাক ক্রাফট' রাখা হবে। ঘণ্টায় ৪০ থেকে ৪৫

■ ভারতীয় নৌঘাঁটির প্রতীকী ছবি।

নট গতিবেগে চলতে সক্ষম এই উচ্চগতির জাহাজগুলো যেকোনও জরুরি পরিস্থিতিতে দ্রুত সাড়া দিতে সক্ষম। এগুলো সিআরএন-৯১ গান এবং নাগাস্ট্রার মতো আধুনিক 'লয়টারিং মিউনিশন' সিস্টেমে সজ্জিত থাকবে, যা নিখুঁত হামলা এবং নজরদারিতে বিশেষ সহায়ক হবে।

বিশেষজ্ঞদের মতে, উত্তর বঙ্গোপসাগরে চিনা নৌবাহিনীর আনাগোনা বৃদ্ধি এবং সমুদ্রপথে বাংলাদেশ থেকে অনুপ্রবেশ ও অবৈধ পারাপারের আশঙ্কায় এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। ভারত-বাংলাদেশ উপকূলীয় অঞ্চলের অগভীর জলরাশি এবং ঘন সামুদ্রিক যানজটের মধ্যে দ্রুতগামী ও আধুনিক যুদ্ধজাহাজগুলো অনুপ্রবেশ রুখতে এবং কড়া নজরদারি চালাতে বেশি কার্যকর। কলকাতা থেকে প্রায় ১০০ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত এই ঘাঁটিটি হুগলি নদীর দীর্ঘ পথ অতিক্রম না করেই সরাসরি বঙ্গোপসাগরে প্রবেশের কৌশলগত সুবিধা দেবে। এই নতুন ঘাঁটিটি খুব বড় না হলেও এখানে প্রায় ১০০ জন কর্মকর্তা ও নাবিক মোতায়েন থাকবেন। বিশাখাপত্তনমে ইস্টার্ন নেভাল কমান্ডের সদর দপ্তর এবং আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে বড় ঘাঁটি থাকলেও হলদিয়ার এই অবস্থানটি কৌশলগতভাবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

উল্লেখ্য, ২০২৪ সালে প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিংয়ের নেতৃত্বে ডিফেন্স অ্যাকুইজিশন কাউন্সিল ১২০টি ফাস্ট ইন্টারসেপ্টর ক্রাফট এবং ৩১টি এনডব্লিউজেএফএসি সংগ্রহের অনুমোদন দিয়েছে। হলদিয়ায় এই নতুন নৌঘাঁটি স্থাপন ভারতের সমুদ্রপথ রক্ষা এবং আঞ্চলিক নিরাপত্তার প্রধান রক্ষক হিসেবে দেশের ভূমিকাকে আরও শক্তিশালী করবে বলে আশা করা হচ্ছে।

স্কুলের অনুষ্ঠানে সাংসদ-বিধায়কদের উপস্থিতি এবার কি বাধ্যতামূলক হচ্ছে?

একলব্য রেসিডেন্সিয়াল স্কুল নিয়ে কেন্দ্রের বিতর্কিত বিজ্ঞপ্তি

নয়াদিল্লি: কেন্দ্রীয় আদিবাসী বিষয়ক মন্ত্রকের অধীনে থাকা একলব্য মডেল রেসিডেন্সিয়াল স্কুলগুলোতে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে সাংসদ এবং বিধায়কদের অতিথি হিসেবে আমন্ত্রণ জানানোর সাম্প্রতিক নির্দেশিকাটি শিক্ষাবিদ ও বিশেষজ্ঞদের মধ্যে তীব্র বিতর্ক তৈরি করেছে। ন্যাশনাল এডুকেশন সোসাইটি ফর ট্রাইবাল স্টুডেন্টস দ্বারা জারি করা এই সার্কুলারে বলা হয়েছে, বার্ষিক উৎসব, স্বাধীনতা দিবস, সাধারণতন্ত্র দিবস বা ক্রীড়া প্রতিযোগিতার মতো গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠানগুলোতে জনপ্রতিনিধিদের উপস্থিতি সেইসব আয়োজনের 'গুরুত্ব বৃদ্ধি' করবে এবং শিক্ষার্থীদের অনুপ্রাণিত করবে। তবে সরকারের এই পদক্ষেপকে শিক্ষার রাজনীতিকরণ এবং শিশুদের মনস্তত্ত্বকে নির্দিষ্ট রাজনৈতিক আদর্শের দিকে প্রভাবিত করার একটি সুদূরপ্রসারী কৌশল হিসেবে দেখছেন শিক্ষাবিদ ও রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞরা।

তাত্ত্বিক ও কাঠামোগত দিক থেকে এই নির্দেশিকাটি খোদ জাতীয়

শিক্ষানীতির মূল সুরের পরিপন্থী। জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০-এর ভিত্তিতে তৈরি ন্যাশনাল কারিকুলাম ফ্রেমওয়ার্ক ফর স্কুল এডুকেশন স্পষ্টভাবে জানায় যে, স্কুলের অনুষ্ঠানে অভিভাবকদের সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা উচিত। সেখানে অভিভাবকদের কেবল দর্শক হিসেবে নয়, বরং বিদ্যালয়ের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে যুক্ত করার কথা বলা হয়েছে। কিন্তু ন্যাশনাল এডুকেশন সোসাইটি ফর ট্রাইবাল স্টুডেন্টস-এর এই নতুন সার্কুলারে অভিভাবকদের গুরুত্ব দেওয়ার পরিবর্তে রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব ও প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের উপস্থিতি নিশ্চিত করার ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, এটি বিদ্যালয়ের স্বায়ত্তশাসন ও শিক্ষার অরাজনৈতিক পরিবেশকে ক্ষুণ্ণ করতে পারে। শিক্ষাবিদদের আশঙ্কা, এর ফলে মূলত শাসক দলের সাংসদ ও বিধায়কদেরই আমন্ত্রণ জানানো হবে। সেক্ষেত্রে এই ধরনের রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বরা মঞ্চে দাঁড়িয়ে সরকারি সাফল্য এবং নিজেদের দলের নির্দিষ্ট রাজনৈতিক আদর্শ নিয়ে বক্তৃতা দেবেন। আদিবাসী শিশুদের মতো সহজ-সরল ও বিকাশমান মস্তিষ্কের ওপর এই ধরনের রাজনৈতিক বয়ান চাপিয়ে দেওয়া বিপজ্জনক হতে পারে। এটি শিশুদের মধ্যে কোনো বিশেষ রাজনৈতিক আদর্শ ঢুকিয়ে দেওয়ার একটি পরীক্ষা হিসেবেও বিবেচিত হচ্ছে, যা ভবিষ্যতে বেসরকারি স্কুলগুলোতেও বিস্তৃত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। তৃণমূল স্তরে আদিবাসী সমাজের সঙ্গে প্রশাসনের যোগসূত্র স্থাপনের কথা বলা হলেও সমালোচকদের মতে, এই নির্দেশিকা শিক্ষার গুণগত মান বৃদ্ধির চেয়ে সরকারি প্রচারের ক্ষেত্র তৈরিতেই বেশি সহায়ক হবে। স্কুলের বার্ষিক অনুষ্ঠান বা সাংস্কৃতিক মেলা যেখানে ছাত্রছাত্রীদের সৃজনশীলতা প্রকাশের জায়গা হওয়ার কথা, সেখানে রাজনৈতিক অতিথিদের দীর্ঘ বক্তৃতা এবং প্রটোকল বজায় রাখার বাধ্যবাধকতা মূল উদ্দেশ্যকে ব্যাহত করতে পারে। শেষ পর্যন্ত এই ধরনের পদক্ষেপ স্কুলগুলোকে রাজনৈতিক কর্মসূচির এক একটি অনানুষ্ঠানিক কেন্দ্রে পরিণত করতে পারে, যা দীর্ঘমেয়াদে নিরপেক্ষ শিক্ষা ব্যবস্থার জন্য বড় হুমকি।

বিহারে ইউটিউব দেখে অস্ত্রোপচার, মৃত্যু প্রসূতির

পাটনা: ইউটিউবে ভিডিও দেখে আনাড়ি হাতে অস্ত্রোপচারের চেষ্টায় মৃত্যু হল প্রসূতির। বিহারের ওই ঘটনায় অভিযোগ, অভিযুক্ত ভুয়ো ডাক্তার রক্তাক্ত অবস্থায় প্রসূতিকে ফেলে রেখে বারবার ভিডিও দেখতে থাকেন। চূড়ান্ত অপেশাদারিত্ব ও গাফিলতিতে প্রাণ গেল তরুণীর। আরও অভিযোগ, প্রসূতির মৃত্যুর পর পরিবারকে অন্য হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পরামর্শ দেন ওই ভুয়ো চিকিৎসক। তরুণীর মৃত্যুর খবরে ক্লিনিক ঘিরে বিক্ষোভ দেখান পরিবারের সদস্য ও স্থানীয়রা। বিহারের ভাগলপুরের কাহালগাঁওয়ের ঘটনা এটি। মৃত প্রসূতি স্বাতী দেবী ঝাড়খণ্ডের ঠাকুরগাঁথি মোধিয়ার বাসিন্দা। গর্ভবতী হওয়ার পর তিনি রসলপুরে তাঁর মায়ের কাছে এসেছিলেন। স্বামী পরিযায়ী শ্রমিক। স্বাতীর প্রসবযন্ত্রণা শুরুর পর তাঁকে তড়িঘড়ি নিয়ে যাওয়া হয় স্থানীয় একটি বেসরকারি ক্লিনিকে। সেখানে এক ব্যক্তি নিজেকে চিকিৎসক বলে পরিচয় দিয়ে জানান, প্রসূতির অবস্থা আশঙ্কাজনক। অস্ত্রোপচার করতে হবে। অভিযোগ, এরপর ওই ব্যক্তি ইউটিউবে ভিডিও দেখে অস্ত্রোপচারের চেষ্টা করেন। পরিস্থিতি বেগতিক হতেই রক্তাক্ত অবস্থায় যুবতীকে ফেলে রেখে বারবার ভিডিও দেখতে ছুটছিলেন তিনি। অতিরিক্ত রক্তক্ষরণ, অবৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে অস্ত্রোপচারে মারা যান প্রসূতি।

বিজেপিকে ফেলুন মাঠের বাইরে

(প্রথম পাতার পর)

দিতে হবে? সুভাষ সরকারের নিজের জন্মের সার্টিফিকেট আছে? সৌমিত্র খাঁয়ের জন্মের সার্টিফিকেট আছে? বিজেপির কেউ সার্টিফিকেট চাইলে বলবেন, আগে তোমার বাবার সার্টিফিকেট নিয়ে এসো।

এদিনের সভা থেকে একযোগে বিজেপি-সিপিএমকে দুষে বিজেপিকে তৃণমূল সাংসদ বলেন, ৩৪ বছরের জগদ্দল পাথরকে ভেঙে চূর্ণবিচূর্ণ করে যে মুক্তির সূর্যোদয় ঘটিয়েছে, তার নাম তৃণমূল কংগ্রেস। নেত্রীর নাম মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আপনি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে আটকাবেন? আগে যান সিপিএমের থেকে একটু ট্রেনিং নিন। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অন্য ধাতুতে তৈরি। তৃণমূল বশ্যতা স্বীকার করতে জানে না।

শালতোড়ায় সভার শুরুতেই তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদকের নেতৃত্বে প্রাক্তন শালতোড়া ব্লক সভাপতি কালীপদ রায় এবং বাঁকুড়া পুরসভার নির্দলীয় কাউন্সিলর দিলীপ আগরওয়াল দলে যোগদান করেছেন।

অভিষেক মনে করিয়ে দেন, আজকের দিনে দাঁড়িয়ে রাজ্যের ২ লক্ষ কোটি নরেন্দ্র মোদির সরকার আটকে রেখেছে। আমি মিথ্যা বললে, আমার বিরুদ্ধে মামলা করে জেলে ঢোকাবি। রাজ্যে ২৯৪টি বিধানসভা রয়েছে। এক একটি বিধানসভার ৬৮০ কোটি টাকা বিজেপি সরকার আটকে রেখেছে। বাঁকুড়া জেলার ৭ হাজার কোটি টাকা আটকে রেখেছে এই বিজেপি। এই টাকা ছাড়লে রাতারাতি বাঁকুড়ার জন্য সাত হাজার কোটি টাকা দিতে পারবে রাজ্য সরকার। এরা চায় বাংলার মানুষ ওদের পা ধরুক। আপনারা তা চান?

গেরুয়া শিবিরকে তোপ দেগে অভিষেক বলেন, যারা হিন্দু ধর্মের ধারক বাহক বলে নিজেদের দাবি করে, তাদের নেতা মা দুর্গার বংশপরিচয় নিয়ে প্রশ্ন তোলে। এই হল বিজেপির আসল চেহারা। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে অমিত শাহ এসে বলছেন রবীন্দ্রনাথ সান্যাল। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাম জানে না। ২০১৯ সালের ভোটের আগে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মূর্তি টুকরো টুকরো করে ভেঙেছিল বিজেপির কর্মীরা। সুকান্ত মজুমদার বলেছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ হচ্ছেন অজ্ঞ বামপন্থী প্রোডাক্ট। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে প্রধানমন্ত্রী সম্বোধন করছেন বঙ্কিমদা বলে। যেন ছোটবেলায় একসঙ্গে ব্যাডমিন্টন খেলতেন!

খুন করা হল বাঙালি শ্রমিককে

(প্রথম পাতার পর)

তারা লোহার রড নিয়ে চড়াও হয় রিন্টুর উপর। রিন্টুর দেহ রানিতলায় নিয়ে আসা হয়েছে। স্ত্রী বেবি খাতুন জানান, তাঁর স্বামী বাংলায় কথা বলাতেই ওদের যত রাগ। তাতেই ওঁকে নৃশংসভাবে খুন করা হয়েছে। খুনিদের কঠোর শাস্তি চাই। খবর পেয়ে স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্ব রিন্টুর পরিবারের পাশে দাঁড়িয়েছে।

বিএনপি প্রধান তারেক রহমানের সঙ্গে বৈঠক করলেন ঢাকায় নিযুক্ত ভারতের রাষ্ট্রদূত প্রণয় বর্মা। শনিবার গুলশনে বিএনপির দফতরে যান প্রণয়। বিএনপি এই বৈঠককে সৌজন্যসাক্ষাৎ বলেছে। বাংলাদেশের বর্তমান রাজনৈতিক প্রেক্ষিতে এই সাক্ষাৎ তাৎপর্যপূর্ণ

সিএজি রিপোর্টে বিস্ফোরক তথ্য: ৯৪% সুবিধাভোগীর ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টই ভুয়ো!

প্রধানমন্ত্রী কৌশল বিকাশ যোজনা

নয়াদিল্লি: কেন্দ্রীয় প্রকল্প ঘিরে বিস্ফোরক অভিযোগ সামনে এল। অসম, বিহার, ঝাড়খণ্ড, কেরল, মহারাষ্ট্র, ওড়িশা, রাজস্থান এবং উত্তরপ্রদেশ—এই আটটি রাজ্যে পরিচালিত ভারতের কম্পট্রোলার অ্যান্ড অডিটর জেনারেলের (সিএজি) সাম্প্রতিক অডিট রিপোর্টের সূত্রে বিরাট মাপের কারচুপি ও দুর্নীতির অভিযোগ সামনে এসেছে। একইসঙ্গে এই রিপোর্ট কেন্দ্রের অন্যতম বড় দক্ষতা উন্নয়ন প্রকল্প 'প্রধানমন্ত্রী কৌশল বিকাশ যোজনা'-র স্বচ্ছতা নিয়ে বড় প্রশ্নচিহ্ন খাড়া করে দিয়েছে।

মোদি সরকারের এই ফ্ল্যাগশিপ প্রকল্পের বাস্তবায়ন নিয়ে সিএজি অডিটে মারাত্মক অনিয়ম ও চরম গাফিলতির তথ্য উঠে এসেছে। রিপোর্টে দেখা গেছে, শিল্প-সংশ্লিষ্ট দক্ষতা প্রশিক্ষণ এবং শংসাপত্র প্রদানের এই কর্মসূচিতে সুবিধাভোগীদের তথ্যে ব্যাপক কারচুপি করা হয়েছে। সিএজি-র রিপোর্টে জানানো হয়েছে, বিভিন্ন রাজ্যে এই প্রকল্পের সুবিধাভোগীদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের তথ্যের ক্ষেত্রে নজিরবিহীন অসঙ্গতি রয়েছে। প্রায় ৯৪.৫৩ শতাংশ ক্ষেত্রে উপভোক্তাদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের ঘর হয় শূন্য দিয়ে ভরা, না হয় ফাঁকা রাখা হয়েছে অথবা কোনও তথ্যই দেওয়া হয়নি। পরিসংখ্যানে দেখা যাচ্ছে, ৯৫.৯০ লক্ষ অংশগ্রহণকারীর মধ্যে ৯০.৬৬ লক্ষেরই সঠিক ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের তথ্য নেই। অথচ নিয়ম অনুযায়ী, ডাইরেক্ট বেনিফিট ট্রান্সফার (ডিবিটি)-র মাধ্যমে প্রতিটি প্রত্যয়িত প্রার্থীকে ৫০০ টাকা দেওয়ার জন্য বৈধ ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থাকা বাধ্যতামূলক। এমনকী ৫২,৩৮১ জন প্রার্থীর ক্ষেত্রে মাত্র ১২,১২২টি অ্যাকাউন্ট নম্বর বারবার ব্যবহার করা হয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে অ্যাকাউন্টের জায়গায় '১১১১১১১১১১', '১২৩৪৫৬' বা স্রেফ নাম ও ঠিকানা লিখে রাখা হয়েছে, যা সুনির্দিষ্ট জালিয়াতির ইঙ্গিত দেয়। তথ্যের এই বিভ্রান্তি কেবল ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ নয়। রিপোর্টে বলা হয়েছে, প্রায় ৮৭,০০০ প্রার্থীর মোবাইল নম্বর ১০ সংখ্যার কম অথবা অবাস্তব (যেমন ১০০০০০০০০০)। এছাড়া ইমেল

আইডির ক্ষেত্রেও 'abc@gmail.com' বা '123@gmail.com'-এর মতো ভুয়ো তথ্য ব্যবহারের পাহাড়প্রমাণ নমুনা মিলেছে। সিএজি স্পষ্ট জানিয়েছে, ২০২৪ সালের অক্টোবর পর্যন্ত পাওয়া তথ্য অনুযায়ী আইটি কন্ট্রোলের এই চরম ব্যর্থতার ফলে প্রকল্পের প্রকৃত সুবিধাভোগীদের পরিচয় নিশ্চিত করা কার্যত অসম্ভব হয়ে পড়েছে। অডিটে ছবি জালিয়াতির বিষয়টিও সামনে এসেছে। বিশেষ করে 'রিকগনিশন অফ প্রায়র লার্নিং' গাইডলাইন অনুযায়ী, প্রার্থীদের উচ্চমানের ছবি আপলোড করার কথা থাকলেও একই ছবি বিভিন্ন রাজ্যে ভিন্ন ভিন্ন ব্যাচের জন্য ব্যবহার করা হয়েছে। 'নীলিমা মুভিং পিকচার্স' নামক একটি সংস্থার উদাহরণ টেনে রিপোর্টে বলা হয়েছে, এই সংস্থাটি আটটি রাজ্যে ৩৩,৪৯৩ জনকে শংসাপত্র দিয়েছিল, কিন্তু অডিটের সময় দেখা যায় ওই সংস্থার কোনো বাস্তব অস্তিত্বই নেই। সংস্থাটির সরবরাহ করা ব্যাচগুলোর ছবির ফরেনসিক বিশ্লেষণেও ব্যাপক জালিয়াতি ধরা পড়েছে। প্রকল্পের অন্যতম লক্ষ্য কর্মসংস্থান হলেও সিএজি-র রিপোর্টে দেখা গেছে, সার্বিক প্লেসমেন্ট বা কর্মসংস্থানের হার মাত্র ৪১ শতাংশ। বাজার চাহিদার সঠিক মূল্যায়ন না করেই প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে এবং অনেক ক্ষেত্রে প্রার্থীদের বয়স, শিক্ষা ও কাজের অভিজ্ঞতার মানদণ্ড উপেক্ষা করেই ভর্তি নেওয়া হয়েছে। এছাড়া, সিএজি রিপোর্টে প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলোর পরিকাঠামো নিয়ে প্রশ্ন তোলা হয়েছে। বিজেপি শাসিত ওড়িশা ও বিহারে পরিদর্শনের সময় বেশ কিছু প্রশিক্ষণ কেন্দ্র বন্ধ অবস্থায় পাওয়া গেছে। ২০১৫ সালের জুলাই মাসে চালু হওয়া এই প্রকল্পে ২০১৫-২২ সালের মধ্যে তিনটি পর্যায়ে প্রায় ৪,৪৫০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছিল। অডিটে দেখা গেছে, তহবিলের ব্যবহারে মারাত্মক বিলম্ব এবং অপচয় হয়েছে। ২০১৬-২৪ সালের মধ্যে রাজ্যগুলিকে দেওয়া ১,৩৮০.৮৭ কোটি টাকার মধ্যে ২০ শতাংশের বেশি (২৭৭.৪০ কোটি টাকা) অব্যবহৃত পড়ে আছে। প্রাক-কোভিড সময়েও যেখানে ৭৫৭.৮২ কোটি টাকা ছাড়া হয়েছিল, সেখানে খরচ হয়েছিল মাত্র ১৪৯.৮৫ কোটি টাকা। সংশ্লিষ্ট মন্ত্রক সিএজি-র কাছে দাবি করেছে যে, পরবর্তী সময়ে আধার-লিঙ্কড পেমেন্টের মাধ্যমে টাকা পাঠানো হয়েছে। তবে অডিট বলছে, ২০২৩ সাল পর্যন্ত মাত্র ১৮.৪৪ শতাংশ ক্ষেত্রে ডিবিটি পেমেন্ট সফল হয়েছে। সংসদের শীতকালীন অধিবেশনে পেশ করা এই রিপোর্টটি দক্ষতা উন্নয়ন ও উদ্যোক্তা মন্ত্রকের অধীনে পরিচালিত এই বিশাল প্রকল্পের প্রকৃত কার্যকারিতা ও স্বচ্ছতাকে কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে দিয়েছে।

যৌনকাণ্ডের অভিযুক্ত বিজেপির বড় পদে

থানে: বদলাপুর যৌন হেনস্থা-কাণ্ডের অন্যতম অভিযুক্তকে বড় পদ দিল বিজেপি। মহারাষ্ট্রের থানে জেলায় ওই অভিযুক্ত নেতা তুষার আপ্টেকে কুলগাঁও-বদলাপুর পুরসভার 'সহ-নির্বাচিত' কাউন্সিলর মনোনীত করেছে বিজেপি। পুরসভার চেয়ারপার্সন রচিতা ঘোরপড়ে এই নিয়োগের খবর জানান। কুলগাঁও-বদলাপুর পুরসভায় পাঁচ কাউন্সিলরের মনোনয়নের প্রক্রিয়া শেষ হয়েছে শুক্রবার। তাঁদের মধ্যে দু'জনকে মনোনীত করেছে বিজেপি, দু'জনকে শিবসেনা, একজনকে এনসিপি। বিজেপির মনোনীত দু'জন প্রার্থীর মধ্যে একজন হলেন অভিযুক্ত তুষার। এই ব্যক্তি ২০২৪ সালে বদলাপুরের এক স্কুলের শৌচালয়ে দুই ছাত্রীকে যৌন হেনস্থার অভিযোগে জেলে যান। ওই মামলা এখনও চলছে।

সুইচ অফ, রোমান্স অন! জন্মহার বাড়াতে অভিনব ভাবনা রাশিয়ার

মস্কো : সুইচ অফ, রোমান্স অন। জন্মহার বাড়াতে এই ফরমুলাকেই এখন সবচেয়ে বিজ্ঞানসম্মত বলে মনে করছে রাশিয়া। যে দেশটাকে অনেকেই বলেন, গোমড়ামুখোদের দেশ। মানে, হাসতেও যেন কষ্ট হয় সেদেশের অধিকাংশ মানুষের। কিন্তু তা বললে তো হবে না, হাসির সঙ্গে সঙ্গে রোমান্সও যে হারিয়ে যাচ্ছে রুশ নারী-পুরুষের। স্বাভাবিকভাবেই কমে আসছে পরস্পরের কাছাকাছি আসার ইচ্ছে। সান্নিধ্যের কামনা। যার অবশ্যম্ভাবী প্রভাব পড়ছে সেদেশের জন্মহারে। তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে জন্মহার বৃদ্ধি এবং জনবিস্ফোরণ যেখানে অত্যন্ত দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে, সেখানে জন্মহার কমে যাওয়ার গভীর আশঙ্কা পেয়ে বসেছে পুতিনের দেশকে। তাই মানুষকে প্রজননে উৎসাহিত করতে রাতের নির্দিষ্ট সময়ে বিদ্যুৎ এবং ইন্টারনেট ব্যবহারে রাশ টানার উদ্যোগ নিচ্ছে রাশিয়া। অভিনব আইডিয়া! ঝুপ করে নিভে যাবে আলো। স্মার্টফোন, ল্যাপটপ কিংবা সোশ্যাল মিডিয়া থেকে চোখ ফিরিয়ে নিতে বাধ্য হবে পুরুষ-মহিলা। শুধুমাত্র গভীর অন্ধকারে নয়, গভীর প্রেমে ডুবে যাবে মানুষ। আপনা-আপনিই বাড়তে থাকবে জন্মহার। এই অভিনব ভাবনার সমর্থনে যুক্তি, রাত জেগে স্ক্রিনে সময় কাটানোর নেশা শুধু ঘুম বা স্বাস্থ্যের ক্ষতি করছে না, আলগা করে দিচ্ছে পারিবারিক বন্ধন। হারিয়ে যাচ্ছে মিলন-পিয়াসা। নেমে যাচ্ছে জীবনযাত্রার মান। যার অপপ্রভাবেই কমে যাচ্ছে জন্মহার। তাই আসল শত্রু এই স্ক্রীনই।

কিন্তু এখানেই অশনি সংকেত দেখতে পাচ্ছেন এই ভাবনার বিরোধীরা। তাঁরা মনে করছেন, এই আইডিয়া এবং পরিকল্পনা পুরোপুরি অবৈজ্ঞানিক। বাস্তবের সঙ্গে সম্পর্কহীন। কারণ, রাতের শিফটে যাঁরা কাজ করেন, পড়াশোনা করেন, অনলাইনে ক্লাস করেন, চিকিৎসা করেন রাতে, তাঁরা তো অত্যন্ত

অসুবিধের মধ্যে পড়ে যাবেন বিদ্যুৎ ব্যবহারে নিষেধাজ্ঞায় কিংবা স্ক্রিনের বিরুদ্ধে যুদ্ধে। কোথায় যাবে তখন রোমান্টিসিজম? তাঁদের যুক্তি, জন্মহার কমে যাওয়ার আসল কারণ, আবাসন সংকট, চাকরি বা রোজগারের অনিশ্চয়তা, উচ্চ জীবনযাত্রার খরচ এবং সন্তানের লালন-পালনের ব্যয়বৃদ্ধি। তাই আজব ভাবনাকে প্রশ্রয় না দিয়ে সরকার জোর দিক আসল সমস্যা সমাধানে।

মামদানিকে এক্তিয়ার মনে করিয়ে বার্তা দিল ক্ষুব্ধ দিল্লি

উমর খালিদ ইস্যুতে মন্তব্য

নয়াদিল্লি: ভারতের বিচারব্যবস্থা সম্পর্কে সংশয় প্রকাশ করে নিউইয়র্কের ভারতীয় বংশোদ্ভূত মেয়র জোহরান মামদানি এক্তিয়ারবহির্ভূত কাজ করেছেন বলে মনে করে মোদি সরকার। ২০২০ সালে দিল্লির হিংসা ও প্রাণহানির ঘটনায় প্রধান অভিযুক্ত, জেএনইউয়ের প্রাক্তনী উমর খালিদের মুক্তির পক্ষে সওয়াল করেন নিউইয়র্কের মেয়র। ভারতের জেলে বন্দি উমর খালিদের উদ্দেশে একটি চিঠি লেখেন মামদানি। তাঁর এই ভূমিকায় অসন্তুষ্ট নয়াদিল্লি। বিচারব্যবস্থা নিয়ে কড়া বার্তাও দেওয়া হয়েছে তাঁকে।

প্রসঙ্গত, গত ডিসেম্বরে আমেরিকায় গিয়ে মামদানির সঙ্গে দেখা করেছিলেন উমরের বাবা-মা। সেই সময় উমরের প্রতি সমর্থন জানিয়ে নিজের হাতে একটি সংক্ষিপ্ত চিঠি লেখেন মামদানি। নিউইয়র্কের মেয়রের হাতে লেখা সেই চিঠি প্রকাশ্যে আসে সুপ্রিম কোর্টে উমরদের জামিন মামলার শুনানির ঠিক আগে। ওই চিঠি সমাজমাধ্যমে প্রকাশ করেছিলেন উমরের বান্ধবী বনজ্যোৎস্না লাহিড়ী। তার পরেই শুরু হয় বিতর্ক। এই ঘটনা নিয়ে এক প্রশ্নে ভারতের বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল মামদানির নাম না করে বলেন, আমরা আশা করি, জনপ্রতিনিধিরা অন্য দেশের গণতন্ত্রের বিচারব্যবস্থার প্রতি শ্রদ্ধাশীল হবেন। যাঁরা নির্দিষ্ট কোনও পদে রয়েছেন, ব্যক্তিগত পক্ষপাত প্রকাশ করা তাঁদের উচিত নয়। এই ধরনের মন্তব্য না করে তাঁদের উচিত নিজেদের দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করা। উল্লেখ্য, দিল্লির হিংসার ঘটনার প্রধান অভিযুক্ত উমর খালিদ ২০২০ সাল থেকেই জেলবন্দি। সম্প্রতি তাঁর জামিন খারিজ করেছে সুপ্রিম কোর্ট।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

সম্প্রতি প্রয়াত হয়েছেন কবি সুশীল পাঁজা। থাকতেন হাওড়ার রামরাজাতলায়। মূলত লিটল ম্যাগাজিনেই লিখতেন। সমাদৃত হয়েছে তাঁর বেশকিছু কবিতার বই

বাংলা সাহিত্যের মহাপার্বণ

রবীন্দ্রসদন-নন্দন-বাংলা আকাদেমি প্রাঙ্গণে চলছে ‘সাহিত্য উৎসব ও লিটন ম্যাগাজিন মেলা’। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগের অন্তর্গত পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি আয়োজিত এই আয়োজন প্রাণসঞ্চার ঘটিয়েছে লেখক-পাঠকের মনে। ঘুরে এসে লিখলেন **অংশুমান চক্রবর্তী**

বইপ্রকাশে শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় ও ব্রাত্য বসু। আছেন সংযুক্তা বন্দ্যোপাধ্যায় ও আবুল বাশার

ছোট ছোট আড্ডা। আলাপ-পরিচয়। চায়ের তুফান। বই-পত্রিকার হাতবদল। কবিতা। গান। আলোচনা। নিজস্বী। সমস্তকিছু নিয়ে এই মুহূর্তে জমজমাট কলকাতার রবীন্দ্রসদন-নন্দন-বাংলা আকাদেমি প্রাঙ্গণ। উপলক্ষ ‘সাহিত্য উৎসব ও লিটন ম্যাগাজিন মেলা ২০২৬’। বাংলা ভাষার এই বৃহত্তম সাহিত্য পার্বণ শুরু হয়েছে ৯ জানুয়ারি। আয়োজনে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগের অন্তর্গত পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি।

উদ্বোধন করেন সাহিত্যিক শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কবি সংযুক্তা বন্দ্যোপাধ্যায়। এছাড়াও ছিলেন কবি সুবোধ সরকার, সাহিত্যিক আবুল বাশার, সাহিত্যিক প্রচেত গুপ্ত, প্রকাশক সুধাংশুশেখর দে, কবি শ্রীজাত বন্দ্যোপাধ্যায়, কবি প্রসূন ভৌমিক, বিভাগের আধিকারিক কৌস্তভ তরফদার, আকাদেমির সচিব বাসুদেব ঘোষ প্রমুখ। সভামুখ্য হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের মন্ত্রী তথা পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমির সভাপতি ব্রাত্য বসু। প্রকাশিত হয়েছে বঙ্কিমচন্দ্রের উপর একটি বই ও সাময়িক পত্রের সংকলন। নবস্পন্দন গ্রন্থমালায় এইবছর বেরিয়েছে মামনি সরকার ও ওয়াহিদা খন্দকরের কবিতা এবং রঙ্গন রায় ও তন্ময় মণ্ডলের গল্পের পুস্তিকা। অনুষ্ঠানে প্রদান করা হয়েছে আকাদেমির বিভিন্ন পুরস্কার ও সম্মাননা। মেলা চলবে ১৩ জানুয়ারি পর্যন্ত।

এবার অংশগ্রহণ করছে রাজ্যের বিভিন্ন জেলার প্রায় ৫০০ লিটল ম্যাগাজিন। পাশাপাশি আছে বেশকিছু প্রতিষ্ঠানের স্টল। যেমন, সাহিত্য অকাদেমি, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, বইঘর, নন্দন, বসুমতী, মিনার্ভা নাট্য সংস্কৃতি চর্চাকেন্দ্র, পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমি, রাজ্য সঙ্গীত আকাদেমি, পশ্চিমবঙ্গ যাত্রা আকাদেমি, শিশু কিশোর আকাদেমি, পশ্চিমবঙ্গ দলিত সাহিত্য আকাদেমি, তথ্য অধিকার, প্রত্নতত্ত্ব অধিকার, লোক সংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, পশ্চিমবঙ্গ শিশু অধিকার সুরক্ষা আয়োগ, রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, রাজ্য চারুকলা পর্ষদ, বঙ্কিম ভবন, কলকাতা পুরসংস্থা এবং পাবলিশার্স ও বুকসেলার্স গিল্ড, উদ্বোধন ইত্যাদি। প্রতিটি স্টলেই চোখে পড়ছে পাঠকের উন্মাদনা। বিক্রেতারা জানাচ্ছেন, বিক্রি হচ্ছে ভালই।

ভিড় দেখা যাচ্ছে ‘পুরবৈঁয়া’, ‘আবার বিজল্প’, ‘অবমানব’, ‘উদার আকাশ’, ‘কলকাতার যিশু’, ‘বান্ধবনগর’, ‘প্রোরেনাটা’, ‘অনুভূতি’, ‘তকমিনা’, ‘অঙ্কুরীশা’, ‘বৃষ্টিদিন’, ‘খেয়া৯’, ‘তিতীর্ষু’, ‘চারণ’, ‘উড়োচিঠি পত্রিকা’, ‘কবিতা পাক্ষিক’, ‘শব্দহরিণ’, ‘লুব্ধক’, ‘উত্তরপক্ষ’, ‘প্রাতিস্বিক’, ‘ইদানীং’, ‘সপ্তধা’, ‘পুরুষকথা’, ‘মৃদঙ্গ’, ‘ইসক্রা’, ‘মহুলবন’, ‘ঝোড়োহাওয়া’, ‘বনানী’, ‘প্লাটফর্ম’, ‘ছায়াবৃত্ত’, ‘অনঘ’, ‘রাবণ’, ‘পদ্য’, ‘উপলব্ধিকথা’, ‘কাব্যপথিক পত্রিকা’, ‘খেয়া’, ‘অচিন পাখি’, ‘গ্রামীণ পুঁথি’, ‘টার্মিনাস’, ‘এবং সইকথা’, ‘আলো’, ‘তাবিক’, ‘বইওয়ালা’, ‘টংঘর’, ‘পরিধি ছাড়িয়ে’, ‘গুহালিপি’, ‘ইলশেগুঁড়ি’, ‘শব্দবাউল’ প্রভৃতি পত্রিকার টেবিলে। চলছে কেনাকাটা। ক্রেতাদের মধ্যে কেউ খুঁজছেন সিরিয়াস প্রবন্ধের বই, কেউ খুঁজছেন গল্প-কবিতা-ছড়া, উপন্যাস-নাটকের বই। আছে কয়েকটি ছোটদের পত্রিকাও। পাঠকদের উঁকিঝুঁকি দেখা যাচ্ছে ‘ফজলি’, ‘আনন্দকানন’, ‘ছোটর দাবি’, ‘কচিকাঁচা সবুজসাথী’, ‘টাটুঘোড়া’, ‘ছোটদের মিষ্টিকথা’, ‘শরৎশশী’ প্রভৃতি পত্রিকার টেবিলে।

প্রতিদিন থাকছে নানারকমের অনুষ্ঠান। একতারা মুক্তমঞ্চ, বাংলা আকাদেমি সভাঘর, জীবনানন্দ সভাঘর, অবনীন্দ্র সভাঘরে। এবার কবিতাপাঠ, আলোচনাসভায় অংশ নিচ্ছেন ৯০০-র বেশি কবি-সাহিত্যিক। বিভিন্ন লেখকের গল্প পাঠ করছেন বাচিক শিল্পীরা। শনিবার একতারা মুক্তমঞ্চে নলিনী বেরা এবং অমর মিত্র-র গল্প পাঠ করেন রজতাভ দত্ত এবং বিন্দিয়া ঘোষ।

কবি-সাহিত্যিকের নির্বাচনে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে বিভিন্ন জেলাকে। উত্তরবঙ্গ থেকে এসেছেন অনেকেই। এসেছেন জঙ্গলমহল থেকেও। অংশ নিচ্ছেন তাঁরা। কবিতা পড়ছেন। আলোচনা করছেন। প্রবীণদের পাশাপাশি আছেন নবীন লেখকরাও। তালিকায় আছে এমন কিছু নাম, যাঁরা এই উৎসবে আমন্ত্রণ পেলেন প্রথমবার।

উৎসবের অঙ্গ হিসেবে গগনেন্দ্র প্রদর্শশালায় আয়োজিত হয়েছে একটি বিশেষ প্রদর্শনী। শিরোনাম ‘মহাশ্বেতা দেবী : শতবর্ষের শ্রদ্ধার্ঘ্য’। গবেষণা ও সামগ্রিক দৃশ্যবিন্যাসে শোভন তরফদার। উদ্বোধন করেছেন মন্ত্রী ব্রাত্য বসু। এখানেও দেখা যাচ্ছে দর্শক সমাগম। প্রসঙ্গত, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমির সভাপতি ছিলেন সাহিত্যিক মহাশ্বেতা দেবী।

মেলা উপলক্ষে কয়েকটি পত্রিকা প্রকাশ করেছে বিশেষ সংখ্যা। প্রতিদিন কিছু পত্রিকার টেবিল ঘিরে আয়োজিত হচ্ছে বই-পত্রিকা প্রকাশ অনুষ্ঠান। অনেকেই পাঠ করছেন কবিতা, রাখছেন বক্তব্য, গাইছেন গান। উঠছে দেদার ছবি। মুহূর্তে ছড়িয়ে পড়ছে সোশ্যাল মিডিয়ায়।

মাটির গানের সুরে সুরে শেষ হচ্ছে প্রতিটি সন্ধ্যা। ঘোরাঘুরির শেষে অনেকেই চেয়ার টেনে নিচ্ছেন একতারা মুক্তমঞ্চের সামনে। শ্রোতাদের দলে মিশে যাচ্ছেন লেখক-সম্পাদকরাও। সবমিলিয়ে পৌষের হাড় কাঁপানো শীতে গত দু’দিন সাহিত্যের এই মহাপার্বণ উষ্ণতা ছড়িয়েছে, প্রাণসঞ্চার ঘটিয়েছে লেখক-পাঠকের মনে। সবাই মেতে উঠেছেন বাঁধভাঙা উন্মাদনায়। আজ, রবিবার, পাঁচদিনের মেলার তৃতীয়দিন, উন্মাদনা ঠিক কোন পর্যায়ে পৌঁছবে, আন্দাজ করাই যায়।

পরিবার-সহ সমুদ্রে ডুবতে ডুবতে বেঁচে গেলেন আর্জেন্টিনার প্রাক্তন ফুটবলার মার্টিন দেমিচেলিস

আজ রিয়াল মাদ্রিদ বনাম বার্সেলোনা

এমবাপের খেলা নিয়ে প্রশ্ন এড়ালেন আলোনসো

জেড্ডা, ১০ জানুয়ারি : অ্যাটলেটিকোর বিরুদ্ধে সেমিফাইনাল ম্যাচে তিনি ছিলেন না। কিন্তু সুপার কাপ ফাইনালের আগে দলে যোগ দিয়েছেন কিলিয়ান এমবাপে। তহলে কি রবিবারের এল ক্লাসিকোতে ফ্রান্স তারকাকে খেলতে দেখা যাবে? রিয়াল মাদ্রিদের কোচ জাবি আলোনসো সরাসরি কোনও উত্তর দেননি।

ডিসেম্বরের শেষে হাঁটুতে চোট পেয়েছিলেন এমবাপে। চিকিৎসকরা জানিয়েছিলেন তিন সপ্তাহ বিশ্রাম নিতে হবে তাঁকে। কিন্তু শুক্রবারই তিনি জেড্ডায় দলের সঙ্গে যোগ দিয়েছেন। ফলে এমবাপের খেলার সম্ভাবনা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। এই মরশুমে ২৯টি গোল করা হয়ে গিয়েছে এমবাপের। আলোনসো অবশ্য প্রশ্নের উত্তরে বলেছেন, এটা নিয়ে স্টাফ, প্লেয়ার ও চিকিৎসকের সঙ্গে কথা বলতে হবে। কিন্তু আমাদের ঝুঁকির ব্যাপারটা মাপতে হবে। কোন মাঠে খেলছি সেটাও দেখতে হবে।

এরপর রিয়াল কোচ বলেন, এমবাপে এখন অনেকটা ভাল। কিন্তু অ্যাটলেটিকো ম্যাচে ওকে খেলানো যেত না। আর আমরা তাড়াহুড়ো করছি না। এখানে পুরো ট্রেনিং করার পরই বুঝতে পারব এমবাপে খেলার জায়গায় আছে কি না। গত জুনে রিয়ালের দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকে আলোনসো বেশ চাপে আছেন। সুপার কাপ জিতলে কিছুটা স্বস্তি পাবেন। গত মরশুমের শেষদিকে আলোনসোর ছাঁটাই নিশ্চিত হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু রিয়াল শেষ পাঁচ ম্যাচ জেতায় বেঁচে গিয়েছেন। আলোনসো বলেছেন, একটা প্রোজেক্ট শেষ করতে সময় লাগে।

বার্সেলোনা কোচ হ্যান্সি ফ্লিক বলেছেন, এমবাপে দারুণ প্লেয়ার। এই মুহূর্তের সেরা স্ট্রাইকার। অনেক গোল

করেছে। কিন্তু তিনি মনে করিয়ে দেন গতবার তাঁরা চারবার রিয়াল মাদ্রিদকে হারিয়েছিলেন। এমনকী সুপার কাপেও বার্সেলোনা রিয়ালকে ৫-২ গোলে হারিয়েছিল। ফ্লিকের কথায়, গতবার আমরা ক'টা এল ক্লাসিকো খেলেছিলাম? ক'টা জিতেছি? হেরেছি একটায়। আমি জানি ডিফেন্সে জায়গা পেলে এমবাপে ভয়ঙ্কর। কিন্তু আমাদের কিছু পরিকল্পনা আছে। সেটা এমবাপের জন্য নয়, রিয়ালের জন্য।

আলকারেজ হারালেন সিনারকে

ইঞ্চিয়ন, ১০ জানুয়ারি : অস্ট্রেলিয়ান ওপেনের আগে জানিক সিনারকে হারিয়ে আত্মবিশ্বাস বাড়িয়ে নিলেন কার্লোস আলকারেজ। অস্ট্রেলিয়ান ওপেন শুরু হওয়ার আর আটদিন বাকি। তার আগে ১২ হাজার দর্শকের সামনে সিনারকে আলকারেজ হারালেন ৭-৫, ৭-৬(৬) সেটে। প্রদর্শনী ম্যাচ গড়িয়েছিল ১ ঘণ্টা ৪৭ মিনিট। গ্যালারির মন জয় করে নিতে দু'জনেই খেলেছেন হাল্কা মেজাজে। আলকারেজ বলেন, আমরা একসঙ্গে খেলে গত মরশুম শেষ করেছিলাম। আবার একসঙ্গে শুরু করলাম। সিনার বলেছেন, খুব ক্লোজ ম্যাচ হল বলে টেনশনও ছিল। ১৮ জানুয়ারি শুরু হচ্ছে অস্ট্রেলিয়ান ওপেন। পুরুষদের বিভাগে ফেবারিট এরা দু'জনই। এদিন ব্রিসবেন ইন্টারন্যাশনালের সেমিফাইনালে ক্যারোলিনা মুচোভাকে ৬-২,৬-৪-এ হারিয়ে ফাইনালে উঠেছেন সাবালেঙ্কা।

বক্সাররা রাস্তায়

নয়াদিল্লি, ১০ জানুয়ারি : জাতীয় বক্সিংয়ে চূড়ান্ত অব্যবস্থা। ফাইনালের আগের রাতে কনকনে ঠান্ডার মধ্যে বের করে দেওয়া হয় অনেক প্রতিযোগীকে। খেলা শেষ করে তাঁদের অনেকেই দেখতে পান হোটেলের ঘর থেকে ব্যাগ ও সামগ্রী বের করে দেওয়া হয়েছে। গ্রেটার নয়ডার গৌতম বুদ্ধ বিস্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে হচ্ছে এই প্রতিযোগিতা। ঘটনায় ক্ষোভ জানান জাতীয় স্তরের প্রতিযোগীরা। বক্সিং ফেডারেশন পরে এক বার্তায় জানিয়েছে, সমস্যার কথা জানতে পারা মাত্র ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। প্রতিযোগিতা স্থলের কাছাকাছি সবার থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। পরিস্থিতির দিকে নজর রাখা হচ্ছে।

কোচ জেলেনিকে ছাঁটলেন নীরজ

নয়াদিল্লি, ১০ জানুয়ারি : প্যারিস অলিম্পিকে সোনা হাতছাড়া হওয়ার পরেই ক্লস বার্তোনিজের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে নতুন কোচ ইয়ান জেলেনির হাত ধরেছিলেন নীরজ চোপড়া। কিন্তু মাত্র এক বছর পরেই জেলেনির হাতও ছাড়লেন জ্যাভলিনে জোড়া অলিম্পিক পদকজয়ী ভারতীয় তারকা। কী কারণে এই বিচ্ছেদ, তা নিয়ে মুখ খোলেননি নীরজ। তবে ইঙ্গিত দিয়েছেন, ভবিষ্যতে কোনও কোচ নাও রাখতে পারেন।

শনিবার এক বিবৃতিতে নীরজ জানিয়েছেন, ইয়ানের সঙ্গে কাজ করার অভিজ্ঞতা অসাধারণ। বহু নতুন জিনিস শিখেছি। টেকনিক, ছন্দ এবং মুভমেন্ট নিয়ে ওঁর চিন্তাধারা এক কথায় অসাধারণ। ওঁর সঙ্গে প্রত্যেকটি প্র্যাকটিস সেশনে কিছু না কিছু শিখতে পেরেছি। তবে এখন থেকে আমাদের পথ আলাদা হচ্ছে। কিন্তু ইয়ানের প্রতি শ্রদ্ধা আজীবন থেকে যাবে।

নীরজ আরও বলেছেন, যিনি আমার আদর্শ ছিলেন, তাঁর সঙ্গে বন্ধুত্ব আমার সবথেকে বড় প্রাপ্তি এবং গর্বের বিষয়। ইয়ান শুধু সর্বকালের সেরা জ্যাভলিন থ্রোয়ার-ই নন, তিনি আমার দেখা সবথেকে ভাল মানুষদের একজন। প্রসঙ্গত, জেলেনি টানা তিনটি অলিম্পিকে সোনা জিতেছেন। জ্যাভলিনের ইতিহাসে সেরা পাঁচটি থ্রোয়ের মধ্যে তিনটিই তাঁর। জেলেনির ছোঁড়া ৯৮.৪৮ মিটারের বিশ্বরেকর্ড আজও অটুট রয়েছে। তাঁর কোচিংয়ে গত বছর নীরজ প্রথমবার ৯০ মিটার দূরত্ব অতিক্রম করেছিলেন। নীরজের সঙ্গে বিচ্ছেদ নিয়ে জেলেনির বক্তব্য, নীরজের মতো অ্যাথলিটের কোচ হওয়ার অভিজ্ঞতা দুর্দান্ত। আমার কোচিংয়ে ও প্রথমবার ৯০ মিটার ছুঁড়েছিল, এটাও বড় পাওনা। আগামী দিনে আরও ভাল পারফরম্যান্স করার প্রতিভা নীরজের মধ্যে রয়েছে।

সেমিফাইনালেই সিন্ধু-পতন

কুয়ালালামপুর, ১০ জানুয়ারি : শেষরক্ষা হল না। আশা জাগিয়ে নতুন বছর শুরু করলেও, মালয়েশিয়া ওপেনের সেমিফাইনাল থেকেই বিদায় নিলেন পিভি সিন্ধু। শনিবার জোড়া অলিম্পিক পদকজয়ী ভারতীয় শাটলারের দৌড় থামালেন চিনের ওয়াং ঝিং ইয়ে। ৫২ মিনিটের লড়াইয়ের পর, চিনা প্রতিদ্বন্দ্বীর কাছে ১৬-২১, ১৫-২১ গেমে হেরে যান সিন্ধু। দীর্ঘ পাঁচ বছর পর কোনও সুপার ১০০০ সিরিজের শেষ চারে উঠেছিলেন সিন্ধু। গোটা টুর্নামেন্টে ভাল খেলে আশাও উসকে দিয়েছিলেন ভক্তদের। কিন্তু সেমিফাইনালে সেরাটা দিয়েও ছিটকে গেলেন। টুর্নামেন্টের তৃতীয় বাছাই ওয়াংয়ের বিরুদ্ধে শুরুটা ভালই করেছিলেন সিন্ধু। প্রথম গেমে ৯-৭ পয়েন্টে এগিয়েও গিয়েছিলেন। কিন্তু সেখান থেকেই সিন্ধুকে টপকে ১৯-১৬ পয়েন্টে এগিয়ে যান ওয়াং। এরপর টানা দু'টি পয়েন্ট জিতে প্রথম গেম পকেটে পুরে নেন চিনা শাটলার। দ্বিতীয় গেমেও হাড্ডাহাড্ডি লড়াই হয়েছে। ৯-১১ পয়েন্টে পিছিয়ে ছিলেন সিন্ধু। কিন্তু শেষরক্ষা হয়নি।

বিশ্বকাপের আগে এমবাপে-ভিনি

রিও ডি জেনেইরো, ১০ জানুয়ারি : রিয়াল মাদ্রিদের দুই তারকা কিলিয়ান এমবাপে ও ভিনিসিয়াস জুনিয়র এবার একে অন্যের মুখোমুখি! আগামী মার্চে ২০২৬ বিশ্বকাপের প্রস্তুতি হিসাবে 'রোড টু ২৬' সিরিজ নামে একটি টুর্নামেন্ট খেলবে ব্রাজিল, ফ্রান্স, ক্রোয়েশিয়া এবং কলম্বিয়া। ম্যাচগুলি হবে আমেরিকার মাটিতে। ২৬ মার্চ ম্যাসাচুসেটসের ফক্সবরোর জিলেট স্টেডিয়ামে মুখোমুখি হবে ব্রাজিল ও ফ্রান্স। সেদিন এমবাপে-ভিনিসিয়াসের দ্বৈরথ দেখতে পাবেন ফুটবলপ্রেমীরা। ২৫ মার্চ ফ্লোরিডার অরল্যান্ডোর ক্যাম্পিং ওয়ার্ল্ড স্টেডিয়ামে ক্রোয়েশিয়ার বিরুদ্ধে মাঠে নামবে কলম্বিয়া। ২৯ মার্চ ল্যান্ডোভার মেরিল্যান্ডের নর্থওয়েস্ট স্টেডিয়ামে কলম্বিয়া মুখোমুখি হবে ফ্রান্সের। এরপর ১ এপ্রিল অরল্যান্ডোতে ব্রাজিল বনাম ক্রোয়েশিয়া ম্যাচ দিয়ে শেষ হবে এই সিরিজ।

শেষ চারে উঠল মরক্কো-সেনেগাল

রাবাত, ১০ জানুয়ারি : পাঁচ বছর পর ফের আফ্রিকা কাপ অফ নেশনসের সেমিফাইনালে মরক্কো। টুর্নামেন্টের আয়োজকরা কোয়ার্টার ফাইনালে ২-০ গোলে ক্যামেরুনকে হারিয়ে শেষ চারের ছাড়পত্র আদায় করেছেন। অপর কোয়ার্টার ফাইনালে মালিকে ১-০ গোলে হারিয়ে সেমিফাইনালে উঠেছে সেনেগালও।

মরক্কোর জয়ের নায়ক ব্রাহিম দিয়াজ। অসাধারণ ফর্মে থাকা রিয়াল মাদ্রিদ তারকা ২৬ মিনিটেই গোল করে মরক্কোকে এগিয়ে দিয়েছিলেন। টুর্নামেন্টে এই নিয়ে টানা পাঁচ ম্যাচে গোল করলেন দিয়াজ। মরক্কোর ফুটবল ইতিহাসে এই প্রথম কোনও ফুটবলার এমন কৃতিত্বের অধিকারী হলেন। ৭৪ মিনিটে মরক্কোর দ্বিতীয় গোলটি করেন মিডফিল্ডার ইসমাইল সাইবারি। অন্যদিকে, গোটা ম্যাচে একবারের জন্যও মরক্কোর গোলকিপার ইয়াসিম বুনুকে পরীক্ষার মুখে ফেলতে পারেনি পাঁচবারের চ্যাম্পিয়ন ক্যামেরুন। তবে দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতেই ক্যামেরুনের একটি জোরালো পেনাল্টির দাবি নাকচ করে দেন রেফারি। তবে এমন জয়ের পরেও দিয়াজের চোট চিন্তায় রাখছে মরোক্কান শিবিরকে। ৯০ মিনিটে চোট পেয়ে উঠে যান রিয়াল তারকা।

এদিকে, অন্য কোয়ার্টার ফাইনালে মালির গোলকিপারের ভুলে ২৭ মিনিটেই এগিয়ে যায় সেনেগাল। গোলদাতা ইলিমান এনদিয়ারে। গোল শোধের জন্য ঝাঁপালেও, প্রথমার্ধের সংযুক্ত সময়ে লাল কার্ড দেখেন মালির অধিনায়ক ইয়েভেস বিসোউমা। ফলে বাকি সময় ১০ জনে খেলতে হয়েছে মালিকে। ফলে সেনেগালের কাজটা সহজ হয়ে গিয়েছিল। দ্বিতীয়ার্ধে অনেক চেষ্টা করেও ম্যাচে সমতা ফেরাতে পারেনি মালি।

তারকা ছাড়াই ডাচরা আসছে

নয়াদিল্লি, ১০ জানুয়ারি : আগামী আগামী ৭ এবং ৮ ফেব্রুয়ারি বেঙ্গালুরুতে ডেভিস কাপের কোয়ালিফায়ারের প্রথম রাউন্ডের ম্যাচে নেদারল্যান্ডসের মুখোমুখি ভারত। সুমিত নাগালের নেতৃত্বাধীন ভারতীয় দল দু'সপ্তাহ আগেই ঘোষণা করে দিয়েছিল সর্বভারতীয় টেনিস সংস্থা। মঙ্গলবার দল ঘোষণা করেছে নেদারল্যান্ডস। ভারতীয় শিবিরের জন্য সুখবর, দুই সেরা তারকা ট্যালন গ্রিকস্পোর ও বোটিক ভ্যান ডে জ্যান্ডস্কাল্পকে ছাড়াই খেলতে আসছে ডাচরা। গ্রিকস্পোর নেদারল্যান্ডের এক নম্বর সিঙ্গলস খেলোয়াড়। তাঁর বিশ্ব র‍্যাঙ্কিং ২৫। অন্যদিকে, জ্যান্ডস্কাল্পের বর্তমান র‍্যাঙ্কিং ৭৫। একটা সময় তিনি ২২ নম্বরে ছিলেন। এঁদের অনুপস্থিতিতে কিছুটা হলেও সুবিধা পাবেন ভারতীয়রা। ডাচদের নেতৃত্ব দেবেন অভিজ্ঞ জেসপার ডি'জং। যাঁর বর্তমান সিঙ্গলস র‍্যাঙ্কিং ৭১। আরেক সিঙ্গলস খেলোয়াড় গাই ডেন ওডেনের র‍্যাঙ্কিং ১৫৮। ডাবলসে খেলবেন ডেভিড পেল এবং স্যান্ডার আরেন্ডস। তাঁদের র‍্যাঙ্কিং যথাক্রমে ২৭ ও ৩৫। অন্যদিকে, সিঙ্গলসে ভারতের সেরা বাজি সুমিত নাগাল। এছাড়া রয়েছেন দক্ষিণেশ্বর সুরেশ। যিনি সুইজারল্যান্ডের বিরুদ্ধে দুর্দান্ত খেলেছিলেন। ডাবলসে ঋত্বিক বোলিপাল্লির সঙ্গে জুটি বাঁধবেন যুকি ভামরি। ঘরের মাঠে খেললেও, নেদারল্যান্ডসের বিরুদ্ধে কঠিন চ্যালেঞ্জের মুখো পড়তে হবে নাগালদের। ডেভিস কাপে ডাচদের র‍্যাঙ্কিং যেখানে ৪, সেখানে ভারত রয়েছে ৩৩ নম্বরে।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

ঠাকুরদার হাত ধরে দাবায়। তাঁরই মৃত্যুর খবর পাওয়ার পরদিন টাটা স্টিল দাবার র‍্যাপিড রাউন্ডে চ্যাম্পিয়ন নেহাল সরিন

মাঠে ময়দানে

11 January, 2026 • Sunday • Page 15 || Website - www.jagobangla.in

১৫
১১ জানুয়ারি ২০২৬
রবিবার

হরমনের ব্যাটে জিতল মুম্বই

গুজরাতের কাছে হার দীপ্তির ইউপির

ম্যাচ-জেতানো হাফ সেঞ্চুরি হরমনপ্রীতের। শনিবার

নবি মুম্বই, ১০ জানুয়ারি : প্রথম ম্যাচে হারের ধাক্কা সামলে ডব্লুপিএলে জয়ের সরণিতে গতবারের চ্যাম্পিয়ন মুম্বই ইন্ডিয়ান্স। শনিবার মুম্বই ৫০ রানে হারিয়েছে দিল্লি ক্যাপিটালসকে। আর এই জয়ে নেতৃত্ব দিলেন হরমনপ্রীত কৌর। দুরন্ত হাফ সেঞ্চুরি হাঁকিয়ে দলের জয়ের ভিত গড়ে দেন মুম্বই অধিনায়ক। প্রথমে ব্যাট করে ২০ ওভারে ৪ উইকেটে ১৯৫ রান তুলেছিল মুম্বই। জবাবে ১৯ ওভারে ১৪৫ রানেই গুটিয়ে যায় দিল্লি।

ব্যাট করতে নেমে, ইনিংসের দ্বিতীয় ওভারেই অ্যামেলিয়া কেরের (০) উইকেট হারায় মুম্বই। আরেক ওপেনার ডি কমলিনীও (১৬) দ্রুত প্যাভিলিয়নে ফেরেন। ওই পরিস্থিতিতে নাট শিভার ব্রান্টের সঙ্গে জুটি বেঁধে দলকে বড় রানে পৌঁছে দিয়েছিলেন হরমনপ্রীত। দু'জনে মিলে ৪৭ বলে ৬৬ রান যোগ করার পর, ৪৬ বলে ৭০ রান করে প্যাভিলিয়নে ফেরেন ব্রান্ট। তবে হরমনপ্রীত ৪২ বলে ৭৪ রান করে নট আউট থেকে যান। তিনি ৮টি চার ও ৩টি ছয় মারেন। নিকোলা ক্যারির (১২ বলে ২১) চতুর্থ উইকেটে ২৬ বলে ৫৩ রান যোগ করেন হরমনপ্রীত। জেতার জন্য দুশোর কাছাকাছি রান তাড়া করতে নেমে, শুরু থেকেই উইকেট হারাতে থাকে দিল্লি। শেফালি ভার্মা (৮), জেমাইমা রডরিগেজ (১) ব্যর্থ। কিছুটা লড়াই করেন চিনেল হেনরি। তিনি ৩৩ বলে ৫৬ করে আউট হন।

এদিকে, জয় দিয়েই ডব্লুপিএল অভিযান শুরু করল গুজরাট জায়ান্টস। শনিবার প্রথম ম্যাচে গুজরাট ১০ রানে হারিয়েছে ইউপি ওয়ারিয়র্সকে। প্রথমে ব্যাট করে অ্যাশলে গার্ডনারের দুরন্ত হাফ সেঞ্চুরির সুবাদে ২০ ওভারে ৪ উইকেটে ২০৭ রান তুলেছিল গুজরাট। জবাবে ২০ ওভারে ৮ উইকেট হারিয়ে ১৯৭ রানেই আটকে যায় ইউপি। ইউপির ব্যাটারদের মধ্যে একা লড়াই করেন ফোবে লিচফিল্ড। প্রথমে ব্যাট করতে নেমে, শুরুতেই বেথ মুনির (১৩) উইকেট হারিয়েছিল গুজরাট। সোফিয়া ডিভাইনের অবদান ২০ বলে ৩৮ রান। তবে দলকে দুশোর গণ্ডি পার করাতে বড় ভূমিকা পালন করেন গার্ডনার এবং অনুষ্কা শর্মা। ৪১ বলে ৬৫ করে আউট হন গার্ডনার। ৩০ বলে ৪৪ রান করেন অনুষ্কা। জর্জিয়া ওয়ারহ্যাম ১০ বলে ২৭ করে নট আউট থাকেন। রান তাড়া করতে নেমে, মেগ লানিং ও লিচফিল্ড জুটি ইউপিকে লড়াইয়ে রেখেছিলেন। কিন্তু ল্যানিং ৩০ রান করে আউট হতেই, দ্রুত কয়েকটি উইকেট হারিয়ে বসে ইউপি। চাপের মুখে লিচফিল্ড ৪০ বলে ৭৮ রানের দুরন্ত ইনিংস খেলেও, দলকে জেতাতে পারেননি।

'আমাদের পড়শি, বাংলার গর্ব'

কৃশানু ও গুণিজনদের শ্রদ্ধাঞ্জলি টালিগঞ্জে

প্রতিবেদন : টালিগঞ্জের ১০০ নম্বর ওয়ার্ডে 'আমাদের পড়শি, বাংলার গর্ব' অনুষ্ঠানের সূচনায় মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস। এই অঞ্চলের বাসিন্দা প্রয়াত ভারতীয় ফুটবলের 'মারাদোনা' কৃশানু দে, বিখ্যাত গায়ক রশিদ খান, গীতিকার গৌরী প্রসন্ন মজুমদার, গীতিকার শিবদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, বাংলা ব্যান্ডের রূপকার কিংবদন্তি গৌতম চট্টোপাধ্যায়, বিশিষ্ট গণসংগীত শিল্পী হেমাঙ্গ বিশ্বাস, লোকগানের শিল্পী অংশুমান রায়ের প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা হয়। উপস্থিত ছিলেন কৃশানু দে-র সহধর্মিণী শর্মিলা দে, প্রাক্তন ফুটবলার ভাস্কর গঙ্গোপাধ্যায়, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, তরুণ দে, অলোক মুখোপাধ্যায়, বিকাশ পাঁজি, কৃষ্ণেন্দু রায়, আইএফএ সচিব অনির্বাণ দত্ত, কলকাতার তিন প্রধান ইস্টবেঙ্গল, মোহনবাগান ও মহামেডানের শীর্ষকর্তারা। এছাড়াও ছিলেন স্থানীয় পুর প্রতিনিধি প্রসেনজিৎ দাস।

ক্লাবদের কাছে ভেনুর খোঁজ ফেডারেশনের

আইএসএল ২০২৬

প্রতিবেদন : ওড়িশা এফসি আইএসএলে শেষ পর্যন্ত দল নামাতে পারবে কি না, তা জানতে সোমবার বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে রাজি সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশন। এই সময়টা তারা চেয়েছে। প্রবল আর্থিক সংকটে থাকা মুম্বই, চেন্নাই, গোয়া, কেরল-সহ ছ'টি ক্লাব শর্তসাপেক্ষে লিগে অংশগ্রহণের সম্মতি দিলেও কেন্দ্রীয় ক্রীড়ামন্ত্রকের চাপে তারাও যে আইএসএলে খেলবে ধরে নেওয়া হচ্ছে। গত ৬ জানুয়ারির বৈঠকে চূড়ান্ত হওয়া লিগের রূপরেখা অনুযায়ী এগোতে চাইছে ফেডারেশন। সেইমতো ক্লাবগুলির পছন্দের ভেনু জানতে চেয়ে চিঠি দিয়েছে এআইএফএফ। যে ভেনুতে ক্লাবগুলি তাদের হোম ম্যাচ খেলতে চায়।

সূত্রের খবর, শনিবার ফেডারেশনের চিঠি পৌঁছে গিয়েছে ক্লাবগুলির কাছে। ১২ জানুয়ারি সোমবার দুপুর ১২টার মধ্যে ভেনুর তালিকা জানাতে বলা হয়েছে। ম্যাচ ভেনু জানার পরই প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করতে চায় ফেডারেশন। যেহেতু আইএসএলের আয়োজক এবার থেকে তারাই। এরপর ফেডারেশন যেটা করতে চায় তা হল, আইএসএল পরিচালনার জন্য গভর্নিং কাউন্সিল গড়তে হবে। সেই কমিটি কীভাবে হবে, তার একটা খসড়া তৈরি করে ক্লাবগুলিকে পাঠাতে হবে। ১৪ ও ১৫ জানুয়ারি এই বছরের লিগের জন্য ব্রডকাস্টার ও মার্কেটিং পার্টনারের খোঁজে টেন্ডার ডাকা হবে। দরপত্র জমা দেওয়ার শেষ দিন যথাক্রমে ২৯ ও ৩০ জানুয়ারি।

ফরম্যাট ও ম্যাচ সংখ্যা চূড়ান্ত হলে পরবর্তী পদক্ষেপ হিসেবে এই মরশুমের (২০২৫-২৬) জন্য এএফসি-র কাছে মহাদেশীয় স্লটে ছাড় চাইবে ফেডারেশন। কম ম্যাচের লিগ খেলে এএফসি স্লট পাওয়া গেলেই ক্লাবগুলির সঙ্গে কথা বলে লিগের সূচি তৈরি করে ফেলতে চায় ফেডারেশন। এরপর লিগ সংগঠন সংক্রান্ত (ভেনু পরিদর্শন-সহ অন্যান্য) আনুষঙ্গিক বিভিন্ন কাজ এগোবে।

টাটা দাবায় দুইয়ে অর্জুন

প্রতিবেদন : টাটা স্টিল দাবার ব্লিৎজ ইভেন্টের প্রথম দিনের শেষে শীর্ষ রয়েছেন মার্কিন গ্র্যান্ডমাস্টার ওয়েসলি সো। নবম রাউন্ডের শেষে তাঁর ঝুলিতে ৭ পয়েন্ট। তাঁর ঘাড়ে নিঃশ্বাস ফেলছেন ভারতীয় গ্র্যান্ডমাস্টার অর্জুন এরিগাইসি। অর্জুনের সংগ্রহ ৬.৫ পয়েন্ট। শনিবার শুরুটা দারুণ করেছিলেন অর্জুন। কিন্তু তাঁর দৌড় থামিয়ে দেন সো। ৫.৫ পয়েন্ট নিয়ে তৃতীয় স্থানে রয়েছে র‍্যাপিড ইভেন্টের চ্যাম্পিয়ন নিহাল সারিন। পাঁচবারের বিশ্বচ্যাম্পিয়ন বিশ্বনাথন আনন্দকে চেনা ছন্দে পাওয়া যায়নি। নবম রাউন্ডের শেষ ৩.৫ পয়েন্ট নিয়ে তিনি রয়েছেন ষষ্ঠ স্থানে।

সন্তোষের আগে ছন্দে বাংলা

প্রতিবেদন : সন্তোষ ট্রফির প্রস্তুতিতে দুরন্ত ছন্দে বাংলা। গতবারের চ্যাম্পিয়নরা কয়েকদিন আগে প্রস্তুতি ম্যাচে ছ-গোলে জিতেছিল। শনিবার সঞ্জয় সেনের দল ইস্টবেঙ্গলের রিজার্ভ দলকে ৪-১ গোলে হারাল। গোল করলেন করণ রাই, বিজয় মুর্মু, নরহরি শ্রেষ্ঠা ও উত্তম হাঁসদা। ইস্টবেঙ্গলের একমাত্র গোলদাতা দেবজিত।

দু'বছর আগে সন্তোষ ফাইনালে বাংলার মুখের গ্রাস কেড়ে নিয়েছিলেন কেরলের তৎকালীন কোচ বিনো জর্জ। কেরালাইট কোচ এখন ইস্টবেঙ্গলের রিজার্ভ দলের দায়িত্বে। সিনিয়র দলের সহকারী কোচ। প্রস্তুতি ম্যাচে উত্তম, করণদের খেলা দেখে বিনো বললেন, খেতাব ধরে রাখার ব্যাপারে ফেভারিট বাংলা। সঞ্জয় সেনের মতো চ্যাম্পিয়ন কোচ রয়েছেন। গতবারের থেকে এবারের দলটা শক্তিশালী। তবে খেতাব ধরে রাখার কাজটা সহজ হবে না।

বাংলার কোচ সম্ভবত মঙ্গলবার সন্তোষের চূড়ান্ত ২২ জনের দল ঘোষণা করবেন। ১৮ জানুয়ারি দল রওনা হবে অসম। ২১ জানুয়ারি মূলপর্বে বাংলার প্রথম ম্যাচ নাগাল্যান্ডের বিরুদ্ধে। সঞ্জয় বলছেন, চেষ্টা করব খেতাব ধরে রাখতে। তবে চ্যাম্পিয়ন হওয়া আর শিরোপা ধরে রাখা এক জিনিস নয়। কারও বড় কোনও চোট নেই। ট্রফি ধরে রাখতে প্রত্যেকে উদ্বুদ্ধ।

ম্যাচের একটি মুহূর্ত। শনিবার।

শেষ আটে মেয়েরা

প্রতিবেদন : মেয়েদের অনূর্ধ্ব ১৫ ওয়ান ডে ট্রফির কোয়ার্টার ফাইনালে বাংলা। গতবারের চ্যাম্পিয়নরা শনিবার তামিলনাড়ুকে ৮ উইকেটে হারিয়ে গ্রুপের শীর্ষে থেকেই শেষ আটের টিকিট আদায় করে নিয়েছে। প্রথমে ব্যাট করে ৩৫ ওভারে ৯ উইকেটে হারিয়ে ১২১ রান তুলেছি% তামিলনাড়ু। বাংলার সালমা খাতুন ৩টি এবং দেবস্মিতা কালসা ও রাধিকা কুমারী ২টি করে উইকেট নেয়। এরপর ২৮.৫ ওভারে ২ উইকেটে ১২৩ রান তুলে ম্যাচ জিতে নেয় বাংলা। অপরাজিত ৬৯ করে শাইলা সেনাপতি।

জয়ী নর্থ বেঙ্গল

প্রতিবেদন : বেঙ্গল সুপার লিগে শনিবার জয়ের মুখ দেখেছে নর্থ বেঙ্গল ইউনাইটেড এফসি। শিলিগুড়ির কাঞ্চনজঙ্ঘা স্টেডিয়ামে নর্থ বেঙ্গল ১-০ গোলে হারিয়েছে মেদিনীপুর এফসিকে। হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ের ম্যাচে নর্থ বেঙ্গলের হয়ে ৫৫ মিনিটে জয়সূচক গোলটি করেন ডেভিড মোটলা। এই জয়ের সুবাদে ১০ ম্যাচে ১৪ পয়েন্ট নিয়ে লিগ তালিকার পাঁচ নম্বরে উঠে এসেছে নর্থ বেঙ্গল। রবিবার বোলপুর স্টেডিয়ামে কোপা টাইগার্স মুখোমুখি হবে হাওড়া হুগলি ওয়ারিয়র্সের।

মাঠে ময়দানে
11 January, 2026 • Sunday • Page 16 || Website - www.jagobangla.in
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

মহেন্দ্র সিং ধোনিই তাঁকে ব্যাটিংয়ে জোর দিতে বলেছিলেন। জানালেন অক্ষর প্যাটেল

নতুন মাঠ ও শিশিরই চিন্তা ভারতের

বরোদা, ১০ জানুয়ারি : গায়কোয়াড়দের শহরে আগে খেলা হত আইপিসিএল স্টেডিয়ামে। রবিবার খেলার হবে কোটাম্বি আন্তর্জাতিক স্টেডিয়ামে। এটাই এই স্টেডিয়ামে প্রথম ম্যাচ। যা স্মরণীয় করে রাখতে ফ্ল্যাগ অফ করবেন বিরাট কোহলি ও রোহিত শর্মা।

রো-কোকে নিয়ে এমনিতেই তুমুল উন্মাদনা বরোদায়। সেটা দুই তারকা বিমানবন্দরে পা দিয়ে টের পেয়েছেন। বিরাটকে ঘিরে ধরেছিল জন্য। আর হুড়োহুড়িতে একটি বাচ্চা রোহিতের সামনে পড়ে যাওয়ায় তারকা তার বাবা-মাকে মৃদু বকুনি দেন বাচ্চাকে এভাবে ছেড়ে দেওয়ায়। ভিডিওটা পরে ভাইরাল হয়েছে।

গায়কোয়াড়দের ঘরানায় ফিরে যাওয়া যাক। এখানে লেগাসি আছে তাদের। দত্তাজি রাও গায়কোয়াড়, ফতেসিং রাও গায়কোয়াড়, অংশুমান গায়কোয়াড়। ভারতীয় ক্রিকেটের বড় বড় নাম। তারপর কিরণ মোরে, জেকব মার্টিনদের জমানা পার করে ইরফান, ইউসুফ ভাইয়েরা। অতঃপর পান্ডিয়া ভাইয়েরা। হার্দিককে টি-২০ বিশ্বকাপের আগে ওয়ার্কলোড ম্যানেজমেন্ট বিশ্রাম দিয়েছে। না হলে ঘরের মাঠে, তাও আবার নতুন মাঠে খেলে নিতে পারতেন। এর আগে এখানে শুধু মেয়েদের একদিনের ম্যাচ হয়েছিল।

তথ্য বলছে, এক দশক বাদে ছেলেদের একদিনের ম্যাচ পেয়েছে বরোদা। কিন্তু নতুন মাঠ বলে একটু চিন্তায় আছেন শুভমন গিল। তাঁর কপাল অনেকটা মহম্মদ আজহারউদ্দিনের মতো। আজ্জুও অল্প বয়সে যখন ভারতের অধিনায়ক হয়েছিলেন, দলে তাবড় তাবড় সব নাম। শুভমনের জন্য এটা সুবিধাও হতে পারে। দরকার হলে রোহিত-বিরাটের চটজলদি পরামর্শ পেয়ে যাচ্ছেন। কিন্তু অধিনায়কের ব্যাটে রান নেই। যে কারণে টি-২০ বিশ্বকাপের দল থেকে বাদ পড়েছেন। তাঁকে রান করতে হবে।

শুভমন ম্যাচের আগের দিন সাংবাদিক সম্মেলনে এসে যা বললেন তাতে নতুন মাঠের উইকেট নিয়ে বেশ চিন্তায় আছেন। তাই আগে বল করতে চান। তাছাড়া ভারতীয় দল এখানে এসেই খোঁজ পেয়ে গিয়েছে যে শহরে খুব শিশির পড়ে। পরে বল করলে বোলারদের বল গ্রিপ করতে সমস্যা হবে ঠিকই, কিন্তু নিউজিল্যান্ড আগে ব্যাট করলে উইকেট দেখে নেওয়ার সময় মিলবে। এদিন আবার প্র্যাকটিসে চোট পেয়ে মাঠ ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন ঋষভ পন্থ। তাঁর অবশ্য প্রথম এগারোয় খেলার সম্ভাবনা নেই।

টপ অর্ডারে শুভমন, রোহিত, বিরাট, শ্রেয়স নিশ্চিত। প্রশ্ন হল পাঁচ নম্বর জায়গা নিয়ে। নীতীশ কুমার রেড্ডি না ওয়াশিংটন সুন্দর? নীতীশ সেভাবে বল করার সুযোগ পাচ্ছেন না। কিন্তু হার্দিক না থাকায় এখানে নীতীশের জন্য বড় সুযোগ রয়েছে। তবে ওয়াশিংটনের উপর টিম ম্যানেজমেন্টের আস্থা বেশি। কিন্তু তিনি খেলা মানে প্রথম এগারোয় তিনজন স্পিনার হয়ে যাবে। বাকি দু'জন জাদেজা ও কুলদীপ। এখানকার উইকেটে যেহেতু স্পিনারদের কিছু করার নেই তাই নীতীশেরই পাল্লাই ভারী। তাঁরপর আসবেন রাহুল ও জাদেজা।

গত বছর চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির ফাইনালে নিউজিল্যান্ড ভারতের কাছে হেরে গিয়েছিল। তবে ২০২৪-২৫-এ তারা ভারতকে ৩-০ টেস্টে হারিয়ে গিয়েছিল। এই সফরে অবশ্য তাদের বেশ কয়েকজন ক্রিকেটার নেই। এটা কিউয়িদের জন্য সমস্যা। মিচেল চ্যান্টনার নেই। টম লাথাম নেই। কেন উইলিয়ামসন ব্যস্ত দক্ষিণ আফ্রিকা টি-২০ লিগে। এছাড়া রাচিন রবীন্দ্র ও জেকব ডাফিকে বিশ্রাম দেওয়া হয়েছে। আর ম্যাট হেনরিকে টি-২০'র দিকে নজর দিতে বলা হয়েছে। সবমিলিয়ে দলের অর্ধেকটাই খালি।

অধিনায়ক মাইকেল ব্রেসওয়ালের হাতে খুব ওজনদার কোনও দলই নেই। কিন্তু নজর থাকতে পারে দীর্ঘকায় ফাস্ট বোলার কাইল জেমিসন ও ভারতীয় বংশোদ্ভুত লেগস্পিনার আদিত্য অশোকের উপর। তুলনায় ব্যাটিং বেশ শক্তিশালী সফরকারীদের। ডেভন কনওয়ে, ড্যারেল মিচেল, হেনরি নিকোলাস, উইল ইয়ং ও গ্লেন ফিলিপস আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে পরিচিত নাম। সুতরাং নিউজিল্যান্ড ব্যাটারদের দায়িত্ব নিয়ে বোর্ডে রান তুলতে হবে। যাতে বোলারদের চাপ কিছুটা কমে।

লম্বা বিরতির পর আজ ফিরছেন শ্রেয়স। কোটাম্বি স্টেডিয়ামে প্র্যাকটিসের ফাঁকে কথা বলছেন রোহিতের সঙ্গে। শনিবার বরোদায়।

বৈভবের ব্যাটে ঝোড়ো ৯৬

বুলাওয়েও, ১০ জানুয়ারি : দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে সিরিজে ৬৮ ও ১২৭ রানের পর এবার ৫০ বলে ৯৬! আরও একটা বিস্ফোরক ইনিংস এল বিস্ময় কিশোর বৈভব সূর্যবংশীর ব্যাট থেকে। অনূর্ধ্ব ১৯ বিশ্বকাপের আগে শনিবার স্কটল্যান্ডের বিরুদ্ধে প্রস্তুতি ম্যাচে ব্যাট হাতে রাজত্ব করলেন বৈভব। মাত্র ২৭ বলে হাফ সেঞ্চুরি করেন তিনি। মাত্র চার রানের জন্য সেঞ্চুরি হাতছাড়া হলেও, বৈভবের ঝোড়ো ইনিংসে ছিল ৯টি চার ও ৭টি ছয়। বৈভব ছাড়াও এদিন রান পেয়েছেন বিহান মালহোত্রা (৮১ বলে ৭৭),

অ্যারন জর্জ (৫৮ বলে ৬১) এবং অভিজ্ঞান কুণ্ডু (৪৮ বলে ৫৫)। ফলে প্রথমে ব্যাট করে ৫০ ওভারে ৮ উইকেটে ৩৭৪ রান তুলেছিল অনূর্ধ্ব ১৯ ভারত। প্রসঙ্গত, এবারের যুব বিশ্বকাপের আসর বসেছে জিম্বাবোয়ে এবং নামিবিয়াতে। গ্রুপ এ-তে বাংলাদেশ, নিউজিল্যান্ড ও আমেরিকার সঙ্গে রয়েছে ভারত। ১৫ জানুয়ারি আমেরিকা ম্যাচ দিয়ে বিশ্বকাপ অভিযান শুরু করবেন বৈভবরা।

কপালে যা আছে, তাই হবে

বরোদা, ১০ জানুয়ারি : টেস্ট এবং একদিনের সিরিজে তিনি অধিনায়ক। অথচ টি-২০ বিশ্বকাপ দল থেকে বাদ পড়েছেন! শনিবার এই প্রসঙ্গে প্রথমবার মুখ খুললেন শুভমন গিল। সাফ জানালেন, ভাগ্যের উপর কারও হাত নেই।

রবিবার থেকে শুরু হচ্ছে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে একদিনের সিরিজ। তার ২৪ ঘণ্টা আগে সাংবাদিক বৈঠকে শুভমন বলেছেন, আমি যেখানে থাকতে চাই, সেখানেই আছি। ভাগ্যে যা আছে সেটাই হবে। কেউ তা বদলাতে পারবে না। খেলোয়াড় হিসাবে সব সময়ই আশা করি যে দলে থাকব। দলের সাফল্যে অবদান রাখব। তবে

বিশ্বকাপে বাদ পড়া নিয়ে শুভমন

নির্বাচকদের সিদ্ধান্তকে সম্মান করি। আমাদের দলকে টি-২০ বিশ্বকাপের জন্য আগাম শুভেচ্ছা।

কিউয়িদের বিরুদ্ধে একদিনের সিরিজকেও সমান গুরুত্ব দিচ্ছেন শুভমন। তিনি বলছেন, সব সিরিজই আলাদা এবং গুরুত্বপূর্ণ। নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে খেলা সব সময়ই উপভোগ করি। কোন পরিস্থিতিতে কোন ক্রিকেটার বেশি কার্যকর, সেটা মাথায় রেখেই প্রথম একাদশ তৈরি হয়। কোনও ফরম্যাটই সহজ নয়। নিউজিল্যান্ড দারুণ শক্তিশালী দল। একটা বিষয় মাথায় রাখতে হবে, ২০১১ সালের পর আমরা কিন্তু আর একদিনের বিশ্বকাপ জিততে পারিনি। তাই ২০২৭ বিশ্বকাপের কথা মাথায় রেখেই খেলতে হবে। ধারাবাহিকতা এবং একাগ্রতা ধরে রাখতে হবে।

দলে রোহিত শর্মা ও বিরাট কোহলির মতো মহাতারকা রয়েছেন। রো-কো দু'জনেই আবার টিম ইন্ডিয়ার প্রাক্তন অধিনায়ক। যদিও এ নিয়ে কোনও চাপ অনুভব করছেন না শুভমন। তাঁর বক্তব্য, রোহিত ভাই একদিনের ক্রিকেটে বিশ্বের অন্যতম সেরা ওপেনার। বিরাট ভাই এই ফরম্যাটে বিশ্বের সেরা ব্যাটারদের একজন। দু'জনেরই প্রচুর অভিজ্ঞতা। যে কোনও কঠিন পরিস্থিতিতে ওরা দু'জনেই এগিয়ে এসে পরামর্শ দেয়। তাই ওরা দলে থাকলে কোনও চাপ থাকে না। বরং আমার কাজটা আরও সহজ হয়ে যায়। আমাদের ড্রেসিংরুমের পরিবেশও অসাধারণ।

এদিনের সাংবাদিক বৈঠকে লাল বলের ক্রিকেটে ভারতের ব্যর্থতা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। শুভমন বলেন, শেষ দুটো টেস্ট সিরিজের আগে আমরা চার দিন করে সময় পেয়েছি। সাদা বলের সিরিজের পরেই লাল বলের সিরিজ খেলতে হয়েছে। তাও আবার এক দেশ থেকে অন্য দেশে। পিচ ও পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার জন্য এটা যথেষ্ট সময় নয়। টেস্ট সিরিজের আগে অন্তত ১০ দিনের প্রস্তুতি শিবির দরকার।

জেমাইমাকে গিটার

মুম্বই, ১০ জানুয়ারি : কথা রাখলেন সুনীল গাভাসকর। ডুয়েট গাইলেন জেমাইমা রডরিগেজের সঙ্গে। তাঁকে ব্যাটের আদলে তৈরি গিটারও উপহার দিয়েছেন সানি। তিনি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, ভারতীয় মহিলা ক্রিকেট দল যদি বিশ্বকাপ জিততে পারে, তাহলে জেমাইমার সঙ্গে ডুয়েট গাইবেন। বিশ্বকাপ জেতার পর, জেমাইমার জানিয়েছিলেন, তিনি ডুয়েটে তৈরি। অবশেষে সেই মুহূর্ত। জেমাইমা ইনস্টাগ্রামে সেই ভিডিও পোস্ট করেছেন। দেখা যাচ্ছে, সানি তাঁর হাতে একটি গিটার উপহার হিসাবে তুলে দিচ্ছেন। পাল্টা জেমাইমা প্রশ্ন করেন, এটা দিয়ে গান গাওয়া যাবে না ব্যাট করা যাবে? উত্তরে সানি বলেন, দুটোই। তার পরই দুজনে গান ধরেন—ইয়ে দোস্তি, হাম নেহি তোড়েঙ্গে। যা শোলে ছবিতে অমিতাভ বচ্চন ও ধর্মেন্দ্রর লিপে গেয়েছিলেন কিশোর কুমার এবং মান্না দে। এই যুগলবন্দি ঝড় তুলেছে সোশ্যাল মিডিয়াতে। এর আগেও বোর্ডের অনুষ্ঠানে জেমাইমার সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে সানি গেয়েছিলেন—ক্যায়া হুয়া তেরা ওয়াদা।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

রবিবার

11 January, 2026 • Sunday • Page 17 || Website - www.jagobangla.in

১৭
১১ জানুয়ারি ২০২৬
রবিবার

১২ জানুয়ারি স্বামী বিবেকানন্দের ১৬৩তম জন্মবার্ষিকী। তার প্রাক্কালে বিবেক-দর্শনে আলোকপাত করলেন **দেবাশিস পাঠক**

কেন ওদের হিন্দুত্ববাদী আগ্রাসনে বিবেকানন্দই ঢাল আমাদের?

স্বামী বিবেকানন্দকে হিন্দু সন্ন্যাসী হিসেবে আঁকড়ে ধরার জন্য বিজেপিপন্থীরা উঠেপড়ে লেগেছেন। প্রমাণ করার দরকার নেই। স্বামী বিবেকানন্দ সংশয়াতীতভাবে হিন্দু সন্ন্যাসী ছিলেন।

সেই সঙ্গে এটাও প্রমাণ করার দরকার নেই, বিজেপির একমাত্রিক হিন্দুত্বের সঙ্গে মাত্র ৩৯ বছর বয়সে প্রয়াত এই যুবা সন্ন্যাসীর আদর্শের আশমান-জমিন ফারাক ছিল।

অতবড় ফারাকের কারণেই তথাকথিত সেকুলাররাও হামেশাই বিবেকানন্দের শরণাপন্ন হতে ইতস্তত করেন না।

তা বলে, সুকান্ত মজুমদারদের মতো অজ্ঞ অধ্যাপকরা যে ভাবেন, বিবেকানন্দ সমাজতন্ত্রী মতাদর্শের কারণে ধর্মবিবিক্ত সেকুলার ছিলেন, তেমনটাও নয়।

তাহলে, স্বামী বিবেকানন্দ কী ছিলেন?

উত্তরটা সহজ। বলাও সহজ। বোঝাও সহজ।

বিবেকানন্দ বিবেকানন্দ ছিলেন। তাঁর যেমন একেলে সেকুলার হওয়ার ইচ্ছে ছিল না, তেমনই সংকীর্ণ হিন্দুত্ববাদীদের দলে ভেড়ার ইচ্ছেও ছিল না।

তিনি হিন্দি বলয়ের হিন্দুত্ববাদীদের মতো বর্জনপন্থী ছিলেন না।

তিনি 'যত মত তত পথ'-এর সাধক শ্রীরামকৃষ্ণের যোগ্য শিষ্য হিসেবে গ্রহণপন্থী ছিলেন। তিনি বজরং দল-মার্কা হিন্দুত্ববাদীদের মতো ওলবাটা খাওয়া মুখ করে বসে থাকার মানুষ ছিলেন না।

তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের মতোই হাস্যপরায়ণ মানুষ ছিলেন। হিন্দু ঠাকুর-দেবতাকে নিয়ে ঠাট্টা করতে তাঁর আটকাত না।

বিবেকানন্দ বিশ্ব হিন্দু পরিষদের তিলকধারী, ঝান্ডাবাহকদের মতো অসহিষ্ণু ছিলেন না।

তিনি প্রতিযুক্তি শুনতেন, সহনশীলতায় আস্থা রাখতেন, দেশের মানুষের কথা ভাবতেন, তাদের চিনতেন এবং জানতেন। আর সেজন্যই হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের দেশাচার নিয়ে রঙ্গ করতে তাঁর বাধত না।

সোমনাথ আর অযোধ্যা, কাশী আর কাঁথিতে তিনি তাঁর দৃষ্টিকে, তাঁর মানসিকতাকে আটকে রাখেননি। নানা দেশ দেখেছেন, খাওয়াদাওয়া, লোকাচার, জামা-কাপড়, প্রেম-বিয়ে যে দেশভেদে আলাদা হয়, সেটা ইচ্ছে ও উদ্দেশ্য অনুসারে খাদ্য গ্রহণের স্বাধীনতা। বিজেপি-মার্কা হিন্দিবলয়ের হিন্দুত্ববাদীরা সেই স্বাধীনতায় কোপ বসাতে মরিয়া।

অথচ, বিবেকানন্দ লিখেছেন, ভারতের কোথাও কোথাও 'বুনো শোর (অর্থাৎ বন্য শূকর) আবার হিঁদুদের একটা অত্যাবশ্যক খাওয়া হয়ে দাঁড়িয়েছে।' এবং সেই খাদ্যাভ্যাস বিবেকানন্দের বিবমিষা উদ্রেক করেনি।

পতিতপাবন রামবাদী বিজেপি যেভাবে ইতিহাস কাটাকুটি চালাচ্ছে, তাতে ভয় হয়, কোনওদিন না তাঁদের দাবিকে মান্যতা দিতে গিয়ে বিবেকানন্দের 'বাণী ও রচনা' এবং 'পত্রাবলি'র এইসমস্ত অংশ কাটা পড়ে যায়!

আর বিজেপিপন্থীদের পাল্লায় পড়ে যেসব মন্দির-মোহন্তরা খাটো পোশাক, পশ্চিমি পোশাক ইত্যাদিতে নিষেধাজ্ঞা আরোপে পরম উৎসাহী, তাঁদের জ্ঞাতার্থে জানাই, স্বয়ং স্বামী বিবেকানন্দ লিখেছেন, পাশ্চাত্যে 'পোষাক গড়া একপ্রকার বিদ্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে।' 'কোন্

মেয়ের গায়ের, চুলের রঙের সঙ্গে কোন্ রঙের কাপড় সাজন্ত হবে, কার শরীরের কোন্ গড়নটা ঢাকতে হবে, কোন্টা বা পরিস্ফুট করতে হবে ইত্যাদি অনেক মাথা ঘামিয়ে পোষাক তৈরি হয়।' অর্থাৎ, পাশ্চাত্যের ফ্যাশন ডিজাইনিংও এই সন্ন্যাসী যুবার নজর এড়ায়নি। আর যাঁর এমন অনুসন্ধিৎসু পর্যবেক্ষণ, তিনি সাধারণ গৃহী মানুষের জামাকাপড়ের বিষয়ে রক্ষণশীল হবেন কোন্ যুক্তিতে?

ভারতীয় পোশাকেও যে নানা ভাব বজায় ছিল, সেটাও বিবেকানন্দ আলোচনা করেছেন। যেমন জানিয়েছেন, 'অতি প্রাচীনকালে ভারতবর্ষে মেয়ে মদ্দে পাগড়ি পরত', তেমনই নজরে এনেছেন, 'বৌদ্ধদের সময়ের যে সকল ভাস্কর্য-মূর্তি পাওয়া যায়, তার মেয়ে মদ্দে কৌপীন পরা।' তাঁর লেখাতেই পাই, 'রাজনর্তকীরা দিব্যি উলঙ্গ, কোমর থেকে কতগুলো ন্যাকড়ার ফালি ঝুলছে' কিংবা 'রাজা ঋতুপর্ণ আদুর গায়ে বে করতে চললেন।'

খাওয়া-পরা নিয়ে যিনি এমন রঙ্গ করতে পারেন, তিনি এ-সংক্রান্ত কোনও একমাত্রিক বিধি আরোপের পক্ষপাতী হতে পারেন না। এই সহজ সত্য বোঝার জন্য কোনও রকেট সায়েন্স পড়তে হয় না।

বিবেকানন্দ কাদের ওপর খড়্গহস্ত?

যাঁরা গণেশের শুঁড়ে সনাতন যুগের প্লাস্টিক সার্জারির হদিশ পান, কিংবা গরুর দুধে সোনা খুঁজে বের করেন, তাঁরাই বিবেকানন্দের ভারি অপছন্দের লোক।

অপবিজ্ঞানী ভট্টাচার্য পণ্ডিতের বর্ণনা দিতে গিয়ে তিনি লেখেন, 'গুড়গুড়ে কৃষ্ণব্যাল ভট্টাচার্য মহাপণ্ডিত... বিশেষ টিকি হতে আরম্ভ করে নবদ্বার পর্যন্ত বিদ্যুৎপ্রবাহ ও চৌম্বকশক্তির গতাগতি বিষয়ে সর্বজ্ঞ।'

(এরপর ১৯ পাতায়)

রবিবার
11 January, 2026 • Sunday • Page 18 || Website - www.jagobangla.in
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

পাখিদের পাঠশালা

শীতের মরশুমে ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ে আসে পরিযায়ী পাখি। তাদের টানে বেরিয়ে পড়েন বহু মানুষ। নানা প্রজাতির পাখি রয়েছে আশপাশেও। বাস্তুতন্ত্রে তাদের রয়েছে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। শিকার, দূষণ-সহ একাধিক কারণে বর্তমানে পাখি রয়েছে মহাসংকটে। এই বিষয়ে মানুষের মধ্যে সচেতনতা বাড়াতে কিছুদিন আগেই পালিত হয়েছে পাখি দিবস। মনে রাখতে হবে, পাখি বাঁচলেই আমরা বাঁচব।

লিখলেন **অংশুমান চক্রবর্তী**

পাখি ছাড়া বাস্তুতন্ত্র অচল

ডানা মেলে উড়ে যায়। বহু বহু দূরে যায়। পাখি। প্রকৃতির অন্যতম সুন্দর সৃষ্টি। প্রায় প্রতিটি মানুষই পাখি ভালবাসে। মনেপ্রাণে পাখি হতে চায়। ছাত্র হতে চায় পাখিদের পাঠশালায়। সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে ঘুম ভাঙে পাখির ডাকে। তাদের রংবেরঙের ডানা মন কেড়ে নেয়। নানা প্রজাতির পাখি। বাস্তুতন্ত্রেও তাদের রয়েছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। তাই পাখি ছাড়া বাস্তুতন্ত্র কার্যত অচল। এটা ঠিক, গাছ আমাদের অক্সিজেন দেয়। তবে গাছকে রক্ষা করে পাখি। পাখিরা যদি সাহায্য না করত, তাহলে এই পৃথিবীতে মানুষের বসবাস করাই দায় হয়ে পড়ত। খেতখামার, বনজঙ্গল, ফল ও ফুলের বাগানে অসংখ্য ছোটবড় নানান জাতের পোকামাকড় রয়েছে। তারা গাছপালা খেয়ে নষ্ট করে। সংখ্যায় তাড়াতাড়ি বাড়ে। তাদের এভাবে বাড়তে দেওয়া কোনওভাবেই উচিত নয়। বাড়তে থাকলে তারা গাছপালা খেয়ে উজাড় করে দেবে। হারিয়ে যাবে সবুজ। মরুভূমি হয়ে যাবে পুরো বিশ্ব। এইসব পোকামাকড় ও কীটপতঙ্গকে নিয়ন্ত্রণে রাখে পাখি।

আবাবিল ও বাতাসি পাখির কথা অনেকেই জানি। কীটপতঙ্গ শিকার করতে তাদের জুড়ি নেই। শূন্যে উড়ে উড়ে বিচিত্ররকম ভঙ্গি করে উড়ন্ত পোকামাকড় ও কীটপতঙ্গ ধরে ধরে খায়। অল্পসময়ের মধ্যে অনেক পোকা ধরে খেয়ে ফেলতে পারে। একটি ছোট পাখি ঘণ্টায় প্রায় বারোশো পোকা ধরে খেয়ে ফেলার ক্ষমতা রাখে। ঘরের আশপাশে থাকে যেসব বিষধর পোকামাকড় ও কীটপতঙ্গ, তাদের ধরে ধরে খায় চড়ুই এবং দোয়েলরা।

ফুলের পরাগ সংমিশ্রণে পাখিরা সবচেয়ে সক্রিয়। নানান রকম মৌটুসি, দুর্গা-টুনটুনি, ফুলঝুরি ইত্যাদি পাখি ফুলের ভেতর থেকে মধু বার করে খায়। মধু খাওয়ার সময় ফুলের কিছু রেণু ওদের মাথায় কিংবা পালকে কিংবা ঠোঁটের চারপাশে আটকে যায়। শরীরে রেণুমাখা পাখিটি যখন অন্য ফুলে গিয়ে বসে, তখন তার বয়ে আনা রেণু অন্য ফুলের রেণুর সঙ্গে মিশে ফল ফলাবার কাজে লাগে।

অপছন্দের পাখিও উপকার করে। চিল, ঈগল, বাজ এবং অন্যান্য শিকারি পাখিকে মানুষ পছন্দ করে না। কারণ তারা পোষা হাঁস-মুরগির ছানা খেয়ে ফেলে। কিন্তু এই কথাও সত্য, তারা মেঠো ইঁদুর, নেংটি ইঁদুর ইত্যাদি শিকার করে ফসলের খেতের উপকারও করে। পাখির ডিম-বাচ্চা খেয়ে ফেলে এমন সাপ ও অন্যান্য প্রাণীকেও ওরা শিকার করে। ফণা-তোলা বিষধর সাপকে খায় ঈগল।

মশামাছি, কীটপতঙ্গ বিষাক্ত জীবাণু ছড়িয়ে দেয় মানুষের মধ্যে। এসব মশা-মাছি ও কীটপতঙ্গের হাত থেকে বিপন্ন মানুষকে রক্ষা করে পাখিই। ভুবনচিল, শঙ্খচিল আর কাকেরা ময়লা খেয়ে শহর পরিচ্ছন্ন রাখে। মরা জন্তু ও অন্যান্য ময়লা খেয়ে গ্রামাঞ্চলের পথঘাট আর মাঠ পরিষ্কার রাখে শকুনরা। দেশে দুর্ভিক্ষ হলে, বন্যা হলে শকুনেরা ঝাঁকে ঝাঁকে নেমে আসে নিচে। চারপাশে ছড়ানো মরা জন্তুদের খেয়ে ফেলে অল্পসময়ের মধ্যে। শকুনেরা এত তাড়াতাড়ি খাবার গিলতে পারে যে দেখলে চমকে উঠতে হয়।

কাঠঠোকরারা পাখি গাছের ডাল এবং গুঁড়ি থেকে পোকা খুঁটে খুঁটে খায়। কৃষক যখন জমিতে লাঙল দেন, তখন গো-বক, ছোট সাদা বক, গো-শালিক, ফিঙে ইত্যাদি পাখি নানাবিধ পোকামাকড় খেয়ে হালের গরুকে পোকার জ্বালাতন থেকে রক্ষা করে। গরু এবং ছাগল মাঠে ঘাস খাওয়ার সময় জোঁকসহ নানাবিধ পোকা আক্রমণ করে। ফিঙে এবং শালিকের দল সেই আক্রমণ থেকে গরু-ছাগলকে রক্ষা করে। গরু ও ছাগলের লোমের ভেতর এক ধরনের পোকা বাসা বাঁধে। পাখিরা সেইসব পোকাও খুঁটে খুঁটে খায়।

নানা রঙের ফল ও ফুলে ভরা গাছপালায় পাখিরা ভিড় করে সবসময়। কারণ হল খাদ্য সংগ্রহ। ওদের এই খাদ্য সংগ্রহ গাছের এবং মানুষের জন্য বিস্ময়করভাবে উপকারী। পাখিরা পাকা ফল খাওয়ার সময় বীজটিও খেয়ে ফেলে। পরে সেই বীজ তার বর্জ্য হয়ে বেরিয়ে যায়। এতে দেখা যায়, একটি গাছের বীজ নানা স্থানে গিয়ে ছড়িয়ে পড়ে। এই বীজগুলো যদি পাখিরা না খেত, তাহলে সমস্ত বীজ বড় গাছের নিচে পড়ত। হাজার হাজার গাছ জন্মাত। এসব গাছ না পেত আলো, না পেত বাতাস, না পেত জল এবং না পেত বেড়ে ওঠার জন্যে প্রয়োজনমতো জায়গা। ফলে শুকিয়ে মরে যেত। বীজ ভালভাবে ছড়িয়ে দিতে এবং গাছকে ভালভাবে বড় করে তুলতে পাখিরাই সবচেয়ে যোগ্য। শুধু তাই নয়, অনেক ছোট ছোট বীজ পাখিদের কাদামাখা পায়ে অথবা পালকে আটকে যায়। এভাবে দূর দেশে পাখির সঙ্গে চলে যায় গাছের বীজ। আমাদের দেশে এমন অনেক বিদেশি গাছ আছে, যা অতিথি পাখিরা নিয়ে এসেছিল বীজ অবস্থায়। আমাদের দেশের অনেক গাছের বীজ ওরা নিয়ে গেছে বিদেশে। এভাবে একটি গাছের বীজ শুধু কয়েক মাইলের মধ্যে নয়, কয়েক হাজার মাইল পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে।

শীতের অতিথি

শীত এলেই জলাভূমি, হাওর-বাঁওড়, নদীর চর ও খোলা মাঠে ভিড় করে অচেনা অতিথিরা। এরা পরিযায়ী পাখি। ঋতু-পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে হাজার হাজার কিলোমিটার পাড়ি দিয়ে এক দেশ, এক মহাদেশ থেকে আরেক মহাদেশে ছুটে আসে। প্রকৃতির এই নিয়মিত অভিবাসন শুধু সৌন্দর্যই নয়, পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায়ও গুরুত্বপূর্ণ। পরিযায়ী পাখিরা মূলত পৃথিবীর উচ্চ অক্ষাংশের ঠান্ডা অঞ্চল থেকে আসে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য উত্তর ইউরোপ, স্ক্যান্ডিনেভিয়া, রাশিয়ার উত্তরাংশ, সাইবেরিয়া ও মধ্য এশিয়া, উত্তর আমেরিকার কানাডা ও আলাস্কা অঞ্চল, উত্তর এশিয়ার আর্কটিক উপকূল। এই সব অঞ্চলে শীতকালে তাপমাত্রা অত্যন্ত কমে যায়। জলাশয় বরফে ঢেকে যায়। খাদ্যের অভাব দেখা দেয়। তাই টিকে থাকার জন্য পাখিরা অপেক্ষাকৃত উষ্ণ অঞ্চলের পথে পাড়ি জমায়।

শীতের সময় পরিযায়ী পাখিরা সাময়িকভাবে ঠাঁই নেয় সাধারণত এশিয়া থেকে দক্ষিণ এশিয়া ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায়, ইউরোপ থেকে আফ্রিকা ও দক্ষিণ এশিয়ায়, উত্তর আমেরিকা থেকে মধ্য ও দক্ষিণ আমেরিকায়, উত্তর এশিয়া থেকে ভারতীয় উপমহাদেশ, চিন ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায়, বাংলাদেশ, ভারত, নেপাল ও শ্রীলঙ্কায়।

(এরপর ১৯ পাতায়)

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

রবিবার

11 January, 2026 • Sunday • Page 19 || Website - www.jagobangla.in

১৯
১১ জানুয়ারি ২০২৬
রবিবার

পাখিদের পাঠশালা

(১৮ পাতার পর)

তারা শীত অঞ্চল থেকে যাত্রা শুরু করে সেপ্টেম্বরের শেষ থেকে নভেম্বরের মধ্যে। ঘরে ফিরে যায় ফেব্রুয়ারি থেকে এপ্রিলের মধ্যে। যাত্রাপথে অনেকটাই সময় লাগে। পাখির প্রজাতি ও পথভেদে যাত্রার সময় ভিন্ন হয়। কেউ কয়েক দিন টানা উড়ে আসে। কেউ ২-৬ সপ্তাহ ধরে ধাপে ধাপে আসে। অনেক পাখি পথে পথে জলাভূমি ও উপকূলে বিশ্রাম ও খাদ্য সংগ্রহ করে। কিছু প্রজাতি দিনে শত শত কিলোমিটার উড়তে সক্ষম। পরিযায়ী পাখিরা সাধারণত শীতকালীন আশ্রয়স্থলে ডিম পাড়ে না। তারা বসন্তকালে নিজেদের আদি ঠান্ডা অঞ্চলে ফিরে যায়। সেখানেই বাসা তৈরি করে। ডিম পাড়ে। কারণ ঠান্ডা অঞ্চলের গ্রীষ্মকালে দিন বড় হয়, খাদ্য প্রাচুর্য থাকে এবং বাচ্চা লালন-পালনের জন্য পরিবেশ অনুকূল থাকে। শীতকালে যে সব পাখি মহাদেশ পাড়ি দেয়, তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য— হাঁস ও রাজহাঁস, চখাচখি ও গাংচিল জাতীয় পাখি, বালিহাঁস ও জলচর পাখি, স্যান্ডপাইপার ও প্লোভার, সাইবেরিয়ান ক্রেন, ফ্ল্যামিঙ্গো। আর্কটিক টার্ন সবচেয়ে দীর্ঘ দূরত্বে যাতায়াতকারী পাখিদের একটি। এদের অনেকেই হাজার হাজার কিলোমিটার পাড়ি দিয়ে আফ্রিকা, দক্ষিণ এশিয়া বা দক্ষিণ আমেরিকায় শীত কাটায়।

পরিযায়ী পাখিরা পরিবেশের স্বাস্থ্য নির্দেশক। জলাভূমি ধ্বংস, দূষণ ও অবৈধ শিকার তাদের জন্য বড় হুমকি। নিরাপদ আবাসস্থল ও খাদ্য নিশ্চিত করতে পারলে এই অতিথিরা প্রতি বছরই ফিরে আসবে। পরিযায়ী পাখির শীতকালীন যাত্রা প্রকৃতির এক অনন্য বিস্ময়। ডানায় ভর করে তারা শুধু দেশ-মহাদেশ নয়, মানুষ ও প্রকৃতির মধ্যকার সম্পর্ককেও জুড়ে দেয়। এই শীতে তাদের আগমন আমাদের মনে করিয়ে দেয়— প্রকৃতি বাঁচলে, আমরাও বাঁচব।

পাখি দেখে আনন্দ

পাখির টানে বেরিয়ে পড়েন বহু মানুষ। ছুটে যান দূরে। তাঁদের বলা যায় পক্ষীপ্রেমী বা পক্ষী পর্যবেক্ষক। পাখির রঙের বাহার, ওড়ার কৌশল পর্যবেক্ষণের জন্যেই তাঁরা মূলত বেরিয়ে পড়েন ক্যামেরা সঙ্গে নিয়ে। চেনা থেকে অচেনা, পাখি দেখলেই যেন এক অনাবিল আনন্দ। তার ডানা ঝাপটানো, হাঁটার স্টাইল, দীর্ঘক্ষণ ধরে পর্যবেক্ষণেই যেন এক পরম সুখ। কেউ পাখি দেখেন শখে। আবার কেউ পেশাগত ভাবেও। তাঁদের পর্যবেক্ষণেই জানা যায়, কোন পাখি কমছে, আবার কোন অঞ্চলে নতুন কোন প্রজাতির পাখির সন্ধান মিলেছে। এই পাখি দেখার সঙ্গেই জুড়ে যায় আনন্দ। নতুন কিছু চেনা ও শেখা। শুধু পাখি দেখা নয়, একসঙ্গেই প্রকৃতির সান্নিধ্য, গাছের পাতা থেকে ফুল চিনে নেওয়া আসলে মনের মধ্যে থাকা চোরাগোপ্তা মুক্তির আনন্দ, স্বল্প সময়ের জন্য হলেও এনে দেয়। হয়তো বইয়ের পাতায় দেখা কোনও একটা পাখি চাক্ষুষ করার ইচ্ছা ছিল। সেই পাখির দেখা মিললে প্রাপ্তির আনন্দে নেচে ওঠে মন। পাখি দেখতে যাওয়া মানেই প্রকৃতির আরও কাছে আসা। কংক্রিটের শহরাঞ্চলের বাইরে খুঁজে নেওয়া কোনও বড় জলাশয়, গাছপালা। প্রকৃতির এই সংস্পর্শে মনের দুশ্চিন্তা, খারাপ লাগা দূর হতে পারে এক নিমেষে। গাছপালা, বন্যপ্রাণ, পাখির প্রতি তৈরি হয় ভালবাসা। যা প্রকৃতিকে বাঁচাতেও উদ্যোগী করে তোলে। পক্ষী পর্যবেক্ষণের জন্য প্রয়োজন মনোসংযোগ, ধৈর্যশক্তি। পাখি দেখা সাধনার চেয়ে কম নয়। কাঙ্ক্ষিত প্রজাতির পাখি দেখতে, তার ছবি ক্যামেরাবন্দি করতে ঘণ্টার পর ঘণ্টা নিঃশব্দে অপেক্ষা করতে হয়। কখনও পাখির ছবি তুলতে তার দিকে নজর রেখে এ-দিক থেকে ও-দিক ছুটে বেড়াতে হয়। তাই পাখি দেখার আগ্রহ তৈরি হলে, মনকে কেন্দ্রীভূত করার অভ্যাসও ধীরে ধীরে তৈরি হবে। পাখি চিনতে শেখা, পাখির প্রজাতি আর আনাগোনা সম্পর্কে শিক্ষা একটা বড় লাভ এই ক্ষেত্রে। শুধু পাখি নয়, পাখি দেখতে গিয়ে চিনে নেওয়া যায় গাছ, প্রজাপতি, পতঙ্গও। প্রকৃতির কাছে যেতে যেতে বাড়তে থাকে শিক্ষার পরিধিও। কোথায় কোন পাখি কত ছিল, এখন কত আছে, কোন পরিযায়ী পাখি কোন ঝিলে আসছে, এই সংক্রান্ত সব তথ্যও লিপিবদ্ধ হয় এই শিক্ষা থেকেই। ক্ষণিকের জন্য হলেও রোজের কাজের চাপ, মানসিক ক্লান্তি থেকে মুক্তির পথ খুলে যায়। পছন্দের কোনও কিছু সব সময়ই খুশি দেয়। পাখি দেখার ক্ষেত্রেও সেই ভাললাগাই কাজ করে। যা মানসিক স্বাস্থ্যের উন্নতিতে সাহায্য করে। পাশাপাশি, পাখি দেখার জন্য প্রচুর হাঁটহাটিতে শরীরও ভাল থাকে। সাঁতরাগাছি ঝিল হাওড়ার একটি গুরুত্বপূর্ণ জলাশয়। শীতকালে সাইবেরিয়া ও মধ্য এশিয়া থেকে আসা অসংখ্য পরিযায়ী পাখির নিরাপদ আশ্রয়স্থল হয়ে ওঠে। এখানে লেসার হুইসলিং ডাক, গ্যাডওয়াল, নর্দান পিনটেল, কমন মুরহেন, সোয়াইনস স্নিপ, ফেরুগিনাস পোচার্ড-এর মতো নানা প্রজাতির পাখি দেখা যায়, যা পক্ষীপ্রেমীদের জন্য এক দারুণ আকর্ষণ।

কলকাতার রবীন্দ্র সরোবরে প্রতি বছর শীতকালে সাইবেরিয়া ও মধ্য এশিয়া থেকে বিভিন্ন পরিযায়ী পাখি আসে। যদিও সাম্প্রতিক বছরগুলিতে সরোবরের পরিবেশগত পরিবর্তনের কারণে এদের সংখ্যা কিছুটা কমেছে বলে পাখিপ্রেমীরা উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। তবুও কিছু নতুন প্রজাতিও দেখা যাচ্ছে

মহাসংকটে পাখি

বর্তমানে মহাসংকটে রয়েছে পাখি। শিকার, দূষণ-সহ একাধিক কারণে প্রকৃতি থেকে বিভিন্ন প্রজাতির পাখি বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। এটা বড় চিন্তার বিষয়। তাই বাস্তুতন্ত্রের সমতা বজা রাখতে পাখি সংরক্ষণের উপর জোর দিতে হবে। এই বিষয়ে মানুষের মধ্যে সচেতনতা বাড়াতে ২০০২ সাল থেকে আমেরিকায় পাখি দিবস পালন করা হচ্ছে। আমেরিকার পর ভারতেও প্রতি বছর ৫ জানুয়ারি পালন করা হয় পাখি দিবস। পাখিদের কীভাবে সংরক্ষণ করা যায়, প্রতি বছর এই দিনে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা হয়। সদ্য পেরিয়ে এসেছি সেই দিন। অন্যান্য বছরের মতো এবারও গোটা দেশ জুড়ে পালিত হয়েছে জাতীয় পাখি দিবস। পাখিদের খাঁচায় বন্দি না রেখে, তাদের বিক্রি না করে খোলা আকাশে উড়তে দিতে হবে। ডানা মেলে আপনমনে উড়ুক তারা। বুঝতে হবে খাঁচার পাখি এবং বনের পাখির তফাত। মনে রাখতে হবে, পাখি বাঁচলেই আমরা বাঁচব।

কেন ওদের হিন্দুত্ববাদী আগ্রাসনে বিবেকানন্দই ঢাল আমাদের?

(১৭ পাতার পর)

মোদিজির কাছে যে দেবতা প্রাচীন ভারতের প্লাস্টিক সাজারির প্রমাণ, বিবেকানন্দের ভাষায় তিনিই 'ইঁদুরচড়া গণেশ'।

ভববন্ধন মুক্ত করা দার্শনিক বচন শুনে যাঁরা মুখে চোখে গদ গদ ভাব না-দেখলেই ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন, হিন্দু ধর্মের অবমাননা হয়েছে বলে আক্রমণ শানান, তাঁরা একবার বিবেকানন্দের ভাষা পড়ে দেখতে পারেন। এই সন্ন্যাসী লিখে গিয়েছেন, 'বেদ বেদান্ত দর্শন পুরাণতন্ত্রে তো ঢের মাল আছে, যার একটা কথায় ভববন্ধন টুটে যায়।'

এই ভাষা যে সন্ন্যাসীর, তিনি ওই হিন্দুর ধর্মীয় সংস্কারের বিষয়ে সদা অতি সতর্কদের সঙ্গে নিজেকে জড়াবেন কোন্ প্রণোদনায়, বলতে পারেন!

যাঁরা পুজোর প্রসাধনী বিজ্ঞাপনে মুসলমানি মালিকানা দেখলে তেড়ে আসেন, তাঁরা কী করবেন, যখন জানবেন বিবেকানন্দ হিন্দু মন্দিরের বর্ণনা প্রসঙ্গে লিখছেন, 'সেথা নাই বা কি? বেদান্তীর নির্গুণ হতে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, শক্তি, সুয্যিমামা, ইঁদুরচড়া গণেশ, আর কুচ দেবতা ষষ্ঠী, মাকাল প্রভৃতি—নাই কী?' এমন মজামাখা কথায় হিন্দুধর্মের সম্ভ্রম রক্ষা হয় না কি!

বিজেপিপন্থীরা বলতেই পারেন, ওই তো বিবেকানন্দে অমিত শাহ-যোগী আদিত্যনাথ-সুকান্ত মজুমদার -শুভেন্দু অধিকারীর ছায়া-প্রচ্ছায়া-উপচ্ছায়া রয়েছে। ওই তো তিনি মুসলমান খেদানোর লিখেছেন।

সত্যিই তো, বিবেকানন্দের লেখাতেই তো পাই, 'ওই বুড়ো শিব ডমরু বাজাবেন, মা কালী পাঁঠা খাবেন, আর কৃষ্ণ বাঁশি বাজাবেন, এদেশে চিরকাল। যদি না পছন্দ হয়, সরে পড় না কেন?'

কিন্তু তা বলে বিবেকানন্দ মোটেই ইসলাম বিরোধী হিন্দুত্বের অ্যাজেন্ডাবাহী গেরুয়াধারী ছিলেন না। পলিটিক্যালি কারেক্ট থাকার দায় তাঁর ছিল না। তা বলে সংকীর্ণ হিন্দুত্বের পক্ষ আলো করার দায়ও তাঁর ছিল, এমনটাও নয়।

এই প্রসঙ্গে ভগিনী নিবেদিতা অমরনাথ যাত্রার সময় যে অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে গিয়েছিলেন, তা হুবহু তুলে ধরা, মনে করিয়ে দেওয়া দরকার বলে মনে করি।

'স্বামীজিকে যেরূপ দেখিয়াছি'তে নিবেদিতা লিখছেন, 'যাত্রীদের মধ্যে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের শত শত সাধু।... তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা অপেক্ষাকৃত বিদ্বান, তাঁহারা প্রত্যেকে বিশ্রামস্থলে স্বামীজীকে ঘিরিয়া থাকিতেন।... তাঁহাদের প্রসঙ্গ ছিল শিব

বিষয়ক, আর মধ্যে মধ্যে তিনি জোর করিয়া তাঁহাদের মনোযোগ বাহ্যজগতের প্রতি আকর্ষণ করিলে তাঁহারা গম্ভীরভাবে তাঁহাকে ভর্ৎসনা করিতেন। ...আবার তাহাদের মধ্যে অনেকে মুসলমান ধর্মের প্রতি স্বামীজীর প্রেম ও সহানুভূতির অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিতেন না। যে পরলোকচিন্তা স্বদেশ-বিদেশকে অভিন্ন জ্ঞান করাইত, সেই চিন্তাই এই সরলান্তঃকরণ ব্যক্তিগণকে হিন্দু ও মুসলমান যে এক অখণ্ড সত্তার দুইটি পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বীরূপ অঙ্গবিশেষ—এই চিন্তায় বাধা দিত। তাঁহাদের যুক্তি ছিল, ধর্মের জন্য প্রাণ বিসর্জন দিয়াছেন, এরূপ বহুলোকের শোণিতে পঞ্চনদের ভূমি প্লাবিত। অন্তত এখানে যেন স্বামীজী প্রচলিত ধর্মের গোঁড়ামির সংকীর্ণতা মানিয়া চলেন! ... (নিবেদিতা ও অন্যান্য বিদেশি শিষ্য - শিষ্যদের কাছে)

স্বামীজী যখন এই সকল আলোচনা বর্ণনা করিতেছিলেন, তখন উহার অসংলগ্নতা দর্শনে পাশ্চাত্যবাসীরা কৌতুক অনুভব না করিয়া পারেন নাই। কারণ, এই তীর্থযাত্রা সংক্রান্ত বহু কর্মচারী ও ভৃত্য এবং তহশীলদার স্বয়ং ছিলেন মুসলমান এবং যথাসময়ে তীর্থস্থানে উপনীত হইয়া তাঁহাদের (অমরনাথের) গুহায় প্রবেশে যে কোনওরূপ বাধা থাকিতে পারে, একথা স্বপ্নেও কাহারও মনে উঠে নাই। বস্তুত পরে তহশীলদার কয়েকজন বন্ধু-সহ স্বামীজীর নিকট যথাবিধি শিষ্যত্ব গ্রহণ করিবার জন্য আগমন করেন, এবং এই ব্যাপার কাহারও নিকট বিস্ময়কর বা বিসদৃশ বোধ হইয়াছিল বলিয়া মনে হয় না।''

এটা পড়ে কি মনে হচ্ছে যে ওই যারা এসআইআর ইত্যাদি চালু করে মুহুর্মুহু হুঙ্কার দিচ্ছে 'ভারতবর্ষ সংখ্যাগুরু হিন্দুদের হিন্দুস্তান, বাকিরা কেটে পড়,' বিবেকানন্দ তাদের দলে পড়েন?

বিবেকানন্দ, সকলেই জানেন, না জানলে জেনে নিন, অতীত ভারতের মুসলমানদের অবদান ভুলে যাননি। ইসলামের ঐতিহ্য নিয়ে নানা ইতিবাচক কথা বলেছেন। আকবরকে মহান সম্রাট বলতে তাঁর আরএসএস-সুলভ কোনও আপত্তি ছিল না।

বিবেকানন্দের হিন্দুত্ব সংঘীদের হিন্দুত্বের থেকে আলাদা

(১) ইসলাম ও খ্রিস্টান ধর্মের প্রতি মনোভাবের ক্ষেত্রে;
(২) হিন্দু ধর্মের বা হিন্দুত্বের ব্যাখ্যায়;
(৩) পাশ্চাত্য ভাবধারা ও জীবনদর্শনের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গির ক্ষেত্রে;

এবং সর্বোপরি, (৪) ব্যক্তি স্বতন্ত্রতার প্রশ্নে। বিবেকানন্দ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যে বিশ্বাসী ছিলেন। কিন্তু এই উগ্র-হিন্দুত্ববাদীরা একমাত্রিক যৌথ যাপনে বিশ্বাসী।

মধ্যযুগের ভারতকে বিবেকানন্দ যে দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে দেখেছেন ও বুঝেছেন, বিজেপিপন্থীরা সেভাবে দেখেন না, বুঝতেও চান না।

এরপরেও যদি আমরা নিজেদের অজ্ঞতা ও মূর্খামির জন্য বিবেকানন্দকে বিজেপিপন্থীদের রাজনৈতিক ফায়দা লোটার সুবিধার্থে তাদের হাতে তুলে দিই, তবে আগামী ইতিহাস আমাদের ক্ষমা করবে না।

রবিবার
11 January, 2026 • Sunday • Page 20 || Website - www.jagobangla.in
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

রবিবারের গল্প

হলুদ রঙের প্রেম

মহুয়া সমাদ্দার

ঘুম চোখেই অনুরাধা শুনল, পাড়ার প্যান্ডেলে পুরোহিত জোরে জোরে মন্ত্রোচ্চারণ করছেন। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখল ঘড়ির কাঁটা আটটার ঘর ছোঁব ছোঁব করছে। মাই গড! এত দেরি হয়ে গিয়েছে ঘুম থেকে উঠতে! সে দ্রুত পায়ে বিছানা থেকে নামতে নামতেই "মা মা" বলে দুবার ডাক দিল। কিন্তু কোনও উত্তর ভেসে এল না। না আসাই স্বাভাবিক। কারণ, মা আর দিদি গত রাতেই তাকে বলে দিয়েছিল যে ন'টার আগেই মহাষ্টমী পুজা শেষ হয়ে যাবে। তাই খুব ভোরে উঠেই ওরা প্যান্ডেলে গিয়ে মায়ের পুজোর কাজে হাত লাগাবে। দুর্গাপুজোতে মহাষ্টমীর দিন বড় জাঁকজমক হয় তাদের পাড়ায়। নারকোল নাড়ু থেকে শুরু করে লুচি, সুজি, খিচুড়ি, লাবড়া, নানা ধরনের সবজি পাতলা করে কেটে ভাজা, পটলের দোলমা, বাঁধাকপির ঝাল, কোরমা, আলুর দম তায় ছানাবড়া, মিষ্টি দই, রসগোল্লা পর্যন্ত মায়ের ভোগে দেওয়া হয়। আর সেগুলি পাড়ার মা-কাকিমারা সবাই মিলে হাতে হাতেই বানান। তাই সপ্তমী পুজো শেষ হওয়ার পর থেকেই আয়োজনে নেমে পড়তে হয় তাঁদের।

অনুরাধার দিদি অনুষ্কা এখন সেকেন্ড ইয়ার মাস্টার্স করছে। অনুরাধার থেকে তিন ক্লাস ওপরে। বয়সেও বছর তিনেকেরই বড়। কিন্তু সে পুরোপুরি অনুরাধার উলটো। অনুরাধা যেখানে পুরোপুরি ল্যাদখোর, অনুষ্কা বেশ কর্মঠ। যতক্ষণ ঘরে থাকে, সে মায়ের হাতে হাতে কাজ করে। তাই প্রতি বছরই সে মা-কাকিমাদের সঙ্গে ভেজা চুলে পাটভাঙা শাড়ি পরে মহাষ্টমী পুজোর জোগাড় করতে নেমে যায়। আজও তার অন্যথা হয়নি।

অনুরাধা বাথরুমে ঢোকার আগে তার আলমারি খুলেই চমকে উঠল। গত রাতে মায়ের একটা লাল পেড়ে সাদা জামদানি সে নিজের হাতে আলমারিতে নির্দিষ্ট তাকে রেখে শুতে গিয়েছিল। কিন্তু আজ সেখানে সেই শাড়ি নেই। এটুকু হলেও না হয় কথা ছিল। এর থেকে আরও মারাত্মক হল, সেই শাড়ির জায়গায় একটা হলুদ রঙের ওপর ছোট ছোট লাল ফুলের একটা শাড়ি রাখা রয়েছে। হলুদ রং! মাই ফুট! এই রংটা তার সবচাইতে বেশি জঘন্য লাগে। এর পেছনে কোনও লুকানো কারণ নেই অবশ্য। কিন্তু জন্ম থেকেই এই রংটার প্রতি তার একটা গা ঘিনঘিনে ভাব রয়েই গিয়েছে। হলুদ শাড়ি দেখলেই মায়ের শাড়ির আঁচলে লেগে থাকা হলুদের কথা মনে পড়ে যায় কেন জানি।

তার শাড়িটা এখান থেকে সরিয়ে এই বিদঘুটে শাড়িটাকে এখানে কে রাখল? দিদি? কিন্তু দিদির মাথায় এমন অদ্ভুত খেয়াল চেপেছে কেন হঠাৎ? কী করা যায় এখন? একটু ভাবতেই মনে হল মায়ের আলমারি থেকে এক্ষুনি একটা অন্য শাড়ি পরে তাকে বেরতে হবে। অলরেডি অঞ্জলি শুরু হয়ে গিয়েছে। সে দ্রুত পায়ে মায়ের ঘরে ঢুকে আলমারি খুলতে যেতেই থমকে গেল। চাবি নেই। মা তো শাড়ির আঁচলেই আলমারির চাবি বেঁধে রাখে!

তাহলে এবার উপায়?

অনুরাধা নিজের ঘরে ফিরে এসে মোবাইলটা হাতে তুলে নিয়ে দিদির নাম্বার ডায়াল করল। কিন্তু না। দিদির ফোন বেজে যাচ্ছে। তুলছে না। সে এখন কী করবে ভাবতে ভাবতে হোয়াটসঅ্যাপটা খুলতেই দেখল তমাল হতভাগাটা তাকে অন্তত গোটা দশেক মেসেজ পাঠিয়েছে। তমাল তার সঙ্গেই প্রেসিডেন্সি কলেজে ইংলিশ অনার্সের সেকেন্ড ইয়ার। ছেলেটা যে শুধুই পড়াশোনায় তুখোড়, তাই নয়। ওর গানের গলাও দুর্দান্ত। গত বছরেই তো মুম্বই থেকে একটা টিভি চ্যানেলের জন্যে গান গেয়ে এসেছে। তমাল যে তাকে পছন্দ করে তা অনুরাধা বেশ ভালই বোঝে। যেখানেই অনুষ্ঠান করতে যাক না কেন, যাওয়ার আগে সে একবার অনুরাধার সঙ্গে দেখা করবেই। ও বলে, অনুরাধার মুখ দেখে কোথাও গেলে, সেই কাজে ও সাকসেসফুল হবেই।

তমালের এত চেষ্টার পরেও তাদের প্রেমটা হতেও হতেও ঠিক দানা বাঁধেনি। অনুরাধার যে তমালকে পছন্দ নয় তেমনটাও নয়। অমন টল ডার্ক অ্যান্ড হ্যান্ডসাম, গাইয়ে ছেলেকে যে কোনও মেয়েরই এক দেখায় পছন্দ হয়ে যাবে, জানে সে। কিন্তু তাদের প্রেম না হওয়ার কারণ হল সেই হলুদ রং। তমালের প্রিয় রং হলুদ। আর তাই যে কোনও অকেশনেই সে হলুদ রঙের পাঞ্জাবি পরে আসে। আর সেই ফার্স্ট ইয়ার থেকেই সে অনুরাধাকে ইনসিস্ট করে চলেছে হলুদ রঙের শাড়ি পরার জন্যে।

ও বলে—জানিস অনু। আমার মন বলে তুই একটাবার যদি হলুদ রঙের শাড়ি পরিস, তুই হলুদের প্রেমে পড়ে যাবি। আর তুই একবার যদি হলুদের প্রেমে পড়ে যাস, তাহলে আমার প্রেমে পড়তেও দেরি হবে না তোর। পর না রে একটাবার হলুদ রঙের শাড়ি!

প্রত্যেক বারই অনুরাধা মুখ ভেংচে বলেছে—এই জীবনে আমি হলুদের প্রেমে পড়ব না। তুই এবারে ভাব হলুদ রং নাকি আমায়, কোনটা বেছে নিবি।

তমাল সমসময়েই দৃঢ় স্বরে বলেছে—আমি দুটোই চাই।

গত বছরে তমাল তার জন্মদিনে অনলাইনে একটা হলুদ রঙের শাড়ি অনুরাধার বাড়িতেও পাঠিয়ে দিয়েছে। কিন্তু অনুরাধা সে শাড়ি ছুঁয়েও দেখেনি। ও জানে হলুদে তাকে ভালও লাগে না। এত কিছুর পরে আজ তাকে নিরুপায় হয়ে সেই হলুদ রংই পরতে হবে!

অনুরাধা দাঁতে দাঁত পিষতে পিষতে দেখল তমাল লিখেছে—অনু, আজ আমি হলুদ রঙের পাঞ্জাবি পরে মা দুর্গার কাছে অঞ্জলি দেব। তুইও প্লিজ হলুদ পরেই অঞ্জলি দে। দু'জনে একসঙ্গে হলুদ পরলেই আমাদের সব দূরত্ব মিটে গিয়ে আমরা সারা জীবনের জন্যে এক হয়ে যাব, দেখিস!

অনুরাধা ফোনটা খাটে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে মুখ ভেংচে বলল—ডিসগাস্টিং।

***

একান্ত নিরুপায় হয়েই আজ জীবনে প্রথমবার অনুরাধা হলুদ রঙের শাড়ি পরে মণ্ডপে এসেছে। রাগে- দুঃখে সে আয়নায় দাঁড়িয়ে নিজেকে দেখেওনি একবারও। কিন্তু মণ্ডপে এসে সে বেশ অবাক হচ্ছে। সবাই-ই কেমন যেন মুগ্ধ চোখে তার দিকে তাকাচ্ছে আর পাশের জনের কানে কানে কী যেন বলছে। কী বলছে ওরা? বেশ একটা অস্বস্তি নিয়েই সে অঞ্জলির জন্যে ফুল নিতে হাত বাড়াতেই তাদের পাশের ফ্ল্যাটের কাকিমা সবিস্ময়ে বলল—ও মা! অনু! তুই! হলুদ রঙের শাড়িতে কী ভাল লাগছে রে তোকে! আমি তো চোখ ফেরাতেই পারছি না!

অঞ্জলির পরে আরও বহুজনের চোখে সে মুগ্ধ দৃষ্টি দেখে কথাটা বিশ্বাস করেছে শেষ পর্যন্ত। কিন্তু যে রংটাকে সে এতদিন ধরে অবহেলা করেছে, তাতেই তাকে এত ভাল মানায়, তা সে জানতই না!

অঞ্জলির পরে চেয়ারে গিয়ে বসতেই হোয়াটস অ্যাপে একটা মেসেজ ঢুকল। তমাল লিখেছে—দেখলি তো অনু! শেষ পর্যন্ত হলুদ রং আর অনুরাধা—দু'জনকেই একসঙ্গে পেলাম আমি। অনুষ্কাদিকে আমার তরফ থেকে থ্যাংকস জানিয়ে দিস। আমার দেওয়া শাড়িটা অনুষ্কাদি না রেখে দিলে আজও আমরা দূরে দূরেই থেকে যেতাম। অনুষ্কাদি একটু আগেই আমায় জানিয়েছে ব্যাপারটা। আমি তো সেই কবে থেকেই জানি, হলুদ রঙে যে প্রেম, যে মায়া আছে তা আর কিছুতেই নেই। আজ সেই মায়ার বাঁধনে আমরাও বাঁধা পড়ে গেলাম।

অনুরাধা কটমট করে একটু দূরে পুজোর মণ্ডপে কাজ করতে থাকা দিদির দিকে একবার চাইল। তারপর হলুদ শাড়িটার গায়ে একবার আলতো করে আদর করে বলল—একটা হলুদ-পাগলের কাছে সারাজীবন আমায় আটকে থাকতে হবে! উফ! ডিসগাস্টিং!

অঙ্কন : শংকর বসাক

জাগোবাংলা-র 'রবিবার' বিভাগের জন্য গল্প পাঠান কম-বেশি হাজার শব্দের। নাম ঠিকানা মোবাইল নম্বর-সহ লেখা টাইপ করে মেল করুন
robbarergolpo@gmail.com